

হেতু আত্মানী হইয়া ইঠাৎ কাহারও অবমানন
করিতেন না। তাঁহার সুশীলতা এবং গাভীর্য্য ভাব
দেখিয়া অপর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ
সম্মান করিত। তৎকালে রাজপুত্রদিগের মধ্যে বল
বান্ধবী হইল বিক্রম সকল বিষয়েই তিনি সর্বাঙ্গগণ্য
ছিলেন, কোন বিষয়ে কোন রাজপুত্র তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-
তর বলিয়া গণ্যগণিত হইতে পারেন না।

রাজপুত্রের অসামর্থ্যের প্রসাদে মজাহিদ এমান
অরুণ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে অরুণ শরীর
পরিবর্তন দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না।
কি শীতকর, কি গ্রীষ্মকর, কি আর্দ্র, কি শুষ্ক, কি
বৃষ্টি, কি শীতল, প্রাকৃতিক বলিষ্ঠ দেহ হেতুক তিনি
সকল কষ্টতেই সমভাবে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করিতেন,
কিছুকষ্টে তাঁহার অস্থির জন্মিত না। তুরুক্ষ এবং
পারস্যদেশীয় লোকদিগের সহিত তাঁহার সন্তত সংসর্গ
ছিল, ইজনা তিনি স্বদেশীয় ভাষার ন্যায় তুরুক্ষ
ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতেন। তাঁহার পিতা
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে নানা বিদ্যা অভ্যাস
করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাল্যকালাবধি সকল বিদ্যা
অনেক্ষা তিনি ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন,
অবকাশ পাইলেই যুবরাজ ধনুঃশর হস্তে লইয়া অরণ্য
এবং প্রান্তর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি
সমবয়স্ক বন্ধুদিগের সহিত যুদ্ধ বিষয়ক কথা বাতীত
আর কোন কথাই কহিতেন না। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার
দক্ষতা টেনপুণ্য জন্মিয়াছিল, যে মহা বলবান্ পুরুষ-
বান্ধবী হইল তাহা ভয়ের বিষয় হইত, তাহাতে তিনি
দিগেরও

অক্ষিপণ্ড করিতে নাই; রাজকুমার একান্তচিহ্নে হুঃসাধ্য সাধনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

শৈশব কালে বালকেরা সতত ক্রীড়ায় আসক্ত হয়, সরলচিত্ত প্রযুক্ত তাহারা মানাপমান সমান জ্ঞান করে, আদি রাজার পুত্র, উনি খনাচা লোকের সম্মান, অপর ব্যক্তি দরিদ্র লোকের তনয়, এতাদৃশ অভিমান তাহাদের অন্তঃকরণে থাকে না। বাল্যক্রীড়াতে তাহার দল তাহারই জন্ম, সামান্য এক মধ্যবিত্ত লোকের সম্মান জাতিশয় বালক, কাল, সম্মান পুরুষ-দিগের বলহীন কুমারেরা তাহাকে বড়ই জয় করে, খেলার সময় তাহার কথা লক্ষ্যন করিতে সহসা কেহই গরব হয় না। রাজনন্দন মজাহিদ শিশুকালে সামান্য ভূতাদের পুত্রদিগকে শাকিমন্ত দেখিলে নিত্যস্তানুরাগ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন, কিন্তু কি ছোট কি বড়, কি ভদ্র কি অভদ্র, কোন বালকেই তাঁহার সহিত বাগাম করিতে পারিত না, মল্যক্রীড়াতে সকলেই তাঁহাকে মাতিশয় ভয় করিত। বালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে পরাভূত হইলে অতীব ক্ষুণ্ণচিত্ত হয়, এবং কখন কখন রোদিন করত বিপক্ষ বালকের নিন্দাও করিয়া থাকে। পরন্তু দণ্ড পাইবার ভয়ে কোন বালকই মহা বলবান রাজনন্দনের প্রতি সহসা অনিচ্ছাচার করিতে পারিত না। তাহারা এক এক বার সকলে সংমিলিত হইয়া পরামর্শ করিত, মজাহিদ নিত্য নিত্য আমাদিগকে ক্রীড়ায় পরাভব করেন। আমরা তাঁহার সহিত খেলা করিতে আর যাঁইব না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাহাদের সমুদায় কম্পনাই

রুখা হইত, পাছে তাহাদিগকে তাঁহার ক্রোধের পাত্র হইতে হয়, এই আশঙ্কায় বিরুদ্ধভাব গোপন করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার সহিত সংমিলিত হইত। দুঃসাহসী রাজকুমার একাকী গল্প যুদ্ধ করিয়া কত-বার শতাব্দিক সমবয়স্ক বালকদিগকে পরাভব করিয়া ছিলেন। যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার ক্রোধে কৰ্ম্ম করিত, তিনি বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতেন।

বাল্যকালে ক্রীড়া এবং ব্যায়াম শিখয়ে মজাহিদকে অন্যান্য সঙ্গিগণে সকলেই ভয় করিত বটে, কিন্তু তাঁহার ককণ্ঠভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রায় সকলেই ভাল বাসিত। তিনি সাধ্যমতে নিজ বন্ধুদিগের উপকার করণে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন না। যাহারা তাঁহার অভিনত কৰ্ম্ম করিত, তিনি প্রাণপণে তাহাদিগের মজল চেঁকা করিতেন। পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, এমন কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কদাপি তাঁহার বাসনা হইত না। পরন্তু প্রাকৃতিক মহাবল এবং মহাতেজঃ হেতু তিনি সৰ্ব্বদাই জয়ঙ্গর ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেন। এজন্য তাঁহার পিতা মাতা উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে কতই নিবেদন করিতেন। নিবেদন করিলে কি হইবে, দুঃসাহ্য সাধন বিষয়ে রাজকুমারের এমন অনুরাগ ছিল, যে, তিনি কোনমতেই তাদৃশ কৰ্ম্মে বিরত থাকিতে পারিতেন না। কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে ছুশরিত্র বালক মনে করিতেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব, কেন না তিনি প্রাণপণ যত্নে অপর বালকদিগের হিতাশ্বেষণ করিতেন। কাহারও পীড়া

হইলে তিনি দিনের মধ্যে ছুই তিন বার দেখিতে যাই-
তেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র বালকদিগকে আপনার পঠিত
পুস্তক দ্বারা সাহায্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন।

এক দিন মজাহিদ আপন সমবয়স্ক বন্ধু দিগকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন “ভ্রাতৃগণ! নগরবাসি লোক-
দিগের শ্রুখে শুনিলান রাজধানীর অনতিদূরস্থিত
অবগম্যে একটা অতি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়াছে।
—আইস আমরা সকলে একত্রে হইয়া সেই ভয়ানক জন্তু-
টাকে শিকার করিতে যাই”। যুবরাজের এই কথা
শুনিলে বালকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, আমাদি-
গের ঘোটক নাই, ঘোটক বাতীত এতদূর মুহুর্টিন
ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়া দুস্কর। মজাহিদ রাজার
দস্তান, পিতার নিকট যখন যাহা চান, তখনই তাহা
প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের জনকের তো
এত বিতর নাই যে শিকার করিবার নিমিত্ত আমাদি-
গকে অশ্ব প্রদান কবেন। অরণ্যস্থিত ব্যাঘ্র; বধ
কারবার নিমিত্ত রাজকুমার যদি একান্তই আমাদিগকে
সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, তবে তিনি আমাদিগের
প্রত্যেককে এক একটি অশ্ব এবং শিকারোপযুক্ত আর ২
সামগ্রী প্রদান করুন, নতুবা আমরা রাজতনয়ের সঙ্গে
কিরূপে গমন করিতে পারি।

বালকেরা একমত হইয়া মজাহিদকে এই কথা জ্ঞা-
ইলে, রাজনন্দন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন
“বন্ধুগণ! আমি যে কথা কহিয়াছি তাহার অন্যথা
হইবে না, অবশ্যই তোমাদিগকে ব্যাঘ্রবধে প্ররত্ন
হইতে হইবে। তোমরা ঘোটকের জন্য চিন্তা করিও

না, যে কোন প্রকারে হউক আমি তোমাদিগকে এক একটি অশ্ব এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করিব। তাহাতে একজন বালক মজাহিদকে কহিল “রাজনন্দন! শিকারযোগ্য প্রয়োজনীয় বস্তু কি বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তুমি কি প্রকারে আমাদিগকে এক একটি অশ্ব দিতে পারিবে? এ সকল বিষয় সমাপা করিতে হইলে অর্থ আবশ্যক করে, সংসারে অর্থ ব্যতীত কোন প্রকারে মনোরথ সিদ্ধ হয় না।”

মজাহিদ প্রত্যুত্তর করিলেন “বয়সা! টাকার জন্য তোমরা এত ভাবনা করিতেছ কেন? আমার পিতার ধনাগারে টাকা থাকিতে তোমাদিগকে বিনা অশ্বে অরণ্যমধ্যে কখনই যাইতে হইবে না, যে প্রকারে হউক আমি পনাগার হইতে ধন লইয়া তোমাদিগকে এক একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া দিব।” মজাহিদ দ্বিবারাত্র দিন কয়েক কেবল অর্থের চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্থ সংগ্রহ করিবেন তাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিন এক বিষয় মনে উদ্ভাবন করেন, পর দিনই তাহা অন্যথা করিয়া আর এক বিষয় করিতে চান। একে বালক চঞ্চলবুদ্ধি, তাহাতে আবার অত্যন্ত ছঃসাহসী, টাকার জন্য বাহ্য করিতে নাই, যে কর্ম করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার অপবাদ-সম্ভাবনা, এমন বিষয়ে তাঁহার মন হয়। অতএব রাজকুমার পূর্বাপর ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া রাজার রাজকোষ অপহরণে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এক দিন রাজকুমার আপন অনুরক্ত বয়সাদিগকে

ডাকিয়া কহিলেন, বয়স্যগণ! আমার মনোভিলাষ বার্থ হইবে না, তোমরা আমার অনুবর্তি হইয়া খনাগার পর্য্যন্ত চল, সেখানে যাহা করিতে হয় আমি সকলই করিব, তোমরা কেবল গোপনভাবে আমার সঙ্গে থাকিবে। রাজকোষের রক্ষক একজন নৈনিক-পুরুষ ছিল। বীর্ষ্যবন্ত ভূপালতনয়, তাহার নিকটে গমন করত ছলনা করিয়া কহিলেন “দ্বারপাল! তোমাকে আমার একটি কৰ্ম্ম করিতে হইবে, বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, আমার এই পদখানি লইয়া তুমি অমুক স্থানে যাও, যদবধি তুমি প্রত্যাহত না হও, তদবধি আমি স্বয়ং তোমার দ্বার রক্ষা করিব। আমি থাকিতে কাহার সাধা এখানে আসিতে পারে, কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না।

এইরূপে খনাগাররক্ষক সিপাহী রাজপুত্রের কথায় স্নানান্তর গমন করিলে, মহাবীর মজাহিদ বলপূৰ্ব্বক উপযুগি পরি গোটাকতক মুষ্ঠাঘাত করিয়া খনাগারের দ্বারদেশের কুলুপাদি একেবারে ভগ্ন করিলেন। তদ্বারা রাজতনয় নিবিগ্নে খনাগারে প্রবেশ করিয়া আপন অতীক সিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে দিল্লির অশ্বমল করিতে হইল না, রাজভাণ্ডারের মধ্যভাগে গুণমুদ্রায় পরিপূর্ণ গোটাকতক খলিয়া রহিয়াছিল, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া একেবারে ঐ খলিয়াগুলিন গ্রহণ করত সে স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সমবয়স্ক সঙ্গিগণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের নিকটে আসিয়া তিনি ঐ সকল স্বর্ণমুদ্রা বিতাগ করিয়া দিলেন। মুদ্রা পাইয়া তাহারাও হটে যাইয়া মনোমত এক একটি অশ্ব এবং শিকারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিল।

অনন্তর রাজকোষ রক্ষক সিপাহী প্রত্যগত হইয়া দেখিল, যে, রাজনন্দন সে স্থানে নাই, ধনাগারের দ্বার ভগ্ন, সুবরাজ তাহাকে প্রতারণা করিয়া কোষ-স্থিত বহু অর্থ অপহরণ পূর্বক পলাইয়াছেন। তদ-র্শনে দুর্ভাগ্য রাজভৃত্য সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, এক দুর্বল বালকের কথায় দ্রাস্ত হইয়া আমি নিজ গুরুতর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে এই বিপত্তি ঘটিয়াছে, ভূপাল মহাশয় এখনই আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, যে কুকর্ম করিয়াছি তাহাতে প্রাণ বধ হইলেও হইতে পারে। অতএব কেহ না জানিতে জানিতে এই সময় পলায়ন দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া প্রতিহারী সে স্থান হইতে প্রস্থান পূর্বক দূর দেশে গমন করিল, রাজকোষ পূর্ববৎ রক্ষকশূন্য হইয়া রহিল।

রাজকোষাধ্যক্ষ দেওয়ানজী মহাশয় নিজ কর্মস্থানে আসিয়া পূর্বাবস্থার সকলই বিপর্যয় দেখিতে পাইলেন। কোষরক্ষাকারী দৈনিক পুরুষ তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, রাজভাণ্ডারের দ্বার ভগ্ন, এবং তত্রস্থ অমূল্য স্বর্ণমুদ্রা সকল অপহৃত হইয়াছে। তদ-বলোকনে তাঁহার তয়ের আর ইয়ত্তা রহিল না, স্থির-বুদ্ধি প্রযুক্ত সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াও তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ভূপতির ক্ষমতাই প্রজাদের দ্বারা এ কর্ম কখনই হইতে পারে না, প্রাণ নাশের সম্ভাবনা জানিয়াও রাজনীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহারা কি জন্য এতাদৃশ তরুর ব্যাপারে প্রবৃত্ত

হইবে? রাজধানীস্থ অপহৃত্ত বর্গ যে বড় বস্ত্র করিয়া রাজকোষ অপহরণ করিয়াছে, কোনমতেই আমার এমন অনুভব হয় না, কেন করিবে, তাহাদের কি প্রাণের ভয় নাই। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া মুরুদ্দি দেওয়ান অবশেষে স্থির করিলেন, রাজনন্দন মজাহিদকে সকলেই চুঃখীল ও চুরন্তু করিয়া থাকে, বোধ হয় কোন আশ্চর্যিক কু বাসনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যুবরাজই এই গর্হিত কর্ম করিয়াছেন। আমি বিশেষ জানি, তিনি দুঃসাপা সাপনে বড়ই তৎপর, বিষম বাধাকেও বাধা জ্ঞান করেন না। কোন ভয়ানক কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মৃত্যুর অভাব হইয়াছিল, এজন্য সেই দুর্দান্ত যুবা পুরুষ এই রাজকোষ লুণ্ঠ করিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কোষাধ্যক্ষ সংশয়াক্রান্ত হইয়া একেবারে ঐ বীরপুরুষের নিকট গমন পূর্বক ধানাগার অপহরণের কথা জানাইলেন। রাজকুমার তৎপ্রবণে কিছুমাত্র গোপন করিলেন না, নিঃশঙ্কচিত্তে সত্য কথা কহিলেন, “আমি হইতেই ধানাগারের অর্থ অপহরণ হইয়াছে।”

অপহরণস্থ মজাহিদের প্রমুখ্যে এই ভয়ানক কথা শুনয়া কোষাধ্যক্ষ কম্পাঙ্কিতকলেবর হইলেন, তাহার রসনা হইতে কিয়ৎকাল বাক্য স্ফূর্তি হইল না, গুরুতর অপরাধী বলিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিবেন কি? আপনাব প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। অতএব একটি মাত্র কথা তাঁহাকে না কহিয়া, তৎপিতা ভূপতি মহাশয়ের নিকট গমন করত রাজপুত্রের অসদাচারের কথা কহিলেন। রাজা

নিজ পুত্রের কুব্যবহারের বিষয় শ্রবণ করিয়া বড়ই
 দুঃখিত হইলেন, কোথো তাঁহার সমস্ত শরীর প্রক-
 স্পিত হইতে লাগিল, অবশেষে আত্মজকে কিরূপে বশী-
 কৃত করিবেন, তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি-
 লেন না। অতএব মবারক্ নামে তাঁহার এক জন
 প্রিয় ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, “মবারক্! বড়
 বিপদ দেখিতেছি, মজাহিদ আমার অবাধ্য সন্তান,
 উহার দোষে উত্তরকালে আমার রাজ্যপাট কিছুই
 থাকিবে না। আমি বর্তমান থাকিতেই ছুর্ত রাজ-
 কুমার যখন ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজকোষ লুট
 করিল, তখন ইহার পর আরও কি ভয়টনা ঘটাইবে
 তাহা বলিয়া উঠা যায় না, তুমি শীঘ্রই গমন করিয়া
 মজাহিদকে আমার নিকট আনয়ন কর”।

রাজার আজায় মবারক্ অন্তঃপুরে গমন করিয়া
 রাক্তনয়কে রাজার সমীপে আনিল। মজাহিদ
 পিতৃসম্মিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার রক্তবর্ণ লোচন
 এবং কুপিতভাব অবলোকন পূর্বক বুকিতে পারিলেনঃ
 যে, ধনাগার লুট করণ বিষয়ক সংবাদ অবশ্যই
 উপাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সভাসদগণের বদনভঙ্গিমা
 দর্শন করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তিনি দণ্ডায়মান
 হইয়া এক দৃষ্টে রাজার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, ভয়ে
 কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। সুপতি তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস মজাহিদ! আমি কিজনা
 তোমাকে এই রাজসভাতে আহ্বান করিয়াছি, তাহা
 তুমি-জান” ইহাতে লজ্জা এবং ভয়প্রযুক্ত রাজকুমার
 কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না, শুদ্ধ অধোবদনে

মোনাবলগনে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ-
র্শনে অদীপ্তর মহাশয় অতীত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে
পুনর্বার বলিলেন “অরে ছর’ত অবোধ বালক! উত্তর
করিস্ না কেন? আমি তোমার পিতা, সমুদয় দক্ষিণখণ্ডের
একমাত্র অধিপতি, কি কারণে তুই আমার ব্যবস্থা
উল্লেখন করিয়া পনাগারের অর্থ সকল অপহরণ করি-
য়াছিস? এমত গর্হিত ব্যাপারে প্ররক্ত হইতে কে
তোকে পরামর্শ দিল? তুই কি জানিস না যে পিতৃকর্তৃত্ব
অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম করিলে দণ্ডভোগ করিতে
হয়? তাহাতে আমি ছুই লোকদিগের দমনকারী
রাজা, এক্ষণে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, তুই কোন
শাস্তি পাইতে ইচ্ছা করিস।

মজাহিদ তখনও মৌনভাবে অবলম্বন পূর্বক নিঃশ-
ব্দে রহিলেন, তিনি মনেঃ বিবেচনা করিলেন, পিতা
যে সকল কথা কহিতেছেন তাহার একটিও মিথ্যা
নহে, আমি স্বার্থ অপরাধী, ন্যায় বিচার হইতে
উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন বোধ
হইতেছে।

অনন্তর ভূপাল নিজ পুত্রকে উপদেশ দিয়া কহিতে
লাগিলেন, “বৎস! ক্রন্দন করিও না, তুমি যে অপরাধ
করিয়াছ তাহা মার্জনা করিতে নাই। যে ব্যক্তি
সেচ্ছানুসারে প্রকাশ্য রাজনীতির অতিক্রান্ত কর্ম
করে, ন্যায় বিচারে তাহাকে গুরুতর দণ্ড পাইতে
হয়। রাজকীয় ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই সমান, তাহা
প্রজার পক্ষে একরূপ এবং রাজাস্বীয়গণের পক্ষে অন্য-
রূপ নহে, যেব্যক্তি তাহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহা-

কেই দণ্ডার্ক হইতে হইবে। আমি আকৃতিক অপত্য-
 স্নেহের অনুরোধে তোমার এতাদৃশ হীন অপরাধ
 মার্জনা করিতে পারিব না, তাহা করিলে আমার
 অনায় কৰ্ম করা হইবে। প্রজাবর্গ আমাকে স্বার্থপর
 রাজা বলিয়া আর পূর্ববৎ মান্য করিবে না। এক্ষণে
 বৎস মজাহিদ! শান্তি দিবার পূর্বে আমি তোমাকে
 আর একটি উপদেশ প্রদান করি এনিধান কর, তুমি
 আমার একমাত্র পুত্র, আমার অবিদ্যামানে তুমিই এই
 রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। অত্যাধম
 অসভ্য লোকে যে সকল নীচ ব্যবহার না করে, তুমি
 এখন পর্য্যন্ত যদি সেই লজ্জা পর্হিত আচারে রত থাক,
 তবে উত্তর কালে কে তোমাকে ন্যায়পরায়ণ রাজা
 বলিয়া বখাবিহিত মর্যাদা করিবে? ভাল, জিজ্ঞাসা
 করি, তবিসাতে সাধারণ প্রজাবর্গ দ্বারা যে সম্মানিত
 হইবে তোমার কি এমন প্রত্যাশা নাই? রাজকুমার-
 দিগের পক্ষে যে সকল কৰ্ম নিতান্ত অকর্তব্য, আমি
 নিরন্তর তোমাকে সেই সকল কৰ্মে ব্যাপ্ত দেখিতে
 পাই, এক্ষণে সেই সকল দোষের প্রতিবিধান করাই
 আমার প্রয়োজন হইয়াছে।

এইকথা বলিয়া রাজা প্রিয়ভৃত্য মদারককে আজ্ঞা
 করিলেন, “তুমি রাজনন্দনের অজ্ঞান্যাদিত বস্ত্র সকল
 বিমোচন কর”। ভূপতির অনুমতানুসারে রাজ-
 পরিপরিচারক মজাহিদের গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিল।
 লক্ষ্মিদেশাধিপ স্বহস্তে বেত্র ধারণ করিয়া নিজ
 পুত্রের পৃষ্ঠদেশে গুরুতর আঘাত করিতে লাগিলেন,
 যদ্যপি তাঁহার সমস্ত শরীর শোণিতাক্ত না হইল,

তদবধি ভূপাল আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইলেন না । পরে তিনি প্রতিহারীকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, প্রতিহাবী! আমার রাজবাণীর মতো যে গুহুটি অতি নিভৃত স্থান, সেই স্থানে এই চূর্ণালঙ্ঘ্যতাব রাজপুত্রকে নইয়া তুমি রুদ্ধ করিয়া রাখ, আমার পুত্র বলিয়া স্নেহ প্রকাশ করত উহাকে ছাড়িয়া দিওনা । রাজভৃত্য সমাজ্জা মহারাজ বলিয়া মজাহিদকে এক নিভৃতস্থানে বন্দ করিল ।

রাজকুমার নিম্নাঙ্গ বেজে আসিয়া পাইয়া পড়িয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, তারাবন্ধ হওয়াতে তাঁহার ভৌতিক দুঃখ হইল । বেকাঘাতের বেদনা শীঘ্রই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রপল্লভিত-স্বতাব প্রযুক্ত একাকী নিভৃতালয়ে রুদ্ধ থাকিতে হইল বলিয়া তিনি মর্মান্তিক বেদনা পাইলেন । বিশেষ, ব্যাঘ্র যথ পরিবার জন্য তিনি যে সান্ত্বনার উচ্ছ্বক ছিলেন, তাহা এখনে সিদ্ধ হইল না, একেবারে সে আশায় তাঁহাকে বরাক হইতে হইল বলিয়া তিনি মনেঃ কতই দুঃখ করিলেন । মজাহিদ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বালক প্রত্যাব প্রযুক্ত মনেঃ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজভৃত্য বরাক-হইতেই আমার সমুদায় নিগদ ঘটিনাছে, ঐ ব্যক্তি রাজাকে কহিয়া আনাকে এতাদৃশ শাস্তি পদান করাইয়াছে । সেই পর্য্যন্ত বরাকের প্রতি যুবরাজের আশ্রয় কিছুমাত্র প্রজ্ঞা রহিলনা, পরম শত্রুবোধে তিনি যাহাতে তাহার অনিষ্ট হয় এত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাঁহার অশংকরণে তৎপ্রতি দ্বেষানল প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেলা গল ।

সন্তান সন্ততির চুঃখে মাতা সেরূপ চুঃখিতা হয়েন, অগতের মধ্যে সেরূপ চুঃখিত আর কেহই হয় না। অস্তঃপুর হইতে রাজ্ঞী মজাহিদের অবরোধের কথা শ্রবণ করিয়া নাতিশয় ক্ষুব্ধাভঃকরণে তাঁহাকে দেখিতে আইলেন। জননীকে অবলোকন করিবামাত্র রাজপুত্র অশ্রাস্ত অশ্রুধারায় রোদন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, মাতঃ! রাজকৃত্যে মবারক আমার এই দ্রব-বস্ত্র মূলকারণ, এ ছুরায়া হইতেই আমার এত কষ্ট হইল। রাজ্ঞী কহিলেন, বৎস! তুমি কর্ম্মদোষে কষ্ট ভোগ করিতেছ, ইহাতে মবারকের কোন দোষ দেখিতে পাই না; তাহাব যে কর্তব্যকর্ম্ম সে তাহা করিয়াছে, তুমি অনর্থক তাহাব প্রতি কেন দোষ-রোপ করিতেছ। আমি বিশেষ জানি ঐ রাজকৃত্য তোমার অবিরেচনার কথা ভূপাল মহাশয়কে জ্ঞাত করে নাই, কোরাযাক নিজে আনিয়া তাঁহাকে তোমাব দৌরাত্ম্যের কথা বলিয়াছে।

মজাহিদ।—মাতঃ! মবারক রাজাকে আনাব দোষের বার্তা জানায় নাই, একথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ পাণ্ডা যখন অস্তঃপুরে আসিয়া আমাকে পিতাব নিকট লইয়া গেল, তখন সে কেন কহিল না যে তোমাকর্তৃক রাজকোষ অপহরণের সংবাদ ভূপতি অবগত হইয়াছেন, আর সেই ভয় জানিবাব স্মিত্তি তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। এ সংবাদ শুনিলে আমি জনকের নিকট কখন যাইতাম না, বরং যাহাতে তাঁহার ক্রোধ শাস্তি হয়, এমত সজুপায় চেষ্টা করিতাম। আমি বিশেষ জানি, কোন বিষয়ে পিতা আপনকার ক্রোধ

অবহেলন করেন না, দোম ক্ষমা করিবার জন্য আমি আপনকার দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করাইলে, তিনি আমাকে কদাপি এতদ্রুপ নিদারুণ শাস্তি দিতেন না।

রাজ্ঞী।—বৎস! ষা হবার তা হইয়াছে, অতীত বিষয়ের অনুস্মরণায় কোন ফলাদয় নাই। এক্ষণে আমি রাজাকে সাপ্য সাপনা করিয়া ষা হাতের তোমার প্রতি তাঁহার ক্ষোদ শাস্তি হয়, এমনত বিহিত চেষ্টা করিব।

মজাহিদ।—জ্ঞানি! আপনকার উপাসনাতে রাজা আমাকে ক্ষমা কারবেন, তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শাস্তি আমি পাইয়াছি, তাহা বলিয়া কি জানাইব: পিতা স্বয়ং আমাকে বেত্রাঘাত করিলেন, এখন পর্য্যন্ত বেত্রাঘাতের ছিহ্ন আমার পৃষ্ঠদেশে রহিয়াছে। কালে এই সকল আঘাতের দাগ আমার শরীরের চর্ম হইতে বিলুপ্ত হইবে, পরন্তু অন্তঃকরণে যে মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছি, তাহা কখনই আমার স্মৃতিপথ হইতে নিলুপ্ত হইবে না।

রাজ্ঞী।—তবে কি তুমি তোমার পিতা মহাশয়কে ইহার প্রতিফল দিতে ইচ্ছা কর?

মজাহিদ।—না, মা, আমি কি এত অজ্ঞান যে পিতা আমাকে দণ্ড দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিফল দিতে চাইব। পিতা পরমারাধ্য ব্যক্তি, তিনি সহস্র যন্ত্রণা দিলেও তাঁহার প্রতি বিরাগ করা পুত্রের কর্তব্য নয়। যে ব্যক্তি আমার এই যন্ত্রণার মূল কারণ, ষাহার কুপরামর্শে পিতা আমাকে নিদারুণ শাস্তি দিলেন, তাহার প্রতি বিদ্বেষ আমার কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

যে প্রকারে ঐ দুরাচার অনিষ্ট হয়, আমি হতসাহায্যে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব।

রাজী।—বৎস মজাহিদ! সকল বিষয়ে ক্রোধ সম্বরণ করা জ্ঞানবান্ বালকদিগের কর্তব্য, তুমি নিজ অন্তঃকরণ হইতে ঐ কুপ্রবৃত্তির বীজ উন্মূলন কর। চিত্তের চাপলা দূর করিয়া কণকাল মনঃসংযোগ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি জানিতে পারিবে, যে রাজভৃত্য মবারক তোমার নিকটে কোন বিষয়ে অপবাধী নহে; তদ্বারা তাহাকে দণ্ড দিতে তোমার ইচ্ছা হইবে না, এবং ক্রোধ রিপূরও শাস্তি হইবে।

রাজমহিষীর ঐ হিতকারক উপদেশ শ্রবণ করিয়া মজাহিদ কোন উত্তর করিলেন না। শুদ্ধ মৌনভাবে অবলম্বন করিয়া অপোনদনে রহিলেন। তাহাতে স্পষ্ট উপলক্ষি হইল, যে তাঁহার অন্তঃকরণে ধৈর্যমাত্র সাতীশয় প্রজ্জ্বলিত হইয়াই রহিল, মবারকের প্রতি তাঁহার ঐবরতাব কোন মতেই বিলুপ্ত হইবার নহে, যুবরাজ ভগ্যানক অদম্য ক্রোধ রিপূর বশবর্তী হইয়া ঐ রাজকৃত্যের অনিষ্ট সাধনে হত নিশ্চয় হইয়াছেন।

অনন্তর রাজমহিষীর অনুরোধে বাদসাহ মজাহিদকে কেবল এক সপ্তাহ মাত্র কারাগারে রাখিয়া শেষে মুক্ত করিলেন। কুমার অন্তঃপুরে আইলে তাঁহার জননী বিশেষানুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন, “প্রাণাধিক মজাহিদ! তুমি সামান্য ভৃত্য মবারকের প্রতি বিদ্বেষাচার করিও না, ওব্যক্তি নিরন্তর তোমার পিতার কাছে থাকিয়া শুদ্ধ তাম্বুল যোগাইয়া দেয়, এজন্য করুণস্বভাব বাদসাহ তাহাকে কিছু ভালবাসেন, তুমি

রাজার সম্মান, ও হীন দাস কোন বিষয়ে তোমার সমতুল্য নহে, তবে উহার প্রতি শত্রুত্বভাব প্রকাশে তোমার পুরুষত্ব কি।”

মাতৃবাক্যে রাজকুমার ছলনা করিয়া এমনি প্রফুল্ল মনে কণা কহিতে লাগিলেন, যে, উদ্ভাব্য তাঁহার অন্তঃকরণের ঘেষুভাব কিছুনাহ প্রকাশ পাইল না। দিব্যবশন সময়ে রাজকুমার আপন সমবয়স্ক বন্ধুদিগকে ডাকিয়া ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, পূর্বে যেরূপ তাহাদের সহিত তিনি আনন্দ আহলাদ করিতেন, সে দিনও সেইরূপ করিলেন, কোনমতেই এ সম্মিলন তাঁহার আন্তরিক ফোভ উপলব্ধ করিতে পারিল না। বিভাল যেরূপ মুষ্টিবদ্ধে বস করিবার প্রত্যাশায় কেবল সুযোগ অন্বেষণ করে, রাজকুমার নিজ শত্রুকে প্রতি ফল দিবার জন্য সেইরূপ সুসময়ের প্রতীক্ষায় কাল হরণ করিতে লাগিলেন, রাজসদনে দণ্ডনীয় হইবার ভয়ে সহসা তিনি কোন অবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। মবারকের পুত্র সম্বদা রাজকুমারের সহিত নাকিয়া বাল্যকীর্ষা ও আনন্দ প্রনোদ করিত। রাজসদনে পূর্ণপেক্ষা তাহার প্রতি এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে লোকে আপনাদিগের সহোদর ওও তদ্রূপ স্নেহ করে না। এই বাহ্যিক অনুরাগে অনুরাগী হইয়া ভৃত্যপুত্র মজাহিদের মনের ভাঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না, বরং মনেই অভিমান করিতে লাগিল, আগার পিতা, রাজা মহাশয়েন এক জন প্রিয় ভূতা, সেইজন্য রাজকুমার আমাকে বুঝি অন্যান্য বালক অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন। পরন্তু

মুচতুর মজাহিদের সে তাৎপর্য ছিল না, পরম শত্রু মবারককে দণ্ড দিবার জন্যই তিনি এইরূপ করিতে-
ছিলেন। তৎপ্রতি তাঁহার প্রজ্বলিত ছেদানল যেন
কোনমতে প্রকাশ না হয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ ভূত-
সন্তানের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

ইতিপূর্বে একদিন প্রকাশ্যে মল্লকীড়ার ভূমিতে
মহাবলপরাক্রান্ত মল্ল-যোদ্ধারা যুদ্ধ করিয়াছিল,
ভূপাল, অমাত্যবর্গ, এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা
তথায় বর্তমান ছিলেন। বীরপুরুষ রাজকুমার আপ-
নার সঙ্গিগণের সাক্ষাতে সেই কথার উপাশ্রয় করি-
লেন। বালকেরা ঐ মল্লযোদ্ধাদিগের যুদ্ধ-বিষয়ে নিজ
নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল। একমজী
কীড়াকাবীদিগের তিন তিন মত শ্রবণ করিয়া মবার-
কের পুত্র মসাইদও বলিল “মল্লকীড়ায় আমার
পিতা সর্বপ্রধানরূপে পরিগণিত হন, তিনি কতবার
কত বীরপুরুষকে পরাজিত করিয়াছেন। বোধ হয়
এই পৃথিবীতলে এক্ষণে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি নাই।
শুনিলাম সে দিন প্রকাশ্যে মল্লভূমিতে অনেক সুবিখ্যাত
কুস্তিগীর লোক আগমন করিয়াছিল, পিতা একে একে
তাহাদের সকলকেই বাহুযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া সুবরাজ সহাস্যবদনে কহি-
লেন, “মসাইদ! তোমার পিতা কি এতই শক্তি-
মান, যে মল্লযুদ্ধ বিষয়ে সকলেই তাঁহার নিকট পরা-
ভূত হইয়া থাকে! ভাল আমি এক দিন তাহার সহিত
বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহার টনপুণ্য এবং শক্তি পরীক্ষা
করিতে চাহি, তুমি কি বোধ কর? চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক

বালকেব সহিত মল্লকীড়া করিতে তিনি তো ভীত হইবেন না?।

রাজকুমারের এই আশ্পদ্যার কথাতে মসৌদ কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিল না, বরং মধুরবচনে হাসিতে হাসিতে প্রত্যুত্তর করিল, “মজাহিদ! তুমি রাজার সম্মান, পিতা তোমার নিকট আপন শক্তির পরীক্ষা দিতে ভয় করিবেন কেন! তুমি স্বয়ং যাটয়া মল্লকীড়ার প্রস্তাব করিলে, তিনি যে সে বিষয়ে আপত্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, কোনমতেই আমি এমন বিবেচনা করি না”।

রাজনন্দন কাহলেন, অক্ষবয়স্ক মনুষ্যের সহিত অশ্ববয়স্ক বালকেব যুদ্ধ অতিশয় অসমতুল্য বটে, কিন্তু নিজ শক্তি বিষয়ে আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে, তোমার পিতা মবারক হঠাৎ আমাকে মল্লকীড়ায় পরাজিত করিতে পারিবেন না।

রাজপুত্রের এই বাসনাতে তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুগণ অতিশয় আনন্দিত হইল, কেহহু হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিক্রপও করিল। তাহারা সকলেই বিবেচনা করিল, মবারক ভীমের ন্যায় পরাক্রমশালী, এতাদৃশ শক্তিমান ব্যক্তির হস্তে রাজকুমার আবদ্ধ হইলে তাঁহার মাংস অস্তি এক এক স্থানে জড়ীভূত হইবে, তাহাতে তিনি আর দর্প করিয়া লোকসমাজে সম্মত ভুলিতে পারিবেন না। আমরা শুনিয়াছি, পূর্বে ঐ রাজভৃত্য এক সামান্য কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল, শুদ্ধ ভূপাল তাহার অসীম শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে এই বর্তমান উচ্চপদে

অতিবিক্ত করেন, বাহুবল না থাকিলে মবারক কখনই রাজার এত প্রিয় হইত না।

বাহাহউক, মজাহিদ অনুসঙ্গী বালকদিগের বিক্রপ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাম্বুলপ্রদাতা রাজভৃত্যের নিকটে গমন করিলেন, আর বিহিত বিধানে তাহাকে সম্বর্জন করিয়া হাসামুখে তাহার নিকটে জানাইলেন। মবারক! অদ্য ক্রীড়ার সময় তোমার পুত্র আমাকে বলিতেছিল, তুমি না কি মল্লযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ, এই পৃথীতলে কোন ব্যক্তিই নাকি তোমার সমকক্ষ নাই, সে দিন প্রকাশ্যরঙ্গভূমিতে তুমি নাকি মহাবল-পরাক্রান্ত বীর-দিগকেও একে একে পরাজিত করিয়াছ? আমি তোমার টেনপুণ্য এবং শক্তি পরীক্ষা করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, তুমি একবার বাহ্যুদ্ধ করিলে আমি বড়ই আশ্বাসিত হইব।

মবারক।—রাজমন্দন! আমার পুত্র মিথ্যা কথা বলে নাই, আমি কাল্যাব ভূপতি মহাশয়ের অতি তেজস্বী টেনাদিগকে ভূমিতলশায়ী করিয়াছি, তদ্বারা আমি কোন অঙ্গে কিছুমান আঘাত পাই নাই, পূর্বে আমার বাহুবলের মাংসপেশী সকল বেক্রপ বলিষ্ঠ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। মল্লভূমিতে সকলেই আমার নিকট পরাজিত হইয়া পাকে।

মজাহিদ।—জগতের তাবলোকেই প্রায় আপন! আপনি প্রদান জ্ঞান করে, কিন্তু উত্তম পরীক্ষা না করিলে তাহাদের শৌর্য্য বীৰ্য্য কিছুই জানা যায় না। তুমি এক্ষণে নিজ শক্তি টেনপুণ্যের পরীক্ষা দিতে সম্মত হও কি না, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।

মবারক ।—যুবরাজ ! এদেশে বাহারা আমার সম-
তুল্য ভদ্র লোক আছেন, মল্লযুদ্ধে তাহাদের কেহই
আমার উপযুক্ত ব্যক্তি নয়, তবে কাহার সহিত যুদ্ধ
করিয়া আমি নিজ সামর্থ্যের পরীক্ষা দিতে পারি ।
যদি বল, রাজামহাশয় বেতন দিয়া অনেক কুস্তীগীর
লোক রাখিয়াছেন, তুমি তাহাদিগের সহিত বাহ্যযুদ্ধে
প্রবৃত্ত হও । কিন্তু রাজকুমার ! এক্ষণে আমি কখনই
করিব না, কারণ তদ্বারা সম্ভ্রান্তলোকদিগের নিকটে
আমার অমর্যাদার হানি হইবে ।

মজাহিদ ।—উচ্চপদস্থ প্রতিযোগি লোকের অভাবে
তুমি এত চিন্তা করিও না । মল্লক্রীড়ায় আমার কত
শক্তি এবং টেনপুণ্য আছে, তাহা সাধারণ লোকসমাজে
প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমি স্বয়ং তোমার প্রতি-
দ্বন্দ্বী হইব, কিন্তু ইহাতে তুমি জয় লাভ করিবে কি
না তাহা সন্দেহ স্থল ।

মবারক ।—রাজকুমার ! তুমি আমার ভরণ পোষণ
ভর্তু প্রভূর সম্ভান, তোমার সহিত আশ্রয়-ভাবে
বাহ্যযুদ্ধ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু
ইহাতে একটি কথা আছে, মল্লক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলে
শরীরের অস্তি চর্ম্ম ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং মর্কসক্ষে
বেদনা জন্মে । কোমলাঙ্গ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়
বাহারা সুখপ্রিয়, তাহাদিগের পক্ষে এতদ্রূপ ক্রীড়া
কোনমতেই বিধেয় নহে । অতএব আমার সহিত
সংগ্রাম করিয়া কষ্ট পাইলে তুমি তো বিরক্ত হইবে
না ?

মজাহিদ ।—আমি স্বেচ্ছানুসারে যখন তোমার

সহিত মল্লকীড়াতে প্রস্তুত হইয়াছি, তখন আমার অসম্ব্যস্ত হইব কেন? শেষে বাহবার তাই হবে, তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ কর।

মবারক।—যুবরাজ! তুমি চৌদ্দ বৎসরের বালক, মল্লভূমিতে তোমায় পরাভব করিলে আমার কিছুমাত্র মান বাড়িবে না, বরং লোকে আমার অপমণ্য করিবে, শুদ্ধ এই ভয় করিতেছি।

মজাহিদ।—আমি বালক বটি, তাহার সন্দেহ কি, কিন্তু ধনাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া স্বর্ণমুদ্রাপহরণ করাতে, আমার ক্ষমতা লোকসমাজে অবিদিত নাহি, অতএব বালক বলিয়া তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা করিওনা, বাহ্যযুদ্ধে আমার কতদূর পর্য্যন্ত টেনপুণ্য তাহা তুমি শেষে জানিতে পারিবে।

এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর, উভয়ে একবাঁকা হইয়া স্থির করিলেন, পর দিন প্রাতঃকালে আমরা প্রকাশ্য রাজসভাতে গমন করিয়া ভূপতির সমীপে বাহ্যযুদ্ধ করিব। মবারক রাজাজ্ঞার প্রত্যাশায় রাজসভায় ঐ কথা নিবেদন করিলে, রাজা সন্তোষ, পূৰ্ব্বক সম্মতি প্রদান করিলেন। সভাসদগণ মল্লকীড়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আচরণ করিতে লাগিলেন। রাজাটালিকার মধ্যো যে দালানটি সাতিশায় সুপ্রশস্ত, বাদশাহ মহাশয় সেই দালানে রঞ্জভূমি করিতে কহিলেন। প্রস্তুরময় মেঝিয়াতে পতিত হইলে, পাছে ঐ বীরদ্বয়ের গাত্রবেদনা হয়, এজন্য রাজভূত্যেরা রাশি রাশি বালুকা দ্বারা সংগ্রামস্থল

পরিপূর্ণ করিয়া দিল। রজনী প্রত্যাহ্নেই ভূপাল
এবং প্রধান প্রধান আমীর লোকেরা অতি মনো-
হর বেশ ভূষা করিয়া ঐ দালানের চারিদিকে উপবেশন
করিলেন।

রাজকুমার ও মবারক দুইজনে অজ্ঞান দল পরিভাগ
দেখি দুইটি অস্ত্র কাচ পরিধান করিয়া দর্শকদিগের
দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের অজ্ঞ-
মৌলিক মাংসপেশী এবং শিরাসকল দেখিয়া দর্শকগণ
স্বাভাবিক বিস্ময়বোধ করিলেন। দুই জনেরই প্রায়
সমান শক্তি, মবারক কেবল রাজসুত অপেক্ষা কিছু
দীর্ঘাকার ছিল, কিন্তু রাজনন্দন একে ক্ষুণ্ণ ও গৌ-
ণ্য, তাহাতে আবার তাঁহার চক্রে চর্ম্মের স্থানে ২
গোলাপীরঙ্গের আভা প্রকাশিত হইল, অতএব তাঁহা
বর্ণা এবং সুগঠন দেখিয়া দর্শকগণ চক্ষুঃসার্থক করি-
লেন। প্রথম আক্রমণে মবারক রাজতনয়ের স্কন্ধদেশ
দরিয়া একেবারে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, আর
ভূমিতে আছাড় মারিয়াও উপক্রম করিতেছিল,
একত সময়ে সুচতুর রাজকুমার বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ
করিয়া দুই পদদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ জাপটিয়া
দরিলেন, এবং বলপূর্ব্বক অঙ্গ-সঞ্চালন করত নিজ
বিপক্ষের কেশাকর্ষণ করিয়া হঠাৎ তাহাকে ভূমিতল-
শায়ী করিলেন। মবারক মেঝিয়াতে পড়িয়া তাঁহাকে
উল্টিয়া ফেলিবার নিমিত্ত কতই বল প্রকাশ করিতে
লাগিল, কিন্তু রাজনন্দন তাহার বক্ষঃস্থলে জাপুদেখ
পাতিয়া এমন চাপিয়া রহিলেন, যে, সে কিছুই করিতে
পারিল না। চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক বালকের শৌর্য বীর্য

অবলোকন করিয়া পরিবেষ্টিত দর্শকগণ অতীব বিস্ময়-
পন্ন হইলেন, পরন্তু রাজপুত্রের যে, জয়লাভ হই-
যাচ্ছে, ইহা তাহারা স্বীকার করিলেন না। সভাসদ-
দিগের মধ্যে কেহ কেহ দুঃপাতি মহাশয়কে সম্বোধন
করিয়া কহিলেন “মহারাজ! বাক্তনয় নিয়মাস্তি-
প্রাপ্ত কয় করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত মবারককে ভূমিতে
পাতিত করিয়াছেন, রাজযুদ্ধের যশস্বীতানুসারে
সংগ্রাম করিলে, বোধ হয় মবারক উহার নিকট
গরাক্রান্ত হইত না। এই কথাস্তে মহাবীর মজাহিদ
কম্পিত-কলেবর হইয়া, রাজসমীপে নিবেদন করিলেন,
“তাত! আজ্ঞা হয় তো আমি পুনর্বার মবারকের
সহিত মল্লযুদ্ধ করি”। তাহাতে বাদশাহ এবং
আর আর অমাত্যবর্গ সম্মতি প্রদান করিলে, যুবরাজ
এবং মবারক গাজোখান করিয়া পুনঃ সংগ্রামে প্ররুত
হইলেন।

দ্বিতীয় সমরে ঐ বীরদ্বয়কে বড় একটা হস্ত পদাদির
আশ্ফালন করিতে হয় নাই, মুহূর্ত্তেকের মধ্যে জয়
নিশ্চিত হইয়াছিল। যুবরাজ অসমাজ মল্লভূমিতে
দণ্ডায়মান হইয়া একেবারে বিপক্ষের পশ্চাতে গমন
করত তাহার কটিদেশান্ত কাচের প্রান্তভাগ পরিলেন।
তাহাতে হতভাগ্য মবারক যেমন কনুইয়ের গুতা
মারিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিতে চাহিল, অমনি
ঐ রাজমুত তাহার গ্রীবা জাপটিয়া ধরিলেন, এবং
বলপূর্ব্বক গোটা কতক হেঁচকা মারিয়া প্রকম্পিত কদ-
লীদ্বয়ের ন্যায় একেবারে মবারককে ভূমিতে পাতিত
করিলেন। রাজভৃত্য জ্ঞানশূন্য হইয়া বালুকারাশির

উপরিভাগে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, ভূপাল এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ শীতল বারি আনাইয়া তাহার বদনমণ্ডলে প্রদান করিতে লাগিলেন। আদর্শ মরীচ পদ্ধতি অনেক প্রকার বস্তু দ্বারা তাঁহার। তাহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই চেতনা না হওয়াতে তাঁহার। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে মবারকের গ্রীবা ভাঙিয়া যাওয়াতে সে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মবারকের পুত্রের সহিত যুবরাজের সখ্য ও তাহার কন্যার সহিত মিথ্যা প্রণয়সম্বন্ধে রাজপুত্রের মিত্র-
হিত হানন ।—মনাউদের পদামর্শে যুবরাজের অরণ্য
যাত্রা এবং উদ্ধৃত্ত করি বিনাশ ।—মজাহিদ কর্তৃক
ভোগলোকবেগের নিবন ।—কৃষ্ণ রায়েব পরাজয় ।

মহম্মদ-শাহ বাদশাহ মহাশয়ের রাজসভাতে কিয়-
জন কেবল মবারকের অপমৃত্যু বিষয়ক কপোপকথন
হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ তাবল্লোকেই এই সংবাদ
ধবল করিয়া সান্তিশয় বিস্তারাপন্ন হইল। অসম্ভব
বালকের সহিত বাস্তবিক করিয়া কিরূপে এই মহাবীর
পরাজিত এবং প্রাণে নিহত হইয়াছে, তাহার। কেহই
ইচ্ছা স্থির করিতে পারিল না। প্রিয় ভৃত্যের অচি-
ন্তনীয় পঞ্চদ্ব-প্রাপ্তিহেতু ভূপালও শোকাবলুপিত হইয়া
কিয়দিন রাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারি-
লেন না। আবাল বৃদ্ধ বনিতাদির নিকট তদবধি

রাজকুমার এক অদ্ভুত বীরপুরুষ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার কথা শুনিলে তাহাদের শরীর লো-
মাণ্ডিত হইত। পিতৃহত্যার উপরে কাহারও কথ-
নাই প্রোদ্ধা হয় না, এতাদৃশ শত্রুর প্রতি সকলেই
যাবজ্জীবন বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রকাশ করে। যুব-
রাজ কর্তৃক মবারকের প্রাণ বিনষ্ট হইলে তাহার পুত্র
মসআউদ খাঁ রাজ-নন্দনের এক বিশেষ শত্রু হইয়া
উঠিল, কিন্তু মহারাজের পুত্র বলিয়া বাহে ঐ দ্বেষভাব
সে প্রকাশ করিতে পারিল না, সুতরাং তাহার মনের
দুঃখ মনেই গাতিশয় প্রদলিত হইতে লাগিল।
কিরূপে টেবরনিযাতন করিবে মসআউদ অহর্নিশ এই
চিন্তায় অভিভূত থাকে, সাহস করিয়া সে রাজনন্দনের
কিছুমাত্র অনিষ্টোৎপন্ন করিতে পারে না, এ কারণে,
আন্তরিক অনির্ব্বাণ হিংসানল দ্বারা একেবারে জ্বলিয়া-
উঠে হইয়া জন্মেরমত সাংসারিক মুখে জলাঞ্জলি
প্রদান করিল। মজাহিদকে দুঃসাহসী এবং মহাবীর
বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তাহার বক্ষঃস্থলে যেন
শেল বিদ্ধ হইত, বাহ্যযুদ্ধের কথা শুনিলে সে লজ্জাতে
অপোবদন হইয়া মনে করিত, পিতৃশত্রুকে প্রতিফল
দিতে না পারিলে আমার জীবন ধারণ বৃথা। কখনও
বা বলিত, মাতঃ পৃথিবী! তুমি দিদিগা হও, আমি
তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া মনোদুঃখ নিবারণ করি।
কিন্তু মসআউদের বুদ্ধিকোশলে কোন ব্যক্তি তাহার
মনের একপ তাব উপলব্ধ করিতে পারে নাই, কারণ
সে আন্তরিক দ্বেষভাব লুক্কায়িত করিয়া যথাবিধানে
নম্রতাপূর্ব্বক সকলের সহিত কথোপকথনাদি করিত।

যুবরাজ মজাহিদ পূর্বে ঐ মসজিদকে যেরূপ ভক্তি-
প্রদ্বা করিতেন, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিলেন।
ও ব্যক্তি যে তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছে এমন বিবেচনা
এক দিনও তাঁহার মনে হইল না। কিন্তু সেই বা হুইদে,
বালককালের সঙ্গীদিগের সহিত তাঁহার নিষ্কপট
সরল সৌহার্দ ছিল, সুতরাং তিনি ভৃত্যপুত্রের প্রতি
কিছুমাত্র সন্দেহ করিলেন না। বরং পিতৃহীন বালক
বলিয়া পূর্ক্যাপেক্ষা তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতে
লাগিলেন। প্রতিভেরা কহেন বাহিক চিহ্নদ্বারা
সমুদয়ের মনের তার দুটা যান, কিন্তু মুচতুর মবারক-
দনের পক্ষে সে নিম্নম এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছিল।
বহুতু সে কদাচ কাহারও সাফাতে জনকের অপ-
মৃত্যু জন্য ক্রোশ বা মনস্তাপ প্রকাশ করিত না, বরং
দানীও রাজকুমারের সহিত প্রতিদিন এক একবার
সাক্ষাৎ করিয়া বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় বিশেষ আত্মীয়তা
জানাইত।

মজাহিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্তী অনান্য স্বাধীন
বাজানিকে সাতিশয় দুঃখ দিতে লাগিলেন। এমন
তাঁহার দোহাও প্রতাপ হইয়াছিল, যে, মহাবল-পরা-
ক্রান্ত ভূপতিরাও ভীত হইয়া তাঁহার সহিত বিবাদে
বর্থ হইতেন না। দক্ষিণ-দেশাধিপ মহম্মদ-শা আ-
পনার তাবৎ টসনা যুবরাজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া-
ছিলেন। বিপুল পরাক্রমশালী রাজমুত ঐ টসনাদি-
গের সহকারে সর্বত্র জয় লাভ করিতেন। নবাবকের
পুত্র মসজিদ প্রতিদিন রাজতনয়ের গোবর এবং
জয়ের সংবাদ শুনিয়া অতীব কাতর হইল, সে কি

করিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অনি-
বার্য্য হিংসানল দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের তাবৎ সুখ
একেবারে ভস্মনাৎ হইয়া উঠিল।

পুত্র অপেক্ষা কন্যারা জনক জননীকে অধিক স্নেহ
করিয়া থাকে। পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা এবং সুখ
সাধনের নিমিত্ত কন্যা সম্বন্ধে যেমন আগ্রহ প্রকাশ
করে, পুত্রেরা বাহ্যে তত প্রকাশ করিতে পারে না।
স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সকলে বিশেষ বিদিত আছে যে
পুত্র অপেক্ষা দুহিতারাই নিজ জনক জননীদিগের
বিপত্তি বা মৃত্যু হেতু অত্যন্ত শোকাবুলা হয়।

মহারাজপুত্র মসাইদের এক পরম সুন্দরী ভগ্নী ছিল,
বয়সে ঘোড়শী, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার পাণি
গ্রহণ হয় নাই। ঐ অবলা, যুবরাজ কর্তৃক পিতার
অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দিবারাজি মনোহুঃখে
কালযাপন করিত। মজাহিদের নাম শুনিলে তাহার
অন্তঃকরণে কত দুঃখ ও দৈবভাব জন্মিত, তাহা বাক্য-
দ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। অভিমানিনী বালিকা কিকপে
ঐ রাজপুত্রকে প্রতিফল প্রদান করিবে, নিরন্তর মনে
এই চিন্তাই করে, কিন্তু লোকলজ্জা এবং ভয় প্রযুক্ত
কাহারও সাহায্যে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না।
অতএব, নিজ ভগ্নী মসাইদের ন্যায় দ্বেষভাব গোপন
করিয়া সে পূর্বাপেক্ষা রাজপরিবারদিগের সহিত অ-
ধিক আলাপ পরিচয় করিতে আরম্ভ করিল। রাজপুত্র
মজাহিদ তাহাদের বাটীতে গমন করিলে ঐ চতুরা
কানিনী এমন শঠতা করিয়া সম্মিতবদনে তাহার
সহিত কথোপকথনাদি করিত, যে তিনি এক দিনের

নিমিটেও তাহার বিগতানুরাগ বৃদ্ধিতে পারেন নাট, বরং তাহার হাব ভাব লাগনা এবং মিষ্টালাপে বিনোদিত হইয়া তৎপ্রতি বিশেষানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

যুবতী কামিনীদিগের সম্মিতবদন এবং মধুরবাক্য যে কখনই হলাহল উপস্থ হইত, অস্পর্শবাক্য মহম্মদ-শাহর পুত্র তাহা জানিতেন না । যুবরাজ ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া একেবারে ঐ শঠপ্রণামীর কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন । সুন্দরীও প্রতিদিন ময়ন-ভঙ্গী এবং মধুরবাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রমত্তপাশে পরিবদ্ধ করিয়া ফেলিল । রাজকুমার কোনমতেই দেয়াবলম্বন করিতে না পারিয়া মনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন । আমি দক্ষিণ দেশের একাধিপতির পুত্র, আমার মনোহারিনী এই রমণী এক জন সামান্য ভৃত্যের কন্যা । ইহার প্রতি আমার ধেরূপ অনুরাগ চলিয়াছে, ইহাকে বিবাহ না করিলে কোন মতেই আমার অনন্তর হইবেক না । কিন্তু সর্বদমক্ষে ভৃত্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব, পিতা মাতা কখনই ইহাতে সম্মত হইবেন না । যদি তাঁহাদের অমতেও একর্ম্ম করি তবে লোকনিন্দায় জনসমাজে মুখ তুলিতে পারিব না । অতএব এক্ষণে কি করি । পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধবকে না জানাইয়া উহাকে বিবাহ করাই আমার প্রেয়ঃকল্প হইয়াছে ।

রাজকুমার মনেই এই বিবেচনা করিয়া এক দিন নির্জন স্থানে তাহাকে আপনার মনের অভিলাষ জানাইলেন । সুচতুরা কামিনী তাহাতে কোন উত্তর

করিল না, কেবল মুহূর্ত হাস্য করিয়া ঐ প্রেমানুরাগী যুবকের মনে সান্ত্বনায় উৎসাহ প্রদান করিল। ধূর্তা মনেই বিবেচনা করিল, আমরা জাতা ভগিনী উভয়ে যে সুযোগের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেছিলাম, বিধি বুঝি সদয় হইয়া এতদিনে তাহার উপায় করিয়া দিলেন। রাজপুত্র আমাব প্রতি বিশেষ প্রণয়ভাব প্রদর্শন করিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছেন। আমি যদি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করি, তবে তিনি আমার কেবল মৌখিক প্রেম এবং শঠতা জানিতে পারিবেন। তাহা হইলে আমরা পিতৃহত্যার প্রতিফল দিতে পারিব না। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া সুন্দরী প্রথমতঃ মজাহিদের বিবাহ-প্রস্তাবে সান্ত্বিত লজ্জিতা হইল, পরে হাস্যানোদ দ্বারা যুবরাজের পানিগ্রহণে বাহ্যিক সম্মতি প্রকাশ করিল।

অতঃপর বিমুক্তচিত্ত যুবরাজ একেবারে ভ্রান্ত হইয়া নিতা নিতা মবারিকের বাজীতে গমন করিতে লাগিলেন। ধূর্তা নারীও প্রতিদিন তাঁহাকে বহু সমাদর করিয়া বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহের কথা কহিলে, সে নানা প্রকার আপত্তি করিয়া তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিত, কখন বা চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিত “যুবরাজ! এত উত্তলা হও কেন? পরিণয়বন্ধে বদ্ধ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে, ইহারই উপর দম্পতিদ্বয়ের চিরকাল সুখ অসুখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল নির্ভর করে। তুমি রাজার পুত্র, আমি জুতোর কন্যা, তুমি আমাকে গোপনভাবে বিবাহ করিতে চাহিতেছ, এ কথা আমার মনে বড় ভাল লাগি-

তেছে না। কি জানি কোন দিন বিরক্ত হইয়া বলিলেও বলিতে পারিবে, যে আনাকে তুমি বিবাহ কর নাই। অতএব আর কিছুকাল বিবেচনা করিতে দাও, পরে এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা স্থির করা যাইবে।” পরন্তু মবারকের কন্যা এমন কপট সারল্য প্রকাশ করিয়া রাজনন্দনের সনক্ষে আপন মনোগত ভাব জানাইত, যে, নৃপকুমার তাহা সত্যই বোপ করিতেন, চাহিতে যে প্রবঞ্চনা বা শঠতা আছে, একবারও তাহার এমন বিবেচনা হইত না।

এদিকে মসআউদ দেখল যে ভগিনী-কর্তৃক রাজতনয় এক প্রকার আবদ্ধ হইয়াছেন, আর কিয়দিন পরে তাঁহাকে অনায়াসেই পিতৃহত্যার প্রতিফল দেওয়া যাইতে পারিবে। অতএব সে প্রাক্কল্যাভে যদ্বারা মজাহিদদের বিনাশ হয়, তাহাবই সমুপায় করিতে লাগিল। সরলস্বভাব নব নুরাণী রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে ভ্রমাক্ষ হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, আমি যে ইচ্ছাপূর্বক মবারককে প্রাণে নিহত করিয়াছি, ইহা তাহার অপভ্রাণ বৃষ্টি অনুভব করিতে পারে নাই। অবশ্যই তাহার বিবেচনা করিয়া থাকিবে যে টেদবাদীন রাজভৃত্য অপহৃত হইয়াছে, নতুবা তাহার দুহিতা আমাকে এত স্নেহ করে কেন। এই ভয়ঙ্কর দোষে আমি দোষী আছি এমন বিবেচনা করিলে, মবারকের পরিবারেবা আমার সহিত আলাপ পরিচয়াদি কদাচ করিত না। বরং শত্রুভাব প্রকাশ করিয়া তাহার আমার অনিষ্ট সাধনেই বিশেষ যত্ন করিত। যাহা হউক, মসআউদের কপট সদ্ব্যবহার দ্বারা বাধ্য হইয়া রাজনন্দন তাহার

প্রতি সারল্য এবং সততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একে সে ব্যক্তি তাঁহার বালক-কালের বন্ধু, তাহাতে তাহার ভগিনীর অনুরোধে সে ব্যক্তি রাজনন্দনের সান্ত্বনায় প্রণয়ভাজন হইয়াছে, এই উভয় কারণ-বশতঃ ক্রমে ক্রমে মসআউদ তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি সমুদায় গোপন কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পর-মায়ী বন্ধুর ন্যায় সে ব্যক্তিও তাঁহার মনোভীষ্ট সম্পাদনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি যখন যাহা বলিতেন সে তখনই তাহা করিত, প্রণয়ভাজন হইবার নিমিত্ত সে, যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, এমন কর্ম্মে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল।

একদিন সাংকালে মজাহিদ মসআউদকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ঐ প্রিয়তম বন্ধু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “যুবরাজ! বহু দিন তুমি অরণ্যমধ্যে মৃগয়া করিতে যাও নাই, কারণ কি, স্বাধীন রাজ্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি কি হীনবল হইয়াছ? বাল্য-কালে যে ব্যক্তি সিংহ এবং ব্যাঘ্রাদি সান্ত্বনায় আ-মোদ প্রকাশ করিয়াছেন, যুবকালে তিনি যে ভাঙাতে বিরাগ প্রকাশ করেন উহা বড় আশ্চর্যের বিষয়! মৃগয়া, ব্যায়াম, এবং অন্যান্য নির্দোষ ক্রীড়া দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, বনপুষ্পের সদৃশ এবং সুশীতল বায়ুদ্বারা চিত্ত শ্রুঙ্খল হয়, এবং কাযিক দুর্বলতাও দূর হয়। অতএব চলুন, কিছু দিনের নিমিত্ত আমরা বনমধ্যে মৃগয়া করিতে যাই।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ সান্ত্বিত হইলেন। তাঁহার মনের মত কথা হইয়াছে, অতঃপর আর মবারকের কন্যার জন্য তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ রহিল না, একান্ত চিন্তে অরণ্য-যাত্রায় তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মসাবুদ বিবেচনা করিল, এত দূর যে সুযোগের নিমিত্ত আমি কল্পনা করিতেছিলাম, তাহা বৃথা সম্পন্ন হইল। নিবিড় কাননে গমন করিলে আমার মনোভীষি সিদ্ধ হইতে পারিবে, তথায় কোন না কোন উপায়দ্বারা আমি দুর্ভাগ্য রাজ-নন্দনকে পিতৃহত্যার প্রতিকল দিব। যুবরাজ মসাবুদের শঠতা বুঝিতে না পারিয়া, প্রফুল্লচিত্তে তাহার সঙ্গে অরণ্য প্রবেশ করিলেন, এবং অস্ত্র ও বাহুবলে নৃপতি অনেকানেক ভয়ানক পশুব প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিলেন।

একাদশ প্রাতঃকালে রাজকুমার গাজোখান কবিয়া অরণ্যস্থিত শিবির-সমিধানে দস্তদাবন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েকজন অরণ্যবাসী অমল্যলোক তথায় উপনীত হইয়া কহিল, যুবরাজ! এই বনের প্রান্তভাগে একটা বৃহদাকার হস্তী আসিয়াছে, তাহার নোরাগ্নো কেহই আমরা তথায় বাইতে পারি না। উন্নত পশুটা যাহাকে পায় তাহাকেই নষ্ট করে, তদ্বারা কত লোকের যে প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। এই স্থানের অদূরবর্তী একটি পথ দিয়া বণিক লোকদিগকে নগরমধ্যে বাণিজ্য করিতে যাইতে হয়, এক্ষণে দুর্ভাগ্য হস্তীর ভয়ে কোন পথিকই আর

সেই পথ দিয়া চলে না। ইহাতে বাণিজ্য এবং রাজ-
কার্যাদির বড়ই বাধাত হইতেছে। এই কথা শ্রবণ
করিয়া মজাহিদ বড়ই সন্দেহ হইলেন। বাল্যাবস্থা
পর্যন্ত তিনি বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিতেন না; বিষম
দুরবস্থা ঘটিবার ভয়ে বীর্য্যবস্ত্র লোকেরা যাহাতে
হস্তক্ষেপ করিত ন, তিনি তাহাতে আত্মাদপূর্ব্বক
হস্তক্ষেপ করিতেন। অতীত কালবিলম্ব না করিয়া
যেখানে ঐ ভয়ানক পশুটা অবস্থিতি করিতেছিল
অস্ত্র শস্ত্র সম্মে লইয়া তিনি সম্মুখ তথায় চলিলেন।
গিয়া দেখেন, যে যথার্থ সেটা বন্যহস্তী, কোন কারণ-
বশতঃ যুথ হইতে তাড়িত হওয়াতে তাহার এতাদৃশ
ভয়ানক ক্রোধ হইয়াছে।

রাজনন্দন উন্নত কবিরূপে নিকট পরাস্ত গেলেন,
তথায় যাওয়া তাঁহার অনুভব হইল যে, যেখানে ঐ
প্রকাণ্ড দ্রুততা অবস্থিতি করিতেছে, সেস্থান পূর্ব্ব
বুদ্ধিতাদি-দ্বারা উত্তমরূপে সুশোভিত ছিল। ক্রোধে
সে শাখা পল্লব পাত্র প্রভৃতি বৃক্ষপর্মান্ত সকলই উদ্ভিন্ন
করিয়া ফেলিয়াছে। তৎকর্তৃক বৃহৎ বৃক্ষ সকল সমুদ্রে
উৎপাটিত হওয়াতে, এক্ষণে কেবল সেস্থানে তাত
গুঁড়িসার হইয়া রহিয়াছে। রাজকুমারকে দেখিয়া
মাত্র দুর্দান্ত গজরাজের কোপের আর ইয়ত্তা রহিল
না, সে ভয়ঙ্কর ভাব প্রদর্শন করত কিয়ৎকাল স্থির-
ভাবে দণ্ডায়মান হইল, এবং শুভোভোলন করত
সান্তিশয় চীৎকার করিতে লাগিল। পরে সে পূর্ব্ব
যে রূপ বহুলোকের প্রশংসা করিয়াছিল, এক্ষণে সেই-
রূপ করিবার আশয়ে দ্রুততর বেগে রাজতনয়কে

আক্রমণ করিতে চলিল । তদর্শনে যুবরাজ প্রথমতঃ স্নাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইলেন না । তিনি আকর্ণ-পর্য্যন্ত শরাসনে শর নিক্ষেপ করিয়া একেবারে ঐ উন্নত হস্তীর প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন । রাজকুমারের অব্যর্থ তীর আগ্রেষ্য অস্ত্রের ন্যায় করীর কুক্ষিদেহে লাগিয়া পালকশৃঙ্গ হাবৎ লোহনয় ফলাট! তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল । স্রোতের ন্যায় রুদ্রির তাহার ক্ষতস্থানে বহির্গত হইতে লাগিল, যাতনাতে অস্তির হইয়া ছুর্ত্ত মাতঙ্গ খোর-ত্রর চীৎকার শব্দ করিতে২ ভূমিতলে পড়িল, এবং কণকাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্ষালন করিয়া একেবারে পঞ্চভু পাঙ্গ হইল ।

এক তীরে প্রকাশ্য শরীরী উন্নত গজরাজ যে শমন-মননে যাউবে, রাজকুমারের সঙ্গী-লোকদিগর এমন বিবেচনা হয় নাই ! তাহার তঁহার শর নিক্ষেপের ভয়ঙ্করতা দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল । মজাহিদ-দের আদেশানুসারে অন্যান্য শিকারীগণ হস্তীর চর্ম্ম ধূলিয়া দেখে, যে, তীরের ফলাট! তাহার কুক্ষিদেহে অবশি সমুদায় উদর বিদীর্ণ করিয়া একেবারে হৃদয়-স্থানেব রক্তাশয় পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছে । তদর্শনে যুবরাজ, ধনুর্বিদ্যাতে যে আপনার বিশেষ টনপুণ্য আছে ইহা উপলব্ধ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, তঁহার অনুবর্ত্তী লোকেরাও স্নাতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া তঁাহাকে বিস্তর প্রশংসা করিল । ভয়ঙ্কর শত্রুর নিপাতন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চতুর্দিক হইতে লোক সকল তথায় আগমন করিয়া বহু কলরব করিতে লাগিল ।

চারি দিকে ভূপালতনয়ের জয়ধ্বনি হওয়াতে মসজি-
দের হিংসার আর ইয়ত্তা রহিল না, সে দয়্যাস্তিক
দুঃখ পাইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইল।

সেই সময়ে তোণলোকবেগ নামে এক জন তাতার-
জাতীয় মুসলমান তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের
সহিত মিলিত হইল। মৃত রাজভৃত্য মবারকের
কন্যার সহিত প্রথমে তাহার পরিণয় প্রস্তাব হয়।
সে ব্যক্তি ঐ পরম সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া,
তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু ঐ গুচতুব
কামিনী অস্তরে যদিও তৎপ্রতি অত্যন্ত প্রেম ছিল,
তথাপি নিজ সঙ্কল্প সাধন হেতু বাহ্যে প্রিয়-নাথকের
প্রতি কিছুনাথ অনুরাগ প্রকাশ করে নাই, তাহাকে
মৌখিক প্ৰশংসা করিয়া সে রাজনন্দনের প্রণয়িনী হই-
য়াছিল। ভাল বাসা স্ত্রীলোকের ভালবাসা না দে-
শিলে, দস্তাবেজ নাথকের মনে অতীব দুঃখসঞ্চার
হয়। সেই স্ত্রী যদি আবার অন্য পুরুষের প্রণয়িনী
হইয়া তাহাকে ভাল বাসে, তবে ঐ হতপ্রেমী নাথক
যে কত ক্ষুব্ধ হয় তাহা কেবল সেই জানিতে পারে,
অন্য লোকে কোনমতেই তাহা উপলব্ধ করিতে পারে
না। এতাদৃশ ঘটনা দ্বারা এ সংসারে যে কত অনি-
ষ্টোৎপত্তি হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা লেখনে
লেখনীর লজ্জা অতিসে। ইহাতে বিগতপ্রেমী পুরু-
ষেরা নবানুরাগীগণের বিশেষ শত্রু হইয়া থাকে,
এবং তদ্বারা কখনও পরস্পরের প্রাণ বিনষ্ট হয়।
যাহা হউক তোণলোকবেগ মজাহিদের সহিত প্রাণ-
তুল্য নিজ প্রণয়িনীর প্রণয়-সঞ্চার দেখিয়া অতীব

বনে উপস্থিত হইলে সামান্য ভূতারা তাঁবু ফেলিয়া খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। রাজ-নন্দন, মহম্মদ, এবং মসাইদ তিন জনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বনপুষ্পের সুমধুর গন্ধে সমুদায় অরণ্য আমোদিত হইয়াছিল, তবু পক্ষি-শব্দেব মনোহর মিষ্টরব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের শ্রবণে-ন্দ্ৰিয়ের অতীব সুখ জন্মিল। প্রাকৃতিক অরণ্যসৌন্দর্য্য নবলোকন করিতে করিতে উদারদস্তাব রাক্তনয় পক্ষিগণেব সজ্জিত বনেব মধ্যভাগ ছাড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গেলেন। এমত সময়ে শূন্যমার্গে ঘোষিতব অন্তঃ-স্রাব্য আচ্ছন্ন হইল। রাজকুমার সম্মুখে কিছুই দেখিতে পান নাহি, মনের আনন্দে গমন করিতে ছিলেন, প্রস-দকে চঠাৎ একখান কুম্বদণ্ড মেঘ তাঁহাব দৃষ্টিগোচর হইলে, তিনি একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অম্বাস্ত্র-বন্দনে প্রদোষ-কাল সেকণা ভ্রমিরাচ্ছন্ন হয়, সমুদয় বন-ভাষে সেইরূপ অন্ধকারে আরত হইল, বিশেষতঃ শো-না শব্দে অবগাস্ত বৃক্ষলকলের শাখা পল্লব চারিদিকে নৈলীসমান হইতে লাগিল।

বাবিবর্ষণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সিংহ বাঘ-ভুক্তি বনচর জন্তুগণ উঠেঃসরে চীৎকার করিতে লাগিল। এক একবার বিদ্রোহের আভা যেমন পরি-দৃশানান হয়, অমনি ভগবন্তর বজ্রাঘাতের শব্দ হইতে পাকো ক্রমে চড়্‌চড়্‌ শব্দ করিয়া বৃক্ষপত্রে বৃষ্টিপড়িতে আরম্ভ হইল, পক্ষিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ নীড় আশ্রয় করত শোকস্রটক শব্দ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্পসকল রবিকিবণোত্তাপে বিনষ্ট

হইতেছিল, অচিস্তনীয় মেথের আড়ম্বর দেখিয়া তাহার। ক্ষণমাত্র আর নিরারত স্থানে তিষ্ঠিতে পারিল না, কেহ বৃক্ষকোটরে, কেহ গর্তে, কেহবা হরিতভূগ-মধ্যে, যে যাহার নিজ ২ স্থানে পলায়নপর হইল। ইনমধ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কর ঠেদর দুর্যোগ উপস্থিত হও-
যাতে, রাজকুমারের সঙ্গী লোকেরা ভীত হইয়া মনে ২
বিস্ময়বোধ করিতে লাগিল, কি দুর্ভিক্ষপাক! বনে আসিয়া
দুই আশ্রয়স্থানের প্রাপ্তি নষ্ট হইল, শূন্যমার্গের যেরূপ
দান দেখিতেছি অদ্য ভয়ানক বড় উপস্থিত হইবে
তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন স্থানে
আশ্রয় লই, কোথায় যাইয়া আপনাদিগের জীবন
রক্ষা করি। এই চিন্তায় তাহারা সকলে সাত্ত্বিক
উদ্ভিগ্ন হইল।

তৎকাল বিলম্বে ধীরতর শব্দ করিয়া এমনি ভয়ঙ্কর
মর্দিকা উঠিল, যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ-শাখা-সকল
নাটক্য একেবারে ভূমিতে নিপতিত হইল। তদ্বারা
পাক্ষগণের নীড় সকল পড়িয়া যাওয়াতে কত শত অণু,
পক্ষী এবং তৎসারকগণ প্রাণে দিনষ্ট হইল। তাহার
ইয়ত্তা করা দুষ্কর। তখন পর্য্যন্ত রাজকুমার এবং
তাহার অনুচরগণ সশঙ্কচিত্তে আশ্রয়স্থান অব্বেদন
করিতেছিলেন। ভয়ঙ্কর শব্দপ্রধান মসাত্তদ তাহাদের
পথদশক হইয়া, তাদাদিগকে লইয়া বাইতেছিল। সে
দুরাশ্রয় পূর্বেই বনের কোন ২ ভাগ সঙ্কটজনক, কোন
স্থানে সিংহ বাঘ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুরা অবস্থিতি
করে, ইহার উত্তমরূপ অনুসন্ধান লইয়াছিল। যেদিকে
গেলে অধিক বিপদের সম্ভাবনা আছে, যুবরাজের

দিল্লী বন্ধু তাঁহাকে সেই দিকেই লইয়া যাইতে লাগিল। সরলচিত্ত মজাহিদ তাহার মনের ভাব ত্রো কিছুই জানিতেন না, বন্ধু বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। অতএব আশ্রয় পাইবার আশয়ে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি তাহার সঙ্গে চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা একটা অভূত পাহাড়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খলসতার মনোদ্ভূত তথায় রাজপুত্রকে কহিল যুবরাজ! এই পর্বতের উপরিভাগ অতি নিরাপদস্থান, কিঞ্চিৎ ক্লেশ লইয়া আমরা যদি ইহার উপরিভাগে আরোহণ করিতে পারি, তবে অনায়াসে আশ্রয় স্থান পাইয়া বর্তমান বিপদ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইব। রাজনন্দন এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন। এবং যদিও ঐ পর্বতটা অতি গড়ানিয়া স্থান ছিল, যদিও ইহাতে আরোহণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না, তথাপি তিনি সাবধান হইয়া অতিকষ্টে তত্পরি উঠিতে প্রারম্ভ করিলেন।

পাহাড়ে উঠিবার সময় যুবরাজ অনুবন্ধিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধুগণ! যেরূপ গড়ানিয়া স্থান দেখিতেছি, ঘোটকশৃঙ্গ ইহাতে উঠা অতীব দুঃসাধ্য কর্ম হইবে, উহারা কোন মতেই ইহাতে আবোহণ করিতে পারিবে না; অতএব পাহাড়ের পার্শ্বদেশে ইহাদিগকে বাঁপিবা রাখা উচিত। রাজতনয়ের আদেশানুসারে তাহারা সকলেই নিজ নিজ অশ্ব এক একখান প্রস্তরে বন্ধন করিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করণানন্তর টালের উপরিভাগে উঠিল। তথায় উপনীত হইলে,

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় একটা গোপনীয় স্থান তাহাদের নয়নগোচর হইল। তদর্শনে রাজকুমার সর্হর্ষচিত্ত হইয়া তাহার সন্নিহিতে গমন করিয়া দেখেন, যে, তাহা বাস্তবিক প্রকোষ্ঠ নহে, একটা প্রস্তরের চিবিমাত্র। কিন্তু ভ্রমিমুভাগে অতি গভীর একটা গহ্বর দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্বার বড়ই সঙ্কীর্ণ, দুইজন মানুষ কখনই তন্মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতে পারে না, উক্কে দুই হস্তের অধিক নয়, এবং প্রস্থে দেড় হস্ত অশেষাণ্ড স্থান হইবে। এদিকে খোর সঙ্কট, বাহিরে থাকিলে পাছে সন্নীরণের ভয়ঙ্কর বেগে এবং ঘন বজ্রাঘাতে তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয়, এজন্য পুনরায় প্রাণপণ করিয়া বিশস্তভ্রাতা মহম্মদের সঙ্কিত তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে এমনি অন্ধকার যে প্রবেশ করণে একটুই তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন না, কেবল গৌঁ গৌঁ গন্ধন-শব্দ তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

যুবরাজের দ্বেষ্টা, মস্‌উদ এই গহ্বরের ভয়ঙ্করতা বিষয়ক নিগূঢ় রহস্য পূর্বেই লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিল, এখন সে স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করিল না। চরাগ্না প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া রাজতনয়ের প্রাণ নাশ করিবার আশয়ে অগ্রে মজাহিদ এবং তম্ভুতাকে তাহার ভিতর প্রবেশিত করিয়া দিল। তাহারা প্রবিষ্ট হইলে আপনি বাহিরে দাঁড়াইয়া মৌখিক সরলতা প্রকাশ করত এই কথা বলিতে লাগিল, “রাজ-নন্দন! আপনি আমাদিগের ভূস্বামির পুত্র, আপনকার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, আপনকার অমঙ্গলে

আমাদিগের অমঙ্গল, আপনকার প্রাণ রক্ষা হইলে পরগীর যত উপকার হইবে, আমাদিগের নাম শত শত ব্যক্তির জীবন ক্ষণে তাহার সহযোগে একাংশ হইবে না। অতএব আপনি যে এই দাক্ষিণ্যবিশিষ্টে আগ্রহ-স্থান পাইলেন, এই আমায় পদমলাভ। আপনাবা দুই জন এই সঙ্কীর্ণ গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন, আমি যদি ইহাতে প্রবেশ করি, তবে আর বিন্দুমাত্র স্থান থাকিবে না। আপনি মুখোদ্রুত, ইহাতে দম্মাক্তশরীর হইয়া বড়ই দুঃখ পাইবেন। এখনে প্রার্থনা এই, আমি প্রস্তুতবস্ত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকি, মহাশয়! সঙ্কল্পে অঙ্গরমণ্ডে অর্নতীত করুন। প্রস্তুত-স্তম্ভের অধোভাগে বসিলে আমায় এক রুষ্টি কিদূর লাগিবে না।" এইরূপ প্রতারণা করিয়া নসারউদ্দ রাজকুমারকে বিষম সঙ্কটে ফেলিয়া দিয়া প্রাণ বক্ষাহেতু দূর করিতে লাগিল।

রাজকুমার এবং মহম্মদ দুইজনে পার্শ্ব-দক্ষিণে বসিষ্টি করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বাদ এবং তৃষ্ণা পানলা প্রস্রাপেক্ষা ভয়ঙ্করকণে পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকের মধ্যে শত শতবার বজ্রপাত, আর শত শতবার বিজ্যোতের আভা হওয়াতে মেঘ-নিভ শূন্যমার্গের তিমির যেন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। তাহা দর্শন করিলে দৃষ্টি রোধ হয়, এবং প্রবলে প্রবলেক্রিয় বধির হইয়া পড়ে। ব্রহ্মির প্রবেশের কথা কি বলিব, পার্শ্বভেদ উপরিভাগে এক ব্রহ্মি বর্ষণ হইয়াছিল যে তাহা নদী-স্রোতের ন্যায় কল কল শব্দ করিয়া পাহাড়ের নিম্নভাগে পড়িল। ভয়ঙ্কর

খটিকার গৌঁ গৌঁ শব্দে এবং নিপতিত রুষ্টির কল কল শ্রুতিতে এমনি আশ্চর্য ভয়ঙ্কর ভাব উপস্থিত হইল, যে তাহাতে কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুদিগের জ্বাসের আর পরিসীমা রহিল না। বিশেষ, গিরির নম্নস্থিত পাশ্বে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল, দারুণ ঝড়ের প্রভাবে ঐ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ছড় মুড় শব্দে ভূমিতে পড়িয়াগেল। ইহাতে তৎকোটারস্থিত সর্পগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্কতাশ্রয় করত ঐ গহ্বরে লুকুইতে গেল। রাজপুত্রের শরীরে তাহাদের শরীর সংশ্রব হইল, তথাপি তাহারা তাঁহার কিছু হিংসা করিল না। অধিক কি! মানব-জাতির পরম শত্রু গোখুবা সাপও ফণা নিন্ম করিয়া যুবরাজের পাশ্বে দেশ দিয়া চলিয়া গেল, মনুষ্যের সহিত ভজ্ঞাতির এত যে নাশ্যনাশক সমস্ত তথাপি একবার কোঁশও করিল না।

পরমেশ্বর অসুখে জীবদিগের নিরন্তর রক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস এবং তজ্জি শ্রদ্ধা রাখিলে বিপত্তি দ্বারা উদ্ভাষিত লোকদের কখনই নরকনাশ হয় না। বিশেষ, নির্দোষ অকপট এবং সরল লোকদিগের উপবে ছায়াৰূপে তাঁহার হস্ত সত্তত বিদ্যমান থাকে, ইহাৎ কোন বিপদে তাহাদিগকে অবসন্ন করিতে পারে না। তিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইয়া নরক জীবের শ্রেষ্ঠ মানবদিগকে বিপদের অগে সাবধান করেন। ইহাতেও যদি তাহারা অন্ধ হইয়া নিরুত্তির আজ্ঞা লঙ্ঘন করত প্রবৃত্তির অনুবর্তী হয়, বা বিপদদর্শনে পড়ে, তবে তাঁহার দোষ কি, মনুষ্যের

কর্মাদোষই সকল দুঃখের মূল কারণ । যাহা হউক পরমেশ্বরের প্রসাদে সে যাত্রা মজাহিদ ভয়ঙ্কর কাল-মর্পের করাল কবল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন ।

অনন্তর দুই ঘণ্টার পরে সোদামিনীর প্রখর প্রভা ক্রমে ২ স্থানতর হইতে লাগিল । পূর্বে প্রতি-নিমিষে বজ্রাঘাতের শব্দ যেরূপ উপস্থাপিত হইতে ছিল এখন আর সেরূপ হইল না, এক এক দণ্ডে এক একবারমাত্র শুনাযাইতে লাগিল । ঠনঠনকোনে সূর্য্য-দেবের কিরণ অল্প ২ পরিদৃশ্যমান হইল । দিনকর-করপ্রভাবেই যেন শূন্যমার্গে পয়োধর সকল আর তিষ্ঠিতে পারিল না, উহারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইলে, আকাশমণ্ডল প্রাকৃতিক নীলবর্ণে পরিভূষিত হইল । গটিকা স্থগিত হইল । তরুগণ অল্প ২ সূর্য্যরশ্মিতে সতেজ হইয়া, ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, হিঁক যেন এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । বনচর পক্ষ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গগণ পুলকিত হইয়া যে যাহার নিজ নিজ আফ্লাদ সূচক শব্দ করিতে লাগিল । পূর্বে গর্জিত-গহ্বর যেরূপ ঘোরতর তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, এখন আর সেরূপ রহিল না, উহার অভ্যন্তরস্থ বস্ত সকল অল্প ২ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল ।

অচিস্তনীয় মহাবিপদ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল, এই বিবেচনা করিয়া যুবরাজ এবং তাঁহার ভৃত্য করযোড় পূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে গহ্বরের শেষভাগে সমর-প্রবৃত্ত বিড়াল শব্দের ন্যায় এক প্রকার অব্যক্ত নীরস শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল । ইহাতে যুবরাজ সাতিশয় কোতুহলাক্রান্ত

হইয়া সবিশেষ অবগত হইবার আশয়ে আলোকে আলোকে গহ্বরের শেষভাগ পর্য্যন্ত গেলেন। তথায় যাইবামাত্র কুকুরের নাগ ছইট। জন্তু তাঁহার পদদেশে জড়িয়া পরিল। অমনি তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া একটা কুকুর গলদেশে ধারণ করত পক্ষত-গহ্বরের দ্বারদেশে আনয়ন করিলেন। আলোকে নিরীক্ষণ করিবার পর তাঁহাদের উপলব্ধি হইল যে উহা কুকুর নহে, প্রকৃত সিংহশাবক। তদুপাধানে তাঁহারা মনেই বিবেচনা করিলেন, অরণ্যবাসী, পশুরাজ এই নিজস্ব গহ্বরে বংশ-দিগকে রাখিয়া কোন নিবিড়ারণে শীকর অবস্থে রাখিয়া গিয়াছে। বড়ের নিমিত্ত এতক্ষণ আসিতে পারে নাই, এক্ষণে ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত এবং বুট নিবারণ হইয়াছে, অনতিবিলম্বেই সিংহ উপস্থিত হইবে। আমরা দিগকে ঘোর বিপদে ফেলিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মহম্মদ রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজ-তনয়! পক্ষতগহ্বরের পরিভ্রমণ করিয়া এইবেলা আমরা দিগের স্থানান্তরে গমন করা উচিত, নতুবা প্রাণ বক্ষ্য, কদা মুকতিন হইবে। বড়ের শাস্তি হইয়াছে, সিংহ ও সিংহী শাবকদিগের উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অবশ্যই দৌড়া দৌড়ি আসিতেছে, তাহারা এখানে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিলে আমরা কোন-মতেই পলায়ন করিতে পারিব না।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মজাহিদ বিনয়বচনে কহিলেন, বন্ধো মহম্মদ! তুমি এত ভয় করিতেছ কেন? সিংহের সহিত যুদ্ধ কবিবার

প্রতীক্ষায় আমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয়
প্রাপ্তি, শীকার করা যদি আমাদের মুখ্য তাৎপর্য্য হয়,
তবে এখন নিঃশঙ্ক হওয়াই বিধেয়, নতুনা কাপুরুষের
প্রকাশ পাইবে, এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীতা-
চরণ জন্য লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে।
কিন্তু এই সন্ধীর্ণ পর্য্যন্তগল্পের থাকিয়া আমরা কোন-
না হই ছুরন্ত পশুরাজকে পরাভব করিতে পারিব না।
ভয়ানক শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, এক
মুহুর্ত্তীর্ণ নিরাস্ত্র স্থান পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব
কিন্তু, নচেৎ অস্ত্র শস্ত্র সংকলনের পক্ষে বড়ই বাধা
কিন্তু। অতএব এক্ষণে এই পর্য্যন্তগল্পের পরিচালনা
করা উচিত বোধ হইতেছে। কিন্তু কোন আশ্রয় স্থান
পাইবার স্বপ্নে সিংহ আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে
যুক্ত করে, তবে প্রাণ রক্ষা করা ছুর হইবে, এতটুকো
স্থানের পরামর্শ সে গ্রাহ্য, তাহার কোন সন্দেহ নাই,
পারিবেচনায় প্রাণ হারান বড়ই দুঃখের বিষয়।

মহম্মদ এবং মজাহিদ উভয়ে এইরূপ কথোপকথন
করিতেছিলেন, এমনত সময়ে মসৌদ প্রস্তর স্তম্ভের
ভিতর হইতে নির্গত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল,
রাজনন্দন! আজ্ঞা করেন তো আমিও সম্মিলিত প্র-
কাণ্ড বটরক্ষোপরি আরোহণ করি, উহার উপরিভাগে
উঠিলে আমি পর্য্যন্তের চতুর্দিক উত্তমরূপে দেখিতে
পাইব। যদি বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা দেখি, যদি
কোন ছুরন্ত শত্রু প্রাণবধ-কল্পনায় পর্য্যন্তের অন্য
পাশ দিয়া আইসে, এবং যে সিংহের বিষয়ে আপনি
এত কথোপকথন করিতেছেন, সে যদি পর্য্যন্তাভিমুখে

আগমন করে, তবে আমি প্রথমে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আপনাকে সঙ্কেত দ্বারা সাবধান করিতে পারিব। আমার সঙ্কেত পাইলে আপনি সত্বর হইয়া কোন উন্নত শিখরে আরোহণ করিবেন, আর তদুপরি হইতে বারিবর্ষণের ন্যায় বাণবর্ষণ করিলে দুরন্ত শত্রু প্রাণে নিহত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। শর-সঙ্কানে আপনি সাতিশয় নিপুণ, আপনকার শর-ক্ষেপে যখন কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুও বিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন প্রকাণ্ড পশু সিংহ বা সিংহী যে বিদ্ধ হইবে ইচ্ছাতে আর সংশয় কি?

রাজনন্দনের প্রত্যেক বন্ধুর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পাঠানজাতীয় মহম্মদ উত্তর কবিল, নসাইউদ! তুমি ভাল কথা কহিতেছ না, বিপত্তিকালে সস্রং সঙ্কন্দে থাকিয়া বন্ধুকে বিপদসাগরে নিক্ষেপ করা কিছু ভ্রমের কর্ম নয়। আইস আমরা সকলে একেবারে নিরাস্রত নাঠে উপনীত হইয়া সমরে প্রস্তুত হই। ভয়ঙ্কর শত্রু সিংহ এবং সিংহী যদি নিতান্তই তথায় আমাদের আক্রমণ করে, তবে তিন জনে অস্ত্র মদ্য লন করিয়া তাহাদের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও পাইতে পারিব। পরম্পরায় দ্রুত আছি, এবং সকলেই প্রায় জানে, সিংহ জাতি যে স্থানে আপন আপন শাবকদিগকে রাখিয়া স্থানান্তরে যায়, যদি ঐদবাৎ কোন ব্যক্তি আসিয়া সে স্থান আক্রমণ করে, তবে তাহাদের ক্রোধের আর ইয়ত্তা থাকে না। তাহারা প্রাণপণে আক্রমণকারীর নিধন করিবার চেষ্টা করে।

বীরবর মজাহিদ অতীব দুঃসাহসী এবং পরাক্রান্ত পুরুষ, বিশ্বস্তভৃত্য অজ্জবাহক, মসাতুদকে সম্বোধন করিয়া এই সকল কথা কহিলে, তিনি ক্রোধভাবে প্রকাশ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন মহম্মদ! বিপত্তি একপ্রকার আনন্দের অনুচর, দুঃসাধ্য সাপনে যত হর্সোৎপত্তি হয়, এত সুখ আর কিছুতেই হয় না। এই গহ্বরের নিকটে থাকিলে যদি শত্রু ভয়ানক ঘৃষ্ণি ধারণ করিয়া আমাদেরকে আক্রমণ করে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করিতে হইলে, আমরা যেপুল আফলাদু প্রাপ্ত হইতে পারিব। এক্ষণে মিথ্যা বাগাড়ম্বরের আর প্রয়োজন নাই, যাহাতে সিংহের দহিত বুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা যাউতে পারে, পর্তুগিজের হইতে বহির্গত হইয়া এমন উপায় অন্বেষণ কর। গটিকা এবং বৃষ্টির সময়ে রাজতনয় এবং তদনুচর মহম্মদ আপনাদিগের পল্লঃ শর সকল পর্তুগিজগহ্বরের মেঝিয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়া আপনারা এক পাশ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইত্যবকাশে তত্রস্থ সিংহ-পাদকগণ এই সকল শর লইয়া ক্রীড়া করিতে২ তীরের সমুদায় খাগড়া গুলাই প্রায় ভগ্ন করিয়াছিল, কেবল এইটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সুপনন্দনের আজ্ঞাক্রমে প্রাণত্যাগী এই সকল ভগ্ন শর আনয়ন করিলে, মজাহিদ তদদর্শনে অতীব ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। অজ্জবাহক নাহি, শত্রু আপতপ্রায় হইয়াছে। পরামর্শ করিয়া তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এইবেলা পর্তুগিজ-ভাগ করিয়া আমাদের পলায়ন করাই বিধেয়, বিলম্ব করা হইবে না, সত্বর হইয়া প্রস্থান না করিলে দুর্দান্ত

পশুরাজ আমাদিগকে পশ্চিমদ্যে আক্রমণ করিয়া
প্রাণে নিহত করিবে। অদ্য এইরূপ করিয়া যাওয়া
যাউক, কলা অধিক শর সংগ্রহ করিয়া পুনর্বার
এখানে প্রত্যাগমন করিব।

বৃন্দাবন এবং তদনুগত ভৃত্য ধংকালে পরস্পর
পলায়ন বিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করেন, তৎকালে
ভাঁহার প্রভারক বন্ধু মসাইদ পূর্বে প্রস্তাবানুসারে
পক্ষতের সন্ধিহিত রক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ইত্যা-
তে রাজবন্দন তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ক-
কোন কথা আর উত্থাপন করিলেন না, বিমস্ত অস্ত্র-
বাহক মজহুদকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি প্রস্থানের
উপকম করিলেন। এমত সময়ে একটা প্রকাণ্ড সিংহ
গোপনভাবে পক্ষতের অন্য পার্শ্ব দিয়া ভাঁহার আ-
শ্রয়স্থান গঙ্গারের নিকটে উপনীত হইল।

মজাহিদ তদনলোকনে একেবারে বিস্মিতচিত্ত হইয়া
হায় হায় শব্দ প্রকট আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, আর
কহিলেন, কি অশুভ ক্ষণেই অদ্য আমরা বাণী হইতে
বহির্গত হইয়াছিলাম, এবার বুঝি প্রাণ হারাষ্টতে
হইল। পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই, সমরে
প্রবৃত্ত হইলে মনজল বই মজল হইবে না। শত্রু
আমাদিগকে হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ করিল। যাহা
হউক এখন ভয়ঙ্কর বিপত্তি বলিয়া অবসন্ন হওয়া অনু-
চিত। বিন্দাকণ দুঃসময় উপস্থিত হইলে প্রাণ রক্ষা
হেতু মনুষ্যের যত্ন করা কর্তব্য, এক্ষণে আমরা তাহাই
বিধান করিব। সিংহ সমুচিত দণ্ড না পাইয়া অনা-
য়াসে যে আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিবে, তাহা তো

কখনই হইবে না। আমরা যে বলপূর্ব্বক তাহার আশ্রয় স্থান পক্ষতগজের অধিকার করিয়াছি, তাহা যে উত্তমরূপে জানিতে পারে এমন কোন মতেও করা প্রথমতঃ উচিত বোধ হইতেছে।

এই স্থির করিয়া যুবরাজ সিংহকে লক্ষ্য করত দ্বীপ পরাসনে শরৎ ক্রান করিলেন। তাহার অন্যথ্য ত্রীণ বন্ধবর্গের বেগ পক্ষক গিয়া দরদ পক্ষের সজ্জাদেশ, তা গিল। তাহাতে তাহার লোহময় সজ্জাটা সিংহের চক্ষু পড়ায় ভেদ করিয়া বারিহাতা হইব নাহি অজ্ঞান অশান্তিতে পিতৃক হই নির্গত কাল। অতঃপাশ্চর্য্যে দানবর্গে অস্তিত্ব হইয়া প্রথমতঃ অপাশ্য উপাশ্য করত দমুদ্বারা এই ত্রীণটাকে অশরীর হইতে নির্গত কাল। পরে যদিও এমন মোরতর আশ্রয়াদ পটীৎ দরদ পক্ষ পূর্ব্বক সে আশ্রয় হইতে লাগিল, যে, তদুপাশ্য রাজনন্দন এবং তদুচ্চর দমুদ বিস্ময়চক্ৰ হইলেন, পক্ষতগু সিংহরূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে লাগিল।

সিংহ রাজকুমারকে লেখে নাই, কিন্তু ঐ রাজকুমার অতঃপাশ্যকে সজ্জাদেশ সমুখাগত হইতে দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন। প্রাণরক্ষার জন্য কি করিবেন জানিয়া তাহার কোন উপায় প্রথমে উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। নানা চিন্তা করণানন্তর তিনি উত্তমরূপে আনলোকন করিতে করিতে পক্ষতগজের আশ্রয়াদ একাধি একখান পক্ষের দেখতে পাইলেন, তাহা তাহার আশ্রয়াদে আর পরিসীমা রহিল না। অতঃপাশ্য হইয়া তিনি ঐ পক্ষরখান পক্ষতগজের আশ্রয়াদে প্রদান করত ভয়ানক যুগেন্দ্রবরের গতাযগে

করিলেন। সিংহ স্বীয় আশ্রয় স্থানের নিকটে উপ-
স্থিত হইয়া দেখিল যে প্রস্তর দ্বারা উহার দ্বার রুদ্ধ
হইয়াছে, অতএব কিয়ৎকাল আর কিছুই করিল না,
সে নিঃশব্দে তাহার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়া এক
দৃষ্টে পার্বত্যগহ্বরের প্রতি নির্দীক্ষণ করিতে লাগিল।
এইরূপ করিতে করিতে ক্রোধে তাহার শরীর যেন
স্ফীত হইয়া উঠিল। গুরে ঘোরতর - তর্জ্জন
গর্জনে করিয়া সে নখর দ্বারা এই প্রস্তরখণ্ডকে উল্টাই-
বার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার
দশ পাঁচ হাত পিছাইয়া বায়, আরবার দৌড়াইয়া
বলপূর্বক এই প্রস্তরের উপর আঘাত করে, ইহাতে এই
প্রস্তর ভারি প্রস্তরখণ্ড টলটলায়মান হইতে লাগিল।
দুপ্তভনয়, তনবলোকনে চমৎকৃত হইয়া সিংহজাতিক
যে অসীম বল বুদ্ধি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি-
লেন। আর তরল পশু ভিতরে আসিতে না পারে,
তজ্জন আপন পৃষ্ঠদেশে এই প্রস্তরের উপর দিয়া যথা-
সাম্য তাহা চাপিয়া পরিলেন।

বন-বিহারী মুগ্ধেন্দ্রব, অনেক কণ পর্যাশ্রয় যথাসাম্য
করিয়াও কোন প্রকারে নিজ-নিজকতনের পথ
করিতে পারিল না। আবক-নিগের নিমিত্ত তাহার
প্রাণ সান্ত্বিত্য ব্যাকুলিত হইল। কি জন্য এরূপ
প্রতিবন্ধক ঘটিল, ইহা অবগত হইবার কারণ
সে সম্মুখ-পদদ্বয় প্রস্তরখণ্ডের উপরে রাখিয়া পশ্চাৎ-
পদে নির্ভর করত দণ্ডায়মান হইল। রাজ-কুমারের
স্তম্ভিত প্রস্তরখণ্ড সম্পূর্ণরূপে পার্বত্য-গহ্বরের দ্বার-
দেশ আবদ্ধ করে নাহি, উপরে অঙ্গ অঙ্গ চিত্র

থাকিতে তন্ন্যাস্ত বস্তু-সকল কথঞ্চিৎ দেখা যাইতে-
ছিল। সিংহ ঐ চিত্রে নাসিকা প্রবেশ করাইয়া
শাবকগণ জীবিত আছে কি না তাহার আশ্রয় লইতে
লাগিল। মনুষ্যগণ পাইয়া তাহার কোপের আ-
শঙ্কিত হইল না, চক্ষুর অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলি-
ত হইতে লাগিল, তাহার ভয়ানক আন্তনাদ এবং
শিৎকার শব্দ গগনস্পর্শ করিল। বৎসগণ, আহুতগণ-
পারিদেবের দ্বারা প্রাণে নিহত হইয়াছে, এটী স্থির
না হইয়া সিংহ কহে যে শোক-অচক্কে শব্দ কবিতার
লাগিল তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। শাবকদিগকে
দেখিবার নিমিত্ত একবার সে অঙ্গ সোপান করিয়া
অতিবন্ধক প্রান্তরে আঘাত করবে একবার ভূমিতলে
পতিত হইয়া রোমন্ব করিতে থাকে, কিন্তু কিছুতে
কছু কবিতা পারিল না, রাজকুমার তাহার সকল
চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

অতঃপর রাজপুত্র নিজ ভ্রাতা মহম্মদকে সম্বোধন
করিলেন, চুহাদর! সিংহ কোপপরবশ হইয়া
সারদেশে ভ্রমিতে প্রস্তুত হইয়া উপর দাঁড়াইয়া আমা-
রকে নিরীক্ষণ করিতেছে, ক্রোধ এবং প্রাণ্ডিপুত্র হও-
নাতে উহার মুখ হইতে কেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে,
লোলায়িত জিহ্বা নির্গত করিয়া সে আগনার চৌটি
আগনি চাটিতেছে। এই সুযোগে তুমি দণ্ডঃশর
হস্তে লইয়া ছিদ্রপথদ্বারা উত্তররূপ লক্ষ্য করত উহার
চক্ষু বিদ্ধ কর, তাহা হইলে শবের কল্যাণ উহার
নিস্তক্ষে গিয়া লাগিলে, সুতরাং সে ক্ষণমাত্র জীবিত
থাকিতে পারিবে না, মর্গ্য-বেদনায় পাস্তুর হইয়া সিংহ

একবারে পঞ্চত্ব পাইবে, আমরাও ভয়ানক শত্রুর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব।

প্রভুব আজায় মহম্মদ ধনুঃশর হস্তে লইয়া শরা-
ননে শর সন্ধান করিল। অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য এবং
উৎকণ্ঠাহেতু তাহার হৃদয় কম্পমান হইতে লাগিল।
সিংহ জিহ্বা দ্বারা তাহার অবলোকন করিয়া ক্রোধ-দৃষ্টিতে
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ঐ দ্রিষ্টে
কিছু প্রশস্ত ছিল বলিয়া তাহার শর নিষ্ক্ষেপ বিষয়ে
কোন বাধাও জাগিল না। অতএব ভূতা আকণ-
পর্যন্ত ধনুকের রজ্জু টানিয়া যুগেজুবনের নৈরোদ্দেশ
শব নিষ্ক্ষেপ করিল। তৎকালে ঐ ভয়ানক পশু মন্ত-
কোত্তোলন করিয়াছিল, এজন্য গীরটা আসিয়া তাহার
নেত্রদ্বয়ে লাগিল না বটে, কিন্তু তাহার বহির্গত জি-
হ্বা লাগিয়া তাহার কোমল রসনার মধ্যভাগকে
একবারে বিদ্ধ করিল। পশুরাজ নিদারুণ যাতনায়
উন্নতপ্রায় হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ করত লম্ফ-
প্রদান করিতে লাগিল। একবার ভূমিতলে পড়িয়া
এপাশ ওপাশ করে, একবার গায়েগায়ে করিয়া শর-
টাক চিবাইতে থাকে; একবার দৌড়া দৌড়ি পক্ষতের
চারি দিক পরিবেষ্টন করে, একবার রাগতরে তড়ন
করিয়া গলরের দ্বারদেশে উপনীত হয়। এইরূপ
করিতে করিতে খাগড়া নির্মিত গীরটা একেবারে
চর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কলাটা জিহ্বার
মধ্যস্থানে বিদ্ধ হইয়া রহিল। কত রক্ত নির্গত হইল
তাহার অনুভব করাই দুষ্কর। ফেন নকল রক্তমিশ্রিত

হইয়া গছরের দ্বারদেশে টপ্ টপ্ করিয়া পড়াতে
 সে স্থানটা একবারে শোণিতাক্ত হইল। জনক
 জননীৰ অন্তঃকরণে সন্তানের প্রতি পরমেশ্বর এমনি
 প্রাকৃতিক যের স্থাপন করিয়াছেন যে তাহাদিগের
 চুঃখে পিতা মাতার অতীব চুঃখ বোধ হয়। এত
 যে আত্মবেদনা, তথাপি শাবকদ্বয়ের বিপত্তি হইয়াছে
 এই বিবেচনা করিয়া সিংহ এমনি শোক-স্ফূটক শব্দ
 করিতে লাগিল, যে, তৎক্ষণে রাজনন্দন বড়ই দ্রুঃখিত
 হইলেন

চতুর্থ অধ্যায় ।

সম্রাটের পলায়ন, সিংহের সন্নিহিত জনক জননী
 এবং মৎস্যদের নান্য বৌদ্ধের, সিংহ-শাবকদ্বয়ের
 বৎ, সিংহীর আগমন ও দেবী ছাড়া আশা, জ্ঞান বুদ্ধি
 পরিবার জনক মহম্মদ ও মাতাভিষেক সন্তানপুত্রপন,
 এই সমস্তদের পলায়ন, গঙ্গা সিংহের সহিত রাজ-
 কুমারের মুক্ত এবং তৎক্ষণে সিংহের আগ বিনাশ,
 সিংহীর আক্রমণে রাজকুমারের শরীর ক্ষত হওন,
 মহম্মদ কড়ক সিংহীর আগ বিনাশ, রাজকুমারের
 বিষম পাড়া। মহম্মদের সাহায্যে তাঁহার আগ বিনাশ
 এবং রাজধানীতে আত্মগমন, বিজয় চিকৎসকদিগের
 ওষধে তাঁহার রোগ শাস্তি।

রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুর অবস্থা ক্রমে সান্ত্বিত
 শান্তজনক হইল। ছবস্ত পশুরাজ পর্তুগ গছরের

দ্বারে বসিয়া ছিল, কোনমতে বাহির হইবার উপায় নাট। ইহাতে রাজকুমার মনেঃ বিবেচনা করিলেন, যা হবার তাই হবে, গম্বুজের দ্বার উন্মোচন করিয়া কিয়ৎকাল সিংহটায় সহিত যুদ্ধ করা যাউক। ভয় কি, ছুরন্ত পশুরাজ তথাঃ আনাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না। আনাদের দুই জনেরই হস্তে এক একখানি তরবারি আছে, এক জনকে আক্রমণ করিলে আর এক জন হয় তো উহাকে নষ্ট করিলেও কবিত্তে পারে, কি জানি, পলাইলেও এক জনের প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে। পরন্তু গম্বুজে থাকিয়া তবে দুই জনে একন মরি। মজাফিদ এইকপ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রণাঙ্গী মসৌউদ সুবরাজকে ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া বড়ই আশ্চর্য হইল। ছুরাখা সঙ্গমাত্র বিলাস করিল না, সিংহ ঘোরতর আড়ম্বর প্রকাশ করিয়া রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে প্ররত হইলে, সে সমস্ত সেই যুদ্ধ হইতে অরোহণ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। পরন্তু অদোভাগের এক পাশে ঐ পাশাপাশির ঘোটক বান্ধা ছিল, এজন্য সে যুদ্ধ হইতে অবরুদ্ধ হইয়া আর কোথাও গেল না, প্রথমেই ঐ অশ্বের ণিকট উপনীত হইয়া লম্বকপ্রদান পূর্বক তাহার উপরে আরোহণ করিল, আর বারম্বার উপর্যুপরি তাহাকে কণাঘাত করিয়া একবারে ঐ পরন্তু হইতে বহুদূর চলিয়া গেল। যাইতেঃ, রাজপুত্র এবং তদাঙ্গী মহম্মদ সিংহের গম্বুজে আবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তাহার আত্মাদের আর ইয়ত্তা

ছিল না। সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল দুর্বৃত্ত পিতৃহত্যা
 মামলারদ্বারা পূর্বে অনেক বিপদ হইতে আপনাকে
 মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু এবার নাট্যকে সিংহের নথবে
 অবশ্যই মরিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
 সত্যি গল্পের দ্বার বন্ধ করিয়া জুয়াড়িত হইল কেন ?
 এখন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সিংহের সহিত সম্মুখ
 যুদ্ধ হইক না। ভাল হইয়াছে, পাণিষ্ঠ কত দিন
 ভতবে থাকিবে, বাহির না হইলে তাহাকে অকাহারে
 অবশ্যই মরিতে হইবে, এবং বাহির হইলেই পশুরাজ
 তাহাকে একেবারে খাশ করিবে। প্রতিহিংসার
 দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া কপটাত্মীয় সমাউদ সুবরাজের ঘোরতর
 আক্রমণ সময়েও এইরূপ উল্লাসিত হইয়া নানাবিধ
 মস্তক চিন্তা করিতে আবৃত্ত করিল।

এ দিকে মজাহিদ গল্পের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার
 চেষ্টা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য
 আব্দুল তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কহিল প্রভে, বাহির
 টান, আশি বাতী হইতে আসিবার সময় গাছ-
 কাটা বেসনি বসি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। এই
 সঙ্গে ফাঁস লাগাইয়া সিংহের মস্তকে ফেঁদা দিলে
 একটী তুলা তাহার মস্তকে জড়িয়া ধরিবে,
 এহাতে সিংহ কুপিত হইয়া আত্মনাদ ও অজ্ঞানালন
 করিবে, আর সে বসি গাছটাকেও নাড়া চাড়া দিবে।
 আশি এদিকে টানিয়া ধরিব, সিংহ আশির কল্লান্ত
 গাছটায় যত টানিবে ততই তাহার গলায় ফাঁসি
 লাগিবে। ক্রমে আসাবরোধ হইয়া তাহাকে শমন-
 দানে গমন করিতে হইবে তাহান কোন সন্দেহ

নাই। আমি এমন করিয়া কত পশুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছি, তাহার সন্ধ্যা কবা যায় না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ বলিলেন, বন্ধো অস্ত্রবাহক! চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে সিংহ পশুরাজ বলিয়া বিখ্যাত, বল বিক্রম বিষয়ে তাহার তুল্য কোন পশুই নাই। এখন ভিজ্ঞাসা করি এতাদৃশ পরাক্রান্ত পশুকে কপট চল করিয়া মারা কি বীর পুরুষের কর্ম্য। তোমার ফাঁকি জুকি তোনাতেই থাকুক, আমি রাজপুত্র হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পশুরাজকে একপে নিহত করিতে পারিব না। ইহা নিতান্ত বীণাধীন এবং নীচ লোকের কর্ম্য। বোপ হয়, ধূর্ত শৃগালেরা এইরূপ প্রতারণা করিয়া আপনাপেক্ষা ক্ষুদ্র পশুদিগের প্রাণ বধ করে। বিশেষ ভূমি যে কৌশলের কথা কহিতেছ, তাহাতেই বিপদ বিবাগণ হইবে এমন নিশ্চয় কি। রেশন নির্মিত রজ্জু গাছটা সিংহের মস্তকে নিষেপ করিলে, যে একেবারে তাহার গলায় ফাঁস লাগিলে, ইহা তোমার কিসে বোপ হইল।

মহমুদ বলিল, দুবরাস! আপনি রাজার সম্মান। এজন্য পশুরাজের প্রতি আপনকার এতাদৃশ ভাব হইয়াছে। আমি একজন মানান্য ভূত্য নইতো নহি। আমি যদি ফাঁকি জুকি দ্বারা কোন প্রকারে সিংহের প্রাণ বধ করিতে পারি, তবে আপনকার ক্ষতি কি। আপনি অনুমতি করুন। বিভাল যেক্রপ অক্লেশে ইন্দুরকে নষ্ট করে, গাউরজ্জু দ্বারা সিংহকে আমি সেইরূপ নষ্ট করিব।

চতুর্থ দ্বারা অরণ্যাপিপতি সিংহের প্রাণ নষ্ট

করিলে লোকতঃ পরীতঃ নিন্দনীয় হইতে হইবে, এই নামে মজাহিদ প্রথমতঃ অস্ত্রবাহকের কথা বড় একটা গাফিলত করেন নাই। কিন্তু সে বাবদার তঁাহাকে নানা-
 দাক্ত বৃদ্ধাউলে পর, তিনি অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া মহম্মদকে ইচ্ছানুসরণ কর্তৃক করিতে কাহিলেন।
 মহম্মদ প্রভুর অনুমতানুসারে পর্ত্তগজবরের প্রস্তর
 তিনি অল্প উদ্ঘাটন করত পাটী রজ্জুর ফাঁস সিংহের
 দাক্ত নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রনি
 পাটী ক্ষুদ্র ছাঁদের ভিতর দিয়া নিক্ষিপ্ত হওয়াতে,
 সিংহের মূর্ত্তিভাগে তাহা লাগিল না ভূমিতে পতিত
 হইল। অস্ত্রবাহক ইহাতে সান্নিধ্যচিহ্ন হইয়া পুনর্বার
 দাক্ত কৌশল সাধন করিবাব জন্য উদ্যোগ করিতে-
 লাগিল। এমন সময়ে পশুরাজ কোপাক্ত হইয়া ঘোরতর
 গর্জন করত দন্তদ্বারা এই রজ্জু পাটী পহিল,
 তাহা বদলপক্ষক এক টান মারিয়া মহম্মদের হস্ত হইতে
 ছাড়াইয়া লইল। ফাঁকি ছুকি সকল নিফল
 হইয়া, মহম্মদ এক দৃষ্টে সিংহের প্রতি কেবল নিরীক্ষণ
 করিতে লাগিল।

পশুরাজ মজাহিদ তাহা অবলাকন করিয়া ভূত্যা-
 নকে সাপ্পাধন করিয়া কাহিলেন, কেমন বন্ধো! আমি
 তোমার বলিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল কিনা, তোমার
 কল কৌশল সকলই বার্থ হইয়াছে। এখন সিংহের
 সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া বাতিলেরেখে আর আশা-
 দেয় গত্যন্তর নাই, নতুবা অন্যাহারে পর্ত্তগজবরে
 জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে। সিংহের সহিত
 সম্মুখ যুদ্ধে তুমি এত ভাবিত হইতেছ কেন? ছুইজনে

অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সে কি আনাদিগকে হঠাৎ যুদ্ধে পরাভব করিতে পারিবে? বোধ হয় কোন মতেই পারিবে না।

মহম্মদ বলিল, যুবরাজ! পার্শ্বতগছবটী একে সাতিশয় গভীর দেখিতেছি, তাহাতে ইহা ঘোরতর অন্ধ কারময় স্থান। এমন স্থানে সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমরা যে জয়ী হইব ইহা আপনি মনেও করিবেন না। গগুরাজ যেমন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া এতাদৃশ গল্পবে যুদ্ধ করিতে পারিলেন, আমরা তেমন কখনই পারিব না, অতএব ইহাতে সকল পক্ষে জয় লাভের সম্ভাবনা অনেক হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, পার্শ্বতগছবটী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে যদি এত অসম্ভব বোধ হয়, তবে নিকট হইয়া নিজই বল বিক্রম প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধ করা যাউক পরে যা হবার তাই হবে।

মহম্মদ বলিল, নৃপনন্দন! বাহির হওয়া সর্ব্বতোভাবে ভাল, তাহা কিন্তু নিষ্পাদন করা তো বড় একটা সামান্য ব্যাপার নহে, নির্গণ ছায়েই গাথ দিয়া মস্তুর নির্গত করিলেই সিংহ আনাদিগকে আক্রমণ করিতে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বন্ধো! মত্যা কহিতেছি এই ভয়ঙ্কর জন্তুর নখর হইতে প্রাণ পাওয়া সুকঠিন হইবে।

এইরূপে দুইজনে কিয়ৎকাল তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে রাজভৃত্য অস্ত্রবাহক প্রস্তাব করিল, বন্ধো রাজতনয়! আনাদিগের গলায়নের কেবল এই একটি উপায় আছে, এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায়ান্তর

নাট। সিংহের শাবক গুলোন এই গছেরের এক
কাণে অবস্থিতি করিতেছে, শাসাবরোধ করিয়া উহা-
নের প্রাণ বধ করা যাউক। ঐ মৃত বৎস গছেরের দ্বার
দ্বারা সিংহের সম্মুখে নিষ্ক্ষেপ করিলে, বোধ হয় সিংহ
শাবকে সান্ত্বনায় ব্যাকুল হইয়া বৎসদিগকে বাঁচাইবার
চেষ্টা করিবে। আশি শুনিয়াছি, সিংহজাতির অপত্য
ক বড়ই প্রবল, তাহারা শিকারী লোকদিগের দ্বারা
প্রকৃষ্ট হইলে প্রথমতঃ প্রাণপণে নিজ নিজ শাবককে
সম্বাস্ত্র করিবাব যত্ন পায়। শাসাবরোধ করিয়া
বৎসদিগের প্রাণ বিনাশ করিলে, বোধ হয় মৃত সন্তান
বিশেষ সিংহ জানিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদি-
গকে স্তানাস্ত্র করণে বাধ্য হইবে, আমরা এই সুবোধে
প্রবল করিতে পারিব।

বিশ্বাস্ত্র অস্ত্রবাহকের এই কথা শুনিয়া মজাহিদ
সংগীত করিতে লাগিলেন, পিতা মাতার সন্তিত
প্রকৃতি আছে বলিয়া তাহার সন্তান সন্ততিকে নষ্ট
করা কিছু ভয়ের কার্য নথ। কিন্তু হইলে কি হয়, ধর্ম-
বিরুদ্ধ তাবৎ নিয়ম সর্বত্র রক্ষা করা যায় না। সিংহ-
শাবকদিগের প্রাণ বধ করিলে যদি আশাদিগের প্রাণ
সংরক্ষিত হইতে পারে, তবে তাহা নিষ্পাদন করা বিহিত
কাণ্ড হইতেছে; এই গুরুর করিয়া তিনি মহমুদের
প্রস্তাবে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরন্তু
গছেরে বজ্র কোথায় পাইবে, মহমুদ নিজ যন্তক
শিষ্ট পাগড়িটা খুলিয়া তদ্বারা এক গাছ রসি প্রস্তুত
করিল। প্রাণ-বধ জন্য এত যে কপ্পনা হইতেছে
সিংহশাবকগণ তাহার কিছুই জানে না, তাহারা

অকাতরে পরীত-গল্পের এক কোণে শুইয়া মুখে নিদ্রা যাইতেছে। পরম্পরা সিদ্ধান্ত আছে, জনা জননীৰ বল-বীৰ্য্য প্রায় সন্তানের উপরে বৰ্ভে, বৎসগণ জাগ্রৎ থাকিলে মহম্মদের এই কণ্ণনা সহসা সিদ্ধ হইত কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। যাহাহউক রাজভূত বস্ত্রনির্মিত ঐ রসির মপো কাঁস্ লাগাইয়া একে একে শিশু শাবকদিগের গলদেশে প্রদান করিল, পবে বলপূৰ্ব্বক আপনি এক দিক এবং যুবরাজ অন্য দি ধরিয়া এমনি তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে ক্ষণমাত্রে শাবকদ্বয়ের শ্বাসাবরোধ হইয়া পক্ষ প্রাপ্তি হইল।

এইরূপে যুবরাজ ছুঁদাস্ত মুগেন্দ্রবরের শাবকদিগকে প্রাণে নিহত করিয়া গল্পের নির্গমপথের ছিদ্ৰ দ্বাৰ তজ্জনকের সম্মুখে নিষ্ক্ষেপ করিলেন। সন্তানদিগকে দেখিয়া সিংহেব আজ্ঞাদের আর পরিসীমা রহিল না। সে সত্তর প্রস্তরখণ্ড পরিভাগ পূৰ্ব্বক স্নেহপ্রকাশ করিয়া তাহাদের মস্তক এবং শরীরের কোন কোন ভাগ চাটিতে আবদ্ধ করিল। অনেকক্ষণ পর্যাণ্ট এইরূপ স্নেহ ভাব প্রকাশ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলেও শাবকগণ নড়িল চড়িল না, ইহা দেখিয়া পক্ষরাজ পদদ্বারা কোমল ভাবে তাহাদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য না হওয়াতে, সিংহ নিজ কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া একদৃষ্টে তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন বৎসগণ যে জীবিত নাই, ইহা তাহার স্থির অনুভব হইল। অতএব শোকে সে শূন্যমার্গের প্রতি মস্তক

নাসিকা উন্নত করিয়া এমনি উঠেঃযরে রোদন করিতে লাগিল যে তক্ষুবণে রাজকুমারও অতীব ক্ষুব্ধ হইলেন। আহা! পূর্ববিদ্ধ ভীরের ফলাটা সে পর্যান্ত তাহার রসনা হইতে বহির্গত হয় নাই। সম্মানশোকে ব্যাকুল হইয়া সিংহ পুনর্বার মস্তক অবনত করিয়া জিহ্বা বাহির করিলে, ক্ষত স্থান হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে ছিল। প্রাকৃতিক মায়ার বশবর্তী হইয়া এমন সে এক এক বার মৃত সম্মানদিগকে অবলোকন করে, এমনি অজস্র অশ্রুবারি তাহার নেত্র হইতে বহির্গত হয়।

অনেক ক্ষণ বিলম্বে পূর্বাশ্রমে সিংহের কিছু শান্তি হইল বটে, কিন্তু ক্রোধের শাস্তি হইল না; এক নিমাতনে সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া বারম্বার গহ্বর-দ্বারের প্রস্তরোপরি ভয়ঙ্কররূপে আঘাত করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেক বিরাম নাই, তাহার এতকারের শব্দে মেদিনী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল। পূর্বে যুবরাজ একাকী প্রস্তরে চৈতান দিয়াছিলেন, ফেণে সিংহ এমনি প্রবলতর-রূপে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল, যে, একজনের শক্তিতে গহ্বর-দ্বারের প্রস্তর স্থির রাখা রাজকুমার মুকঠিন বোধ করিলেন। তাহাতে মহম্মদ ও রাজকুমার উভয়ে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন, তথাপি উহা সিংহের আক্রমণে এক একবার এদিক ওদিক হেলায়মান হইতে লাগিল। এইরূপে পশুরাজ নানাবিধ যত্ন করিয়াও গহ্বরদ্বারের প্রস্তর উন্মোচন করিতে না পারিয়া শেষে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কি করে, সম্মানের

একেবারে পঞ্চত্ব পাইবে, আমরাও ভয়ানক শত্রুর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব।

প্রভুব আজায় মহম্মদ খনুশর হস্তে লইয়া শরা-
সনে শর সন্ধান করিল। অন্তঃকরণের চাপলা এবং
উৎকণ্ঠাহেতু তাহার হস্তদ্বয় কম্পমান হইতে লাগিল।
সিংহ চিত্রদ্বারা তাহা অবলোকন করিয়া ক্রোধ-দৃষ্টিতে
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এই চিত্রটো
কিছু প্রস্তুত ছিল বলিয়া তাহার শর নিক্ষেপ বিষয়ে
কোন ব্যাঘাত জন্মিল না। অতএব ভূতাত্মক-
পর্যাস্ত খনুশের রজ্জু টানিয়া মৃগেন্দ্রবনের নেত্রোদ্দেশে
শর নিক্ষেপ করিল। তৎকালে এই ভয়ঙ্কর পশু মস্ত-
কোত্তোলন করিয়াছিল, এজন্য তীরটা আসিয়া তাহার
নেত্রদ্বয়ে লাগিল না বটে, কিন্তু তাহার বহির্গত জি-
হ্বাতে লাগিয়া তাহার কোনল রসনার মধ্যভাগকে
একেবারে বিদ্ধ করিল। পশুরাজ নিদারুণ যাতনায়
উন্মত্তপ্রায় হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ করত লম্ব-
প্রদান করিতে লাগিল। একবার ভূমিতলে পড়িয়া
এপুর্বা ওপাশ করে, একবার গাভোপান করিয়া শর-
টাকে চিবাইতে থাকে; একবার দৌড়া দৌড়ি পক্ষতের
চারি দিক পরিবেষ্টন করে, একবার রাগভরে তল্লন
করিয়া গল্বরের দ্বারদেশে উপনীত হয়। এইরূপ
করিতে করিতে খাগড়া নির্মিত তীরটা একেবারে
চণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ ফলাটা জিহ্বার
মধ্যস্থানে বিদ্ধ হইয়া রহিল। কত রক্ত নির্গত হইল
তাহার অনুভব করাই দুষ্কর। ফেন সকল রক্তমিশ্রিত

হইয়া গহ্বরের দ্বারদেশে টঙ্ক টঙ্ক করিয়া পড়াতে
সে স্থানটা একবারে শোণিতাক্ত হইল। জনক
জননীৰ অন্তঃকরণে সন্তানের প্রতি পরমেশ্বর এমন
প্রাকৃতিক স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন যে তাহাদিগের
দুঃখে পিতা মাতার অতীব দুঃখ বোধ হয়। এত
যে আত্মবেদনা, তথাপি শাবকদিগের বিপত্তি হইলো
এই বিবেচনা করিয়া সিংহ এমনি শৌক-সুচক শব্দ
করিতে লাগিল, যে, তক্ষুণে রাজনন্দন ষড়ঈ দ্বুঃখিত
হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মসাইদের পলায়ন, সিংহ মারিয়ার জন্য যুদ্ধ, এবং
মহম্মদের নানা বৌদ্ধ, সিংহ-শাবকদিগের
ব্যাপার, সিংহীর আগমন ও নৌয়া, হ্যাং জাং, জাং বুক,
দরিবার জন্য মহম্মদ এবং মসাইদের সহযোগিতা,
ঐ বনসাহস্রের পলায়ন, গাং সিংহের সহিত রাজ-
কুমারের যুদ্ধ এবং তৎকালীন সিংহের আগ বিনাশ,
সিংহীর আক্রমণে রাজকুমারের শরীর ক্ষত হওয়া,
মহম্মদ কর্তৃক সিংহীর আগ বিনাশ। রাজকুমারের
বিষম পীড়া। মহম্মদের সাতাষোড়ার আগ রক্ষা
এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন, বিজয় চিকৎসকদিগের
ঔষধে তাঁহার রোগ শান্তি।

রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুর অবস্থা ক্রমে সান্ত্বয়
সঙ্কটজনক হইল। দুরন্ত পশুরাজ পর্তত গহ্বরের

দ্বারে বসিয়া ছিল, কোনমতে বাহির হইবার উপায় নাই। ইহাতে রাজকুমার মনেঃ বিবেচনা করিলেন, যা হবার তাই হবে, গহ্বরের দ্বার উন্মোচন করিয়া কিয়ৎকাল সিংহটার সহিত যুদ্ধ করা যাউক। ভয় কি, দুরন্ত পশুরাজ হঠাৎ আনাদিগকে পরাভব করিতে পারিবে না। আনাদের দুই জনেরই হস্তে এক একখানি তরবারি আছে, এক জনকে আক্রমণ করিলে আর এক জন হয় তো উহাকে নষ্ট করিলেও করিতে পারে, কি জানি, পলাইলেও এক জনের প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে। পর্তু গহ্বরে থাকিয়া তবে দুই জনে কেন মরি। মজাহিদ এইরূপ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কপটী নসরুদ্দীন যুবরাজকে ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া বড়ই আতঙ্কিত হইল। চুরাখা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, সিংহ ঘোরতর আড়ম্বর প্রকাশ করিয়া রাজকুমারের সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হইলে, সে সমস্ত সেট রক্ষা হইতে অপরোহণ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। পর্তুতের অপোভাগের এক পাশ্বে ঐ পাপাখার ঘোটক বাধা ছিল, এজন্য সে রক্ষা হইতে অসমর্থ হইয়া আর কোথাও গেল না, প্রথমতঃ ঐ অশ্বের নিকট উপনীত হইয়া লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক তাহার উপরে আরোহণ করিল, আর বারম্বার উপ-
 ন্যাস করি তাহাকে কণাঘাত করিয়া একবারে ঐ পর্তুত হইতে বহুদূর চলিয়া গেল। যাইতেঃ, রাজপুত্র এবং তদীয় মহম্মদ সিংহের গহ্বরে আবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তাহার আহলাদের আর ইয়ত্তা

নাহিল না। সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল ছুর্ভাগ্য পিতৃহস্তা
 বাহুবলদ্বারা পূর্বে অনেক বিপদ হইতে আপনাকে
 মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু এবার বাছাকে সিংহের নখরে
 আবশ্যাই মরিতে হইবে। যেনন কর্ম্ম তেনন ফল,
 ছরান্না গহ্বরের দ্বার বন্ধ করিয়া লুপ্ত হইল কেন !
 এখন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সিংহের সহিত সমরে
 প্রবৃত্ত হইক না। ভাল হইয়াছে, পাপিষ্ঠ কত দিন
 ভিতবে থাকিবে, বাহির না হইলে তাহাকে অকাহারে
 অবশ্যই মরিতে হইবে, এবং বাহির হইলেই পশুরাজ
 তাহাকে একেবারে গ্রাস করিবে। প্রতিহিংসার
 বশীভূত হইয়া কপটায়ী নসাদ উবরাজের দোরতর
 দক্ষত সময়েও এইরূপ উল্লাসিত হইয়া নানাবিধ
 যশস্ত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে নজাহিদ গহ্বরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার
 চেষ্টা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য
 হুমুদ তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কহিল প্রভো! স্থির
 হউন, আমি বাহী হইতে আসিবার সময় গাছ-
 টাক দৈর্ঘ্য রসি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। এই
 দ্বারা ফাঁস লাগানিয়া সিংহের মস্তকে ফেলিয়া দিলে
 অবশ্যই তাহা তাহার মস্তকে জড়িয়া ধরিবে,
 তাহাতে সিংহ কুপিত হইয়া আত্মনাদ ও অঙ্গাঙ্গলন
 করিবে, আর সে রসি গাছটাকেও নাড়া চাড়া দিবে।
 আমি এদিকে টানিয়া ধরিব, সিংহ আনার মস্তক
 দড়িগাছটা যত টানিবে ততই তাহার গলায় ফাঁস
 লাগিবে। ক্রমে শ্বাসাবরোধ হইয়া তাহাকে শ্বাস-
 মদনে গমন করিতে হইবে তাহার কোন সন্দেহ

নাই। আমি এমন করিয়া কত পশুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছি, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মজাহিদ বলিলেন, বন্ধো অজ্ঞবাহক! চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে সিংহ পশুরাজ বলিয়া বিখ্যাত, বল বিক্রম বিষয়ে তাহার তুল্য কোন পশুই নাই। এখন ভিজ্ঞাসা করি এতাদৃশ পরাক্রান্ত পশুকে কণ্ট চল করিয়া মারা কি বীর পুরুষের কর্ম। তোমার ফাঁকি জুকি তোমাতেই থাকুক, আমি রাজপুত্র হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পশুরাজকে একপে নিহত করিতে পারিব না। ইহা নিতান্ত বীর্যাহীন এবং নীচ লোকের কর্ম। বোধ হয়, বৃদ্ধ শৃগালেরা এইরূপ প্রতারণা করিয়া আপনাপেক্ষা ক্ষুদ্র পশুদিগের প্রাণ বধ করে। বিশেষ ভূমি যে কৌশলের কথা कहিতেছ, তাহাতেই বিপদ নিবারণ হইবে এমন নিশ্চয় কি। রেশম নির্মিত রজ্জু পাছটা সিংহের খন্তুকে নিষ্পেক করিলে, যে একেবারে তাহার গলায় ফাঁস লাগিবে, ইহা তোমার কিসে বোধ হইল।

মহমুদ বলিল, সুবরাজ! আপনি রাজার মন্ত্রিন। এজন্য পশুরাজের প্রতি আপনকার এতাদৃশ ভাব হইয়াছে। আমি একজন সামান্য ভূত্য নইতো নহি, আমি যদি ফাঁকি জুকি দ্বারা কোন প্রকারে সিংহের প্রাণ বধ করিতে পারি, তবে আপনকার ক্ষতি কি। আপনি অনুমতি করুন। বিড়াল যেরূপ অক্লেশে ইন্দুরকে নষ্ট করে, পাটরজ্জু দ্বারা সিংহকে আমি সেইরূপ নষ্ট করিব।

চতুর্থ দ্বারা অরণ্যাদিপতি সিংহের প্রাণ নষ্ট

করিলে লোকতঃ পর্যন্তঃ নিন্দনীয় হইতে হইবে, এই
তঃ মজাহিদ প্রথমতঃ অশ্রুনাহকের কথা বড় একটা
গাফেল করেন নাই । কিন্তু সে বাবদার তাঁহাকে নানা-
বাক্য বুঝাইলে পর, তিনি অগত্যা তাহাতে সন্মত
হইয়া মহম্মদকে ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে কহিলেন ।
মহম্মদ প্রভুর অনুমতানুসারে পর্ত্তগহররের প্রস্তর
খনি অগ্নি উদ্ঘাটন করত গাট রজ্জুর ফাঁসি সিংহের
নাক দিকে নিগেপ করিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রসি
গাছটা ক্ষুদ্র চিত্রের ভিতর দিয়া নিক্ষিপ্ত হওয়াতে,
সিংহের মূর্ত্তিভাগে তাহা লাগিল না ভূমিতে পতিত
হইল । অশ্রুনাহক ইহাতে সান্নিধ্যচিহ্ন হইয়া পুনর্বার
শিখ কোশল সাধন কবিবার জন্য উদ্যোগ করিতে-
ছিল, এমনতর সময়ে পশুরাজে ক্রোধাক্ত হইয়া ঘোরতর
স্বাভাবিক করত দন্তদ্বারা ঐ রজ্জু গাছটা ধরিল,
যাহা বহুপক্ষক এক টান মারিয়া মহম্মদের হস্ত হইতে
সহসা কাড়িয়া লইল । ফাঁকি জুকি সকল নিষ্ফল
হইল, মহম্মদ এক দৃষ্টে সিংহের প্রতি কেবল নিরীক্ষণ
করিতে লাগিল ।

এবং মজাহিদ তাহা অবলোকন করিয়া ভূত্যা-
গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেমন বন্ধো! আমি
যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল কিনা, তোমার
কল কোশল সকলই বার্থ হইয়াছে । এখন সিংহের
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতিরেকে আর আনা-
দের গত্যস্তব নাই, নতুবা পানাহারে পর্ত্তগহররে
জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে । সিংহের সহিত
সম্মুখ যুদ্ধে তুমি এত ভাবিত হইতেছ কেন? ছুইজনে

অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সে কি আনাদিগকে হঠাৎ যুদ্ধে পরাভব করিতে পারিবে? বোধ হয় কোন নতেই পারিবে না।

মহমুদ বলিল, যুবরাজ! পর্কতগজ্জরটা একে সাতিশ শয় গভীর দেখিতেছি, তাহাতে ইহা ঘোরতর অক্ষ-কারময় স্থান, এমন স্থানে সিংহের সাহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমরা যে জয়ী হইব ইহা আপনি মনেও করিবেন না। গণ্ডুরাজ যেমন বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া এতাদৃশ গজ্জবে যুদ্ধ করিতে পারিলে, আমরা তেমন কখনই পারিব না, অতএব ইহাতে স্বল্পর পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা অনেক হইতেছে।

রাজপুত্র কহিলেন, পর্কতগজ্জরে সিংহের সাহিত যুদ্ধ করিতে যদি এত আশঙ্কা বোধ হয়, তবে নির্গত হইয়া নিজহ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধ করা যাউক পরে বা হবার তাই হবে।

মহমুদ বলিল, নৃপনন্দন! বাহির হওয়া সর্বতোভাবে ভাল, তাহা কিন্তু নিষ্পাদন করাতো বড় একটু সামান্য ব্যাপার নহে, নির্গম ছায়েই পথ দিয়া যাত্রা, নির্গত করিলেই সিংহ আনাদিগকে আক্রমণ করিতে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বন্ধো! সত্য কহিতেছি, এই ভয়ঙ্কর জন্তুর নখর হইতে প্রাণ পাওয়া মুকটিন হইবে।

এইরূপে দুইজনে কিয়ৎকাল তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে রাজভৃত্য সশ্রবাহক প্রস্তাব করিল, বন্ধো! রাজতনয়! আনাদিগের পলায়নের কেবল এই একটী উপায় আছে, এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায়ান্তর

নাই। সিংহের শাবক ওলীন এই গছেরের এক
প্রাণে অবস্থিতি করিতেছে, আসাবরোধ করিয়া উহা-
দের প্রাণ বধ করা যাউক। ঐ মৃত বংশ গছেরের দ্বার
দিয়া সিংহের সম্মুখে নিষ্ফেপ করিলে, বোধ হয় সিংহ
স্বাক্ষে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া বংশদিগকে বাঁচাইবার
চেষ্টা করিবে। আমি শুনিয়াছি, সিংহজাতির অপত্য
এক বড়ই প্রবল, তাহারা শিকারী লোকদিগের দ্বারা
প্রকৃষ্ট হইলে প্রথমতঃ প্রাণপণে নিজ নিজ শাবককে
সমান্তর করিবার যত্ন পায়। আসাবরোধ করিয়া
বংশদিগের প্রাণ বিনাশ করিলে, বোধ হয় মৃত সন্তান
দ্বারা সিংহ জ্ঞানিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদি-
গকে সমান্তর করণে বাধ্য হইবে, আমরা এই সুযোগে
সমান্তর করিতে পারিব।

বিধিস্থ অস্ত্রবাহকের এই কথা শুনিয়া মজাহিদ
সংবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতা মাতার সহিত
কৃত্য আছে বলিয়া তাহার সন্তান সম্বৃতিকে নষ্ট
করা কিছু ভদ্রের কর্ম নয়। কিন্তু হইলে কি হয়, ধর্ম-
মাত্র তাহা নিয়ম কর্তৃত্ব করা যায় না। সিংহ-
শাবকদিগের প্রাণ বধ করিলে যদি আমাদিগের প্রাণ
রক্ষা হইতে পারে, তবে তাহা নিষ্পাদন করা বিহিত
বোধ হইতেছে; এই স্থির করিয়া তিনি মহমুদের
প্রস্তাবে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর্তত
গছেরে বজ্রু কোথায় পাইবে, মহমুদ নিজ মস্তক
স্থিত পাগড়িটা খুলিয়া তদ্বারা এক গাছ রসি প্রস্তুত
করিল। প্রাণ-বধ জন্য এত যে কপ্পনা হইতেছে
সিংহশাবকগণ তাহার কিছুই জানে না, তাহারা

অকাতরে পরীত-গল্পের এক কোণে শুইয়া মুখে নিদ্রা যাইতেছে। পরম্পরা সিদ্ধান্ত আছে, জনক জননীর বল-বীৰ্য্য প্রায় সন্তানের উপরে বর্তে, বৎসগণ জাগ্রৎ থাকিলে মহমুদের এই কল্পনা সহসা সিদ্ধ হইত কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। যাহাহউক রাজভূত বস্ত্রনির্ম্মিত ঐ রসির মদ্যে কাঁস্ লাগাইয়া একে একে শিশু শাবকদিগের গলদেশে প্রদান করিল, পরে বলপূর্ব্বক আপনি এক দিক এবং যুবরাজ অন্য দিক পরিয়া এমনি তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে ক্ষণমাত্রে শাবকদ্বয়ের শ্বাসাবরোধ হইয়া পক্ষা প্রাপ্তি হইল।

এইরূপে যুবরাজ দুর্দাস্ত মৃগেন্দ্রবরের শাবকদিগকে প্রাণে নিহত করিয়া গল্পের নিৰ্গমপথের চিত্র দ্বারা তজ্জনকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সন্তানদিগকে দেখিয়া সিংহের আজ্ঞাদের আর পরিসীমা রহিল না। সে সত্তর প্রস্তরখণ্ড পরিভাগ পূর্ব্বক স্নেহপ্রকাশ করিয়া তাহাদের মস্তক এবং শরীরের কোন কোন ভাগ চাটিতে আবদ্ধ করিল। অনেকক্ষণ পর্যাৎ এইরূপ স্নেহ ভাব প্রকাশ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিলেও শাবকগণ নড়িল চড়িল না, ইহা দেখিয়া পশু-রাজ পদদ্বারা কোমল ভাবে তাহাদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য না হওয়াতে, সিংহ নিজ কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া একদৃষ্টে তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন বৎসগণ যে জীবিত নাই, ইহা তাহার দ্বির অনুভব হইল। অতএব শোকে সে শূন্যদার্গের প্রতি মস্তক ও

নাগিকা উন্নত করিয়া এমনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল যে তচ্ছবণে রাজকুমারও অতীব ক্ষুব্ধিত হইলেন। আহা! পূৰ্ব্ববিদ্ধ তীরের ফলাটা সে পর্যাস্ত তাহার রসনা হইতে বহির্গত হয় নাই। সন্তান শোকে বাকুল হইয়া সিংহ পুনর্বার মন্তক অবনত করিয়া জিহ্বা বাহির করিলে, ক্ষত স্থান হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে ছিল। প্রাকৃতিক মায়ার বশবর্তী হইয়া যেন সে এক এক বার মৃত সন্তানদিগকে অবলোকন করে, এমন অজস্র অশ্রুবারি তাহার নেত্র হইতে বহির্গত হয়।

অনেক ক্ষণ বিলম্বে পূৰ্ব্বাগেকা সিংহের কিছু শোক শাস্তি হইল বটে, কিন্তু ক্রোধের শাস্তি হইল না; ব্রজ নিপাতনে সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া বারম্বার গহ্বর-দ্বারের প্রস্তরোপরি ভয়ঙ্কররূপে আঘাত করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেক বিরাম নাই, তাহার জংকারের শব্দে মেদিনা যেন কম্পিতা হইতে লাগিল। পূৰ্ব্ব যুবরাজ একাকী প্রস্তরে ঠেসান দিয়াছিলেন, এক্ষণে সিংহ এমনি প্রবলতর-রূপে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল, যে, একজনের শক্তিতে গহ্বর-দ্বারের প্রস্তর স্থির রাখা রাজকুমার মুকঠিন বোধ করিলেন। তাহাতে মহম্মদ ও রাজকুমার উভয়ে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে লেপকরক ধরিয়া রহিলেন, তথাপি উহা সিংহের আক্রমণে এক একবার এদিক ওদিক হেলায়মান হইতে লাগিল। এইরূপে পশুরাজ নানাবিধ যত্ন করিয়াও গহ্বরদ্বারের প্রস্তর উন্মোচন করিতে না পারিয়া শেষে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কি করে, সন্তানের

শোকে বড়ই কাতর হইয়াছে, অতএব কয়েক হস্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া, যেখানে সে মৃত শাবকদ্বয়কে রাখিয়াছিল, তথায় গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। তথায় থাকিয়া সে এক একবার উর্দ্ধদৃষ্টি করে, এবং এক একবার সম্মানদিগকে দেখে, তদদর্শনে যুবরাজ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পশুরাজ বুঝি অপত্য বিনাশ হেতু আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতেছে। তদনন্তর দৈতুকের মণ্ডো সিংহ হঠাৎ গাজোথান করিয়া আপনার লাজুল নাড়িতে লাগিল, জিহ্বা বহির্গত করিল, অজস্র অশ্রুবারি নেত্র হইতে বাহির করিল এবং একদৃষ্টে দূরদৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে নৃপ-তনয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মুগেহে যে দিকে রহিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যে, একটা সিংহী সত্ত্বর হইয়া পার্বত-গহ্বরের প্রতি দাবমান হইতেছে।

সিংহীকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া মহমুদ রাজ-তনয়কে সখোপন পূর্বক কহিল, বীরবর! দেখ কি, বিষম প্রমাদ উপস্থিত হইল, শাবকদিগের মাতা ঐ সিংহী আসিতেছে। সকলেই কহিয়া থাকে সম্মানবিরোধে মাতার যত শোকোৎপত্তি হয়, তত পিতার শোক হয় না। বোধ হয় মৃত বৎস দেখিলে সিংহ অপেক্ষা সিংহী সাতিশয় ক্রোদপরবশ হইবে, এবং আমাদিগেরও অনেকে সাধনে বিশেষ যত্ন করিবে। এ কারণ এক্ষণে আমরা এখান হইতে বাহির হইব না, মৃত শাবক লইয়া প্রথমতঃ সিংহী বৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ করুক, কিয়ৎকাল বিলম্বে উহার শোক শাস্তি

হইলে, সিংহ সিংহী উভয়ে যত্ন করিয়া ঐ শাবকদিগকে
স্থানান্তর করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই, আমরা
সেই সুযোগে বাহির হইয়া পলায়ন করত নিজ প্রাণ
রক্ষা করিব।

রাজনন্দন কহিলেন, মহমুদ! বীর্যাহীন পুরুষের
ন্যায় একরূপ অবস্থায় কারাবদ্ধ হইয়া আমি আর
থাকিতে পারি না, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে,
কখনকাল বিশেষে গহ্বরদ্বারের প্রস্তর উন্মোচন করিয়া
আমি বাহির হইব। বাণী ত্যাগ করিয়া যে পর্য্যন্ত
আমরা যুগয়ায় আগমন করিয়াছি, সে পর্য্যন্ত একবারও
আমাদিগকে ক্লেশ পাঠিতে হয় নাই, ছুঃখের মধ্যে
যটিকাদ্বারা যে ছুঃখ পাঠিয়াছি, তাহাও অতি সামান্য
ছুঃখ। পূর্বে আমাদের শরীরে যেক্রপ বল ছিল এখনও
সেইরূপ আছে, তবে এত ভয় করিতেছ কেন?

মহমুদ অনেক সাধ্য সাপনা করিয়া ছুঃসাহসী
প্রভুকে বলিতে লাগিল, রাজনন্দন! আমার কথা শুন,
বিবেচনা না করিয়া কোন সন্দিক্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হই-
লে প্রাণ হারাতিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আপনি সুদীর
এবং সুবিক্ত! যতক্ষণ পন্যন্ত উহারা নিজ শাবকদিগকে
নষ্টয়া স্থানান্তর না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করুন, নতুবা
ভারি প্রসাদ ঘটবে, আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহা-
রও প্রাণ রক্ষা হইবে না। এই উপদেশের তাৎপর্য
সুবরাজ উপলব্ধ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর সিংহী কর্ণোত্তোলন এবং ব্যগ্রভাবে প্রকাশ
করিয়া সত্তর শাবকদিগের নিকটে উপস্থিত হইল,
উপস্থিত হইয়াই স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পদদ্বারা ঐ

বৎসদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইতে ও ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, দেখিল তাহাদের চৈতন্য নাই, ইহাতে নিশ্চয় বোধ করিল, তাহারা প্রাণে হত হইয়াছে। তখন তাহারও শোক ও ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না, সে ভয়ঙ্কর মুক্তি ধারণ করিয়া ঘোরতর আত্মনাদ এবং চীৎকার শব্দ পূর্বক গিরি-সম্মিহিত প্রকাণ্ড বটরুক্ষের দক্ষিণে খণ্ড করিতে লাগিল। সিংহ সিংহী উভয়ে মিলিত হইয়া উচ্চনাদ করিলে, রাজপুত্র তাৎক্ষণিক করিয়া কম্পিতকলবর হইলেন। কিন্তু কিদূরাল ভীত হইলেন না, বরং সিংহীর ভয়ঙ্কর মুক্তি অবলোকন করিয়া তিনি অস্পন্দ হস্যা করিতে লাগিলেন। সিংহী একবার দৌড়াইয়া বৃক্ষের দ্বক চিঁড়িয়া ফেল, একবার গহ্বরদ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দ্বাবস্থিত প্রস্তরোপরি পদাঘাত করে। কিন্তু কোন প্রকারে প্রস্তর উদ্ঘাটন করিতে পারিল না, সুতরাং তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অনল-শিখার ন্যায় তাহার দুই চক্ষু প্রদলিত হইতে লাগিল, এবং দক্ষিণে চিঁড়িমিড়ি করিয়া সে শত্রুদিগের প্রাণ বধ কল্পে স্পষ্ট প্রকাশ করিল।

কেশরিনী যখন এইরূপ ক্রোধান্ধায় প্রকাশ করিয়া উদ্ভাতভাবে শত্রু নিপাতনের চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার স্বামী সিংহবর পূর্বকৃত নাশ প্রয়াস এবং পরিশ্রম দ্বারা অতীব ক্লান্ত হইয়া শাবকদিগের সঙ্গিতে শয়ন করিয়াছিল। তাহার সম্মুখ পদ দুটি মৃত বৎসদিগের উপরে এবং নন্তকটি ভূমিতল-নধ্যে অবনত হইয়াছিল, শৌকে দর দর অশ্রুধারা

তাহার নয়ন যুগল হইতে বৃহির্গত হইতেছিল, এবং কাতর শব্দে ক্রমাগত সে অশ্রু ক্রন্দনও করিতে ছিল। সিংহী নানাবিধ যত্ন করিয়াও অপতাহস্তা-দিগকে কিছুমাত্র প্রতিকূল দিতে পারিল না, সুতরাং ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া নিজভর্তা সিংহের নিকটে গমন করিল। তথায় গমন করিয়া পুনর্বার ঐ মৃত শাবকদিগকে এপাশ ওপাশ ফিরাইতে ঘুরাইতে লাগিল। পাবে একটাকে মুখে লইয়া নিবিড়ারণে পুত্র প্রস্থান করিল। পত্নীকে একটা মৃতবৎস মুখে এওত পলায়ন করিতে দেখিয়া, পশুরাজ গাত্রোখান করত সেইরূপে অন্যটাকে গ্রহণ করিল, এবং অবিলম্বে নিজ প্রেয়সীর পশ্চাদত্তী হইয়া গেল গহনকাননে প্রবেশপর হইল। অনেকক্ষণ বিলম্বে যুবরাজ মজ-হিদ গহ্বর হইতে অতিদ্রবে তাহাদের চীৎকার শব্দ শুনিলেন, ইহাতে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সংহ ও সিংহী, আপনাদের ত্রাবৎ চেষ্ঠা বিফল হইল দেখিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, এইবেলা আমাদিগের প্রস্থান করা কর্তব্য।

যুবরাজ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমনতরময়ে তদনুচর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজনন্দন! ভাবিতেছ কি, এখনও আমরা বিপদ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইনাই। এই জঙ্ঘদিগের প্রাকৃতিক বৃদ্ধি বড়ই প্রবল, ইহাদিগের স্মরণশক্তি সহসা বিলুপ্ত হইবার নহে, অপতাহস্তারা যে পক্ষতগহ্বরে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা তাহারা উত্তমরূপ জানে। আমাদিগকে প্রতিকূল না দিয়া তাহারা যে এ স্থানের চতুঃ-

সীমা পরিত্যাগ করিবে, ইহা আপনি ক্ষণমাত্র মনেও করিবেন না, সতর্কতা তাহাদিগের একটি প্রধান গুণ, এই গুণ থাকিতে তাহাদিগকে কোনপ্রকারে প্রভাবিত করিবার যো নাই। অতএব বোধ করি আগরা কোনমতে সিংহদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিব না।

মজাহিদ।—সখে! যাহা কহিতেছ, সে তা বটে, কিন্তু সিংহ সিংহী আমাদিগের নিকট হইতে যে বহুদূরে আছে ইহা কি তুমি তাহার চীৎকার শব্দদ্বারা উপলব্ধি করিতে পার না?

মহমুদ।—প্রভো! দূরে থাকিলে কি হইবে, পার্শ্বতঃ গজ্বর পরিত্যাগ করিয়া আমরা বহির্গত হইলেই সিংহ সিংহী হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে যে আক্রমণ করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঐ জন্তুদিগের স্বভাব আমি অনেক দেখিয়াছি, উহারা বড়ই ধূর্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ শীকারি লোকদিগের দ্বারা তাহাদের অপত্য নিহত হইলে, অনেক শোকের পর তাহারা প্রথমতঃ ঐ নরমদিগকে কোন গুল্ম বা ঘাসের বনে রাখে, পরে রাণীকৃত শুক পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের মৃত কলেবর আচ্ছাদিত করে। এই সকল কর্ম সমাপ্ত করিয়া শত্রু-নিপাতন हेতু তাহারা গোপন ভাবে চারি দিক দেখিতে থাকে। অতএব যুবরাজ ঐ জন্তুগণ আমাদিগের প্রতীক্ষায় আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই, এখন পলায়ন করা সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য হইবে।

মজাহিদ।—সোম্য! নিতান্ত মরিবার ইচ্ছা থাকে তো সিংহ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করুক, তীব্র নাই তাহাতে ভয় কি, আমাদিগের হস্তে তো এক

একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি আছে, এই অস্ত্রদ্বারা আম-
বা তাহাদিগের মস্তক ছিন্ন করিব। নতুবা শত্রু-ভয়ে
কতকাল তুমি এই পৰ্ব্বতগহ্বরে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে।
মিরারত মাঠ আলোকময় স্থান, তথায় অস্ত্রসঞ্চাল-
নের উত্তম উপায় আছে, কি দুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই,
এহাতে আমরা সিংহের সজ্জিত যুদ্ধ করিয়া যে জয়ী
হইব, তাহার একটা ভাবনা কি। যে অন্ধকারময় গিরি-
এহাতে আপন শরীর পর্যাস্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, তথায়
কি আবক্ষণমাত্র বাস করা উচিত। অতএব বন্ধো!
আমার কথা শুন, সাহসী হইয়া এখান হইতে বাহির
হও, বুধা আপত্তিদ্বারা আর কালবিলম্ব করিও না।

নহমুদ।—পরশীনাথ! আমি তব আজ্ঞা শিবোপার্গ্য
করিলাম, বাহিরে যাই বা গিরিগুহাতে থাকি, যদি
দৈত্য স্থানেই সমান বিপদ হয়, তবে আপনকার
অভিপ্রায়ানুসারে যে বিষয়ে স্থান বিপদের সম্ভাবনা
হইল তাহাই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। এক্ষণে
ব্রহ্মদেয় অদৃশ্য হইয়াছে, আমরা বায়ুবেগে গমন
করিয়া পলায়ন করিলে, বোধ হয়, তাহারা কিছুই
করিতে পারিবে না, তাহাদের সকল আকিঞ্চন বুধা
হইবে, এবং চাতুর্যেরও কোন ফল দর্শিবে না। ভাল,
জিজ্ঞাসা করি, আপনকার বিবেচনায় আমাদের কোন্
পথে যাওয়া বিধেয়?

মজাহিদ।—মুহম্মদ! পৰ্ব্বতের সকল পথই গড়া-
নিয়া দেখিতেছি, সহজে গমন করা যায় এমন একটি
পথও আমি জানি না। যদিও থাকে, তাহা হই-
লেই বা আমাদের মজল সম্ভাবনা কি? তুমি এখনই

আমাকে বলিলে সিংহজাতি স্বভাবতঃ সাতিশয় সতর্ক, অতএব আমাদের মূখ্য কুপথের বিবেচনা করা মিথ্যা। আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া যাইন; কেন, সকল পথেই আমাদের অদৃষ্টে একইরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর রাজকুমার বিশ্বস্ত অস্ত্র-বাহকের সাহায্য লইয়া গিরিগুহার দ্বারস্থিত প্রস্তর উদ্ঘাটন করিলেন, পরে অগ্রে আপনি পশ্চাতে অস্ত্রবাহক দুই জনেই কষ্টকল্পে বাহির হইয়া দ্রুত-তরবেগে চলিলেন। সিংহ সিংহীর কাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাদের উচ্চরবও শুনিতে পাইলেন না। উদারস্ভাব নৃপমুত কিয়দূর গমন করিয়া যে বৃক্ষে তাঁহার বন্ধু মসাদ উদ আরোহণ করিয়াছিল, তথায় উপনীত হইলেন, এবং বারম্বার তাহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, বন্ধু বটবৃক্ষের শাখার উপর নাই, বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা জানিয়া তিনি অগ্রেই পলায়ন করিয়াছেন।

অনন্তর মজাহিদ সহাস্যবদনে অনুচর অস্ত্রবাহককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বন্ধো! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর হইয়া চল, মসাদ আমাদের অপেক্ষা না করিয়া একাকীই অগ্রে পলাইয়াছে। যদি সিংহ-দম্পতি তাহার পথাবরোধ করিয়া অপত্য বিনাশ করা তাহাকে প্রতিফল দিয়া থাকে, তবে কি সর্বনাশ করিয়াছে, বন্ধু একাকী তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কখনই সন্মত হয় নাই। কি পরিতাপ! আগর

সাবক নাপথ যথার্থ অপরাধী, কিন্তু তিনি নিরপরাধী হইয়া দণ্ডভোগ করিলেন, তাহাকে বধ করিতে পারিলে আমাদিগের শত্রু হইত। পশুরাক অবশ্যই বধিত হইবে । কিন্তু যদি তিনি নির্বিঘ্নে পলাইয়া গিয়া কেন, তবে আমরাও অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিব । কিছুমান ভয়ের বিষয় নাই । এখন নিষ্কোব করা করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস ।

মহম্মদ ।—ভূপালতনয়! আপনি মসাইদের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন ? সে নিরুদ্ধেগে পলায়ন করিয়াছে । সিংহ এখন লক্ষ লক্ষ দিয়া গিরিগুহা-মধ্যে প্রস্থবোধপরি পদাশ্রিত করিতেছিল, তখন আমি চক্ষু তাহাকে বধ হইতে অবরোধন করিতে দেখি-ছি । আপনি মসাইদের চরিত্র বড় একটা জানেন । সে ব্যক্তি বড়ই চতুর, তাহার ন্যায় চতুর মনুষ্য কোথাও আমি দেখি নাই, যে স্থানে বিপদের সম্ভাবনা নাকালারপি সে স্থান হইতে সে বড় দূরে থাকে ।

মজাতিদ ।—তবে বন্ধো ! মসাইদকে যদি তুমি চতুর বল, তাহা হইলে মনুষ্য জাতির বুদ্ধি এবং মনুষ্যশক্তি অপেক্ষা সিংহ জাতির বুদ্ধি এবং চাতুর্য্য কিছু তো প্রবল হইল না । আপনার কথায় আপনি প্রতীত হইলে, তোমার পুৰুষসিদ্ধান্ত সকলই রুখা হইল ।

মহম্মদ ।—প্রভো ! বিপদের অগ্রে পলায়ন করিয়া মসাইদ কেবল চতুরের কর্ম্ম করে নাই, আপদকালে জানী এবং সন্ধিবেচক লোকদিগের যাহা করা কর্তব্য সে তাহাই করিয়াছে ।

মজাহিদ।—মিত্র ! তোমার কথার ভাবে আমার বোধ হইতেছে, বিপদের অগ্রে পলায়ন না করিয়, আমি বুদ্ধিমানের কৰ্ম্য করি নাই। বুঝিলাম বাক্য কোশলে আজি তুমি আমাকে নির্কোষ কহিতেছ, কারণ যে কৰ্ম্যে বিবশ বিপদের সম্ভাবনা, সেই কৰ্ম্য নিষ্পাদনে আমি অগ্রে প্রবৃত্ত হই।

মহমুদ।—রাজনন্দন ! অনুগত দাস আপন প্রভুকে কখন কি নির্কোষ বলিতে পারে ? দুঃসাপ্য সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তেজীয়া লোকদিগের পক্ষে দোষ নয় বল বীৰ্য সাহসের নিমিত্ত ভ্রমণে আপনি এক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া গণ্য। জ্ঞানী লোকেরা সাহসে কৰ্ম্যে সহসা প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। বীৰ্যবান সাহসী লোকদিগের বিবেচনায় যে কৰ্ম্য অতি মর্যাদা সূচক, জ্ঞানভিমानी পণ্ডিতদিগের মতে তাহা অতি ভুস্ক বলিয়া গণ্য।

মজাহিদ।—তবে মহমুদ ! তোমার অভিপ্রায়ে আমরা এক প্রকার সাহসী মূৰ্খ। যাহা হউক এখন সিংহের মস্তক ছিন্ন করিয়া নিজ মস্তক রক্ষা করি। আমাদের কর্তব্য বিধি হইয়াছে। তোমার জ্ঞানভিমानी পণ্ডিতেরা সচ্চরিত্রের অনুরোধে নিজ নিজ মস্তক সিংহের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মরুক।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহমুদ সন্মিতবদনে রাজনন্দনকে বহু নমস্কার করিল, আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না, মৌন ভাবে থাকিয়া সে রাজকুমারের কথাতে নিজ সম্মতি প্রদান করিল।

অনন্তর মজাহিদ প্রিয়ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া

স্বাস্থ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গিরিস্থিত পথ
 একে অতি সঙ্কীর্ণস্থান, তাহাতে আবার তন্মধ্যস্থ
 প্রস্তর সকল উচু নীচু ছিল। দুইতরায় দুই ব্যক্তি পাশা-
 পাশি একেবারে তাহা দিয়া গমন করিতে পারিলেন
 না। উভয়ে প্রাণপণ যত্নে অনবরত গমন করিতে
 সম্প্র ক্ষণের মধ্যে গিরিবন্থের কঠিন স্থান সকল
 ভাঙাইয়া গেলেন। তখন পয়াস্ত্র ভয়ঙ্কর শব্দ সিন্ধু
 সিংহী আসিয়া তাঁহাদের গত্যবরোধ করিল না।
 প্রাণ রক্ষা হইল, সিংহের করাল কবল হইতে
 আমরা মুক্তি প্রাপ্ত হইলাম, রাজনন্দন আহ্লাদিত
 হইয়া মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছে, এমত
 সময়ে তাঁহার পশ্চাদ্ভর্তী মহম্মদ উদ্দেশ্যে চীৎকার
 করিয়া উঠিল। যুবরাজ চকিত হইয়া পশ্চাদ্ভিকে
 দৃষ্টপাত করিলেন, অবিলম্বেই চীৎকারের তাৎপর্য
 বুঝিয়া উত্তমরূপে উপলব্ধ হইল। তিনি দেখিলেন,
 এই সিংহী কেশর এবং কর্ণ উন্নত করিয়া সমীরণ-
 বাদ্য পঞ্চতপস্বী দিয়া গমন করিতেছে, তাহাদের
 ক্ষুদ্র প্রছলিত অনলের ন্যায় দীপ্তমান, এবং দারুণ
 কোপের আর আর সকল চিহ্নই প্রকাশ পাইতেছিল।
 তাহা শুনে রাজকুমার অভ্যস্তাচন্ডে বিবেচনা করিতে
 লাগিলেন, ঘোর সঙ্কটে পড়িলাম, এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ
 পথে আমরা ছরস্ত্র শত্রুর সহিত কিরূপে লড়াই করিব,
 এবার বুঝি প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ঘোরতর বিপদকালে অবসর না হইয়া সাহসী হওয়া
 এক প্রকার বীরের লক্ষণ। এই বিবেচনা করিয়া যুব-
 রাজ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রিয় অনুচরকে

পশ্চাতে রাখিয়া রূপাণ হস্তে আপনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আর একদৃষ্টে সিংহদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কতক্ষণে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে ইহাই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিংহ, সিংহ অপেক্ষা অনেক হস্ত অগ্রবর্তী ছিল, রাজকুমার দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া তাহার দণ্ডের আর পানী নীনা রহিল না। আসিতে২ হঠাৎ সে দণ্ডাই ব্যক্তি বিংশতি হস্ত দূরে আসিয়া নাড়াইল, আর গুনারিয়া নিজ উদর ভূমিতলে স্থাপন করত আপন অঙ্গ কুলাইতে লাগিল। তরুত পশুরাজ এই ভাৱে তিন চারি হস্ত যাইয়া শেষে লম্ব প্রদান করিল। এবং নির্মম্বের মধ্যে বিছাতের ন্যায় একেবারে রাজতনয়ে সম্মুখবর্তী হইল।

মজাহিদ তাহার সঙ্কিত সংগ্রাম করিতে প্রৱ্ত্ত ছিলেন, অতএব কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না, যুগেন্দ্ররাজ অঙ্গ আশ্ফালন পূর্ব্বক তাঁহার উপর লম্ব প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিন ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আগপনে অঙ্গ সঞ্চালন কারতে লাগিলেন। সিংহের গর্জন এবং তাঁহার ছুঁকারে যেন বজ্রাঘাতে শব্দ হইতে লাগিল। সিংহ সম্মুখ-পদদ্বয় উত্তোলন করত ভীষণ-দর্শনে তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই উপক্রমে যুবরাজ একদিকে লম্ব প্রদান করিয়া একেবারে তাহার বদনমণ্ডলে অঙ্গ প্রহার করিলেন। মজাহিদেব তীক্ষ্ণ তরবারি প্রায় ব্যর্থ হয় না, পূর্ব্ব উহার দ্বারা কতবার কত বন্য হস্তী এবং মহিয় সকল যেরূপ নহত হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ হইল। রাজ-

সুয়ার একাঘাটে সিংহের চিত্রক কাটিয়া তাহার গল-
দেশ পর্য্যন্ত ঐ অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে
ক্ষাণ্টিক বেদনা পাইয়া সিংহ মুহূর্ত্তেকও স্থিরভাবে
প্রাণায়মান থাকিতে পারিল না, কদলী-বৃক্ষের ন্যায় সে
একেবারে ভূমিতলে পড়িয়া ক্ষণকাল আচ্ছাদ কাছাড়
করিয়া পঞ্চদ প্রাপ্ত হইল।

সিংহী নিজ-ভ্রাতা গাশুরাজের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া
চাখে উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ উচ্চনাদ ঘন ঘন বিস্তার
করিতে লাগিল। নিমেষমাত্র বিলম্ব করিল না, রাজনন্দন
সানন্দান হইতেই সে একেবারে সমীরণ-বেগে গমন
করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নথরামাত করিল এবং তাঁহার
ত্রৈচর্ম্ম খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দশনে তাঁহার গলদেশ ধরি-
বার উপক্রম করিতে লাগিল। ইতাবসরে মজাহিদ
শত্রুভাবে একহস্ত প্রসারিত করিয়া সিংহীর গলদেশ
কাপটিয়া ধবিলেন, এবং অন্য হস্তদ্বারা প্রাণপণে তা-
হার কণ্ঠদেশে টিপনি দিতে লাগিলেন। ইহাতে সিংহী
ক্ষাণ্টিক আঁরও কুপিতা হইয়া নথরে রাজনন্দনের
কক্ষ বিদ্ধ করিল। পারাবাহিক শোণিত তাঁহার ক্ষত-
স্থান দিয়া পতিত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি সিং-
হীর কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া দিলেন না। সে তাঁহাকে যত
দ্রুত দেয় তত তিনি তাহার কণ্ঠদেশে টিপনি দিতে
শুরুকেন। এইরূপ করিতেই শেষে উভয়েই প্রাণ নষ্ট
হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

মহম্মদ নিজ প্রভুকে বিষম সঙ্কটে পতিত দেখিয়া
উই কাতর হইল, ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, সে একে-
বারে সত্ত্বর হইয়া সিংহীর পৃষ্ঠদেশে আপনার সুতীক্ষ্ণ

তরবারিখান বারবার আঘাত করিতে লাগিল। এই আঘাতে সিংহী সাতিশয় যাতনা পাইয়া রাজকুমারকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহম্মদকে ধরিতে গেল। কিন্তু অস্ট্রাঘাতে তাহার মেরুদণ্ড এমনি আহত হইয়াছিল যে, কোন মতেই ঐ দুর্ব্বল জন্তু লক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না, সুতরাং ভূমিতে পড়িয়া ঘোরতর অর্ন্তনাদ এবং কোপের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। ইত্যাবসরে অস্ত্রবাহক বীরবর কেশরিণী মস্তকোপরি পুনর্বার নিদারুণ অস্ট্রাঘাত করিল। তাহাতে তাহার মাথার খুলিটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং ক্ষণমাত্রে ঐ দুর্ব্বল পশু পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল। রাজকুমার চিত্রপুত্রলিকাব নায় দণ্ডায়মান হইয়া পরম শত্রুর এই সকল দুর্ব্বলতা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ধারাবাহিক রুধির তাঁহার ক্ষত-স্থান হইতে বহির্গত হইতেছিল। তদদর্শনে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ভী হইয়া মনেঃ বিবেচনা করিল, যুবরাজের যে অবস্থা দেখিতেছি, কিয়ৎকাল এইরূপে থাকিলেই যাতনায় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে তাহাব কোন সন্দেহ নাই।

ভূত্যা অস্ত্রবাহক বনম ক্ষুদ্রঃ অনেক গাছ গাছড়া বিশেষঃ গুল জানিত, রাজকুমারের সঙ্কটাবস্থা অলোকন করিয়া সে সমুদ্র পর্ব্বতের এক পার্শ্ব হইতে কতকগুলি ফাড়া সংগ্রহ করিল, এবং প্রস্তুত হইয়া তাহার মূল পত্র সকল নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রক্ত যুবরাজের ক্ষতস্থানে প্রলেপিত করিল। ঐশ্বরসূচক উদ্ভিজ্জগণের কি আশ্চর্য্য গুণ! রস প্রয়োগ করিয়া ত্রেই রক্তস্রাব স্থগিত হইল, জ্বালাও অনেক স্থান হইতে

পড়িল, যুবরাজ মৃতদেহে ঘেঁষে জীবন প্রাপ্ত হইলেন।
 এখন তাঁহার শরীরে কিছু বলাধান হইল, ভবিষ্যতে
 তাঁহার যে প্রাণ রক্ষা হইবে এমন ভরসা তাঁহার অন্তঃ-
 ক্রমে উদয় হইতে লাগিল। ইহাতে মজাহিদ প্রাণ-
 প্রায় নিজ ভৃত্যকে সংযোজন করিয়া কহিলেন, আশীষ-
 বাদ! আমি সবল হইয়াছি, এখন চল আমরা পার্শ্বতের
 অপোভাগে অবতরণ করি। মহমুদ ভাবিল, প্রভুর
 শরীর হইতে অনেক রক্ত বাহির হইয়াছে, পরিশ্রম
 করিলে এখনই রাজকুমার মৃচ্ছাপন্ন হইবেন, অতএব
 তাঁহার কথাতে সন্মত হইল না। সে ব্যস্ত সমস্ত
 চীয়া মৃতসিংহীর গাত্র-চর্ম্মখান উন্মোচন করিল এবং
 সেই চর্ম্মে ক্ষণকাল রাজকুমারকে শয়ন করাইয়া শুশ্রূষা
 করিল। অনন্তর যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজস্ফে বহন
 করত আস্তে-পার্শ্বতের অপোভাগে নামিল।

মহমুদ প্রভুকে স্ফে করিয়া কিয়দূর গমন করিলে,
 মজাহিদ কহিলেন, সখে! আমার বড়ই ক্লেশ হইয়াছে,
 আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছি না, তুমি বট
 গাছ-ছায়াতে সিংহচর্ম্ম বিস্তারিত করিয়া দেহ, আমি
 তাহাতে শয়ন করি। প্রভুর আজ্ঞায় মহমুদ চর্ম্ম
 বিস্তারিত করিলে, যুবরাজ তাহাতে শয়ন করিলেন।
 অল্পক্ষণের মধ্যে সুশীতল সমীরণ দ্বারা তাঁহার নিদ্রা-
 কর্ণ হইল। ভৃত্য নিজ প্রভুকে নিদ্রিত দেখিয়া
 মনে মনে বিবেচনা করিল, রাজপুত্র বড়ই ক্লান্ত হইয়া-
 ছেন, কোন মতেই চলিতে পারিবেন না। স্ফে যদি
 বহন করিয়া লই, তথাপি তাঁহার বড় ক্লেশ হইবে,
 অতএব আরও সজী লোকদিগের অব্বেষণ করা আমার

কর্তব্য কর্ম হইয়াছে। ‘কিন্তু এ নিদ্রিত এবং পীড়িত
 তাবস্থায় একাকী ইহাঁকে ফেলিয়া যাওয়া বিহিত হই
 না, পাছে আবার কোন বিষম বিপত্তি ঘটে। ভৃত
 কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই ক
 তর হইল, অজ্ঞত অশ্রুবারি তাহার নয়নযুগলে পতি
 ত হইতে লাগিল। তখন বিপত্তিকালে পরমেশ্ব
 যে অসহায়দিগের সহায় হন, এই চিন্তা তাহার অন্তঃ
 করণে উদ্দীপ্ত হইলে, সে এইরূপ প্রার্থনা করিতে
 লাগিল, “হে পরমায়ন! হে জগৎপতে! তুমি এ
 নিবিড়ারণে আমার নিরাশ্রয় প্রভু আশ্রয় হই
 জীবন রক্ষা কর। মনুষ্যের যে চেষ্ঠা সে সব ব্রথা চেষ্ট
 তোমার আশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা ফণমাত্র জীবন
 ধারণ করিতে পারি না। হে দীননাথ! এ দীনদিগের
 প্রাণ রক্ষার কোন উপায় করিয়া দেহ।”

মহম্মদ একান্তচিন্তে করযোড় পূর্বক পরমেশ্বরের
 আরাধনা করিতেছে, সৃষ্টিকর্তার এমন আশ্চর্য্য মহিমা
 রাজকুমারের সঙ্গী লোকদিগের মধ্যে জনকয়েক ব্যক্তি
 শিকার করিতে ২ হঠাৎ তথায় উপনীত হইল। তাহা
 দিগকে দেখিয়া মহম্মদের আহ্লাদের আর পরিসীম
 রহিল না, সে পরমেশ্বরকে কতই পন্যবাদ করিল, পরে
 রাজকুমারের অশ্রুত বার্তা তাহাদিগকে জানাইল
 ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে যুবরাজের প্রতারক বন্ধু
 মহা পাপিষ্ঠ মসাদউদও ছিল, ছুরাঙ্গা মজাহিদকে ব্রহ্ম-
 তলে সঙ্কটাবস্থায় উত্তানশায়ী দেখিয়া বড়ই আহ্লা-
 দিত হইল, আর মনে করিল এত দিনে আমি পিতৃহ-
 তার প্রতিকল দিতে পারিলাম। যেমন কর্ম তেমন

ফল। যুবরাজ নিরপরাধে আমার পিতাকে যেমন প্রাণে নিহত করিয়াছেন, এখন আপনিও তেমনি প্রাণে হত হউন। কিন্তু ঐ কপটীর এমন কপটতাব্যবস্থা, অনুচরদিগের মধ্যো কেহই তাহার মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না, বরং তাহার কপট ব্যাকুলতা সন্দর্শন করিয়া তাহারা মনেই বিবেচনা করিল। এ ব্যক্তি যুবরাজের দুঃখে যথার্থ দুঃখিত হইয়াছে।

কতকক্ষণের পর মজাহিদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি চক্ষুন্মীলন করিয়া প্রথমেই মসাইউদকে দেখিতে পাইলেন, এবং পরিচাস করিয়া কহিলেন, মসাইউদ! তুমি কি বুদ্ধিমান, তোমার মত আমার বুদ্ধি থাকিলে আমি রক্ষারোহণ করিতাম। বোপ হয় তাহা হইলে এ যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করিতে হইত না।

মসাইউদ প্রত্যুত্তর করিল, রাজনন্দন! আহা! আপনকার বড়ই ক্লেশ হইয়াছে, আপনকার দুঃখে আমার কলেই দুঃখিত হইয়াছি।—মজাহিদ কহিলেন তা'নটে, যথার্থ যদি তোমরা আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাক, তবে তোমাদের নাস নির্যোপ তো আর ভুগিতে নাই। দুঃসাপা সাপনে প্ররত্ত হইলে মনুষ্যের এইরূপ দুর্দশা হয়। এখন ভাগ্যে পলায়ন করিয়া আপনি যে প্রাণ পাইয়াছ, ইহাতেই আপনাকে সুখী বোপ কর, আর মোখিক দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া আমাকে মনুষ্ট করিও না। রে ভীক! সিংহ শীকারে প্ররত্ত হইলেই, মনুষ্যের এরূপ যন্ত্রণা হয়, নখরাঘাতের ক্ষত আমার শরীরে বহুদিন থাকিবে না, শীঘ্র তাহার উপশম হইবে।

মসআউদ অপ্রতিভ হইয়া আর কোন বাগ্‌বিত্ততা করিল না। এদিকে অন্যান্য অনুচরগণ একথানা চতুর্দোলা প্রস্তুত করিয়া রাজকুমারকে তত্পরি শয়ন করাইল, পরে চারি জনে তাহা বহন করিয়া ধীরে-২ রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহম্মদ দোলা ধরিয়া রাজকুমারের সঙ্গে চলিল, সে অনবরত যুবরাজকে পাখা বাজন করে, এবং যখন যাহা প্রয়োজন হয়, স্নেহ পূর্বক তখনই তাহা তাঁহাকে প্রদান করে, এইরূপে রাজকুমার কেবল মহম্মদের সম্পূর্ণ যত্নে পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দেশ স্তব্ধ তাবল্লোকেই হাহাকার করিতে লাগিল। কয়েক সপ্তাহ তিনি শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না, ক্ষতজনিত প্রবল জ্বরের তাপে বিস্তর কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা অধিবাজ নহম্মদ-শাহ মহাশয় দেশ-দেশান্তর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। উত্তম ঔষধ, স্নানপান, এবং যথাবিহিত সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তিনি ক্রমে-২ আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ববৎ সফলশরীর হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাণ বিনাশ হেতু যুবরাজের মনোভীষ্ট পূর্ণ করণ
 বিষয়ে মসআউদ এবং তাঁহার ভগিনীর কথোপকথন।
 --বিবাদ-বিষয়ে বিশ্বস্ত রাজভৃত্য মহম্মদের আশঙ্কা।
 --প্রেমগীর সহিত যুবরাজের ঐ সম্মেলন-বিষয়ক কথো-
 পকথন। --যুবরাজের পিতা মহম্মদ-শাহ মৃত্যু। --যুব-
 রাজের রাজ্য প্রাপ্তি ও রাজকোষ অপচয়। --অসু-
 বাসক মহম্মদ কর্তৃক অভিনব রাজার প্রণবধকল্পনা
 শরণ। --রাজা এবং রাজভৃত্যের কথোপকথন। --
 দুই প্রণয়িনীর গৃহে রাজার নিশি যাপন ও ভয়ানক
 দুর্ঘটনা। --বিশ্বস্ত ভৃত্য-কর্তৃক রাজার প্রাণ রক্ষা। --
 মসআউদের প্রাণ বিনাশ। --কপট-প্রেমী কানিনীর
 গৃহে দ্বিতীয়বার ভূপালের নিশি যাপন এবং তৎ
 কর্তৃক তাঁহার মৃত্যু।

কয়েক দিনের পর মজাহিদ সিংহকৃত ক্ষতজপীড়।
 হাতে মুক্ত হইয়া, পুনর্বার প্রাণপ্রিয়া মসআউদের
 গীর নিকট গোপন-বিবাহের প্রার্থনা করিলেন।
 তাহাতে সেই ধৃষ্টা যুবতী মনেঃ বিবেচনা করিল,
 জন্মদন অদীর হইয়াছেন, ওজর আপত্তি আর
 নাইবে না, স্তোক দিয়া যুবনাগকে কত দিন রাখা
 কাটবে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব বলিয়া আমি কতবার
 তাঁহার মনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছি, এখন কি বলি-
 নাই বা নিরস্ত করি। যদি কোন প্রকারে আমার প্রতি
 তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে এত দিন যে কপ্পনা
 করিতেছিলাম সে সকলই বৃথা হইবে, পিতৃহত্যার
 প্রতিফল দিতে পারিব না। এখন কি করি, বাহাতে

এ বিষয়ের শীঘ্রই নিষ্পত্তি হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই আমার বিদেয় হইয়াছে। রাজকুমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে আমায় দোষী করিতে না পারেন, কিন্তু এমন সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু কি পরিতাপ, বিশেষ মনোগত অতিপ্রায় সাধন করিবার নিমিত্ত আমি যে রাজকুমারের প্রতি কপটপ্রীতি করিতেছি, প্রতিবাসী কামিনীকুল তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহার নানা ছলের নানা কথা কহে, তদ্বারা নিঃসলস্ক চরিত্র আমার সকলঙ্গ হইতেছে। বাস্তবিক তো কিছুই নয়, পরমেশ্বর অন্তর্যামী, তাহার নিকট কি আবহিত আছে। মৌখিক সম্ভাষণ ব্যতিরেকে যদি আমি যুবরাজের সহিত কোন অটবদ সংস্রব করিতাম তবেই পাপস্পর্শের সম্ভাবনা হইত, নতুবা জনসমাজের মিথ্যা নিন্দাতে ভয় কি? সে যাহা হউক এখন কি করা কর্তব্য। জগতের মধ্যে পিতা মাতা পরম গুরু বলিয়া মানা, স্নেহ-বিষয়ে তুলনা করিতে হইলে এ সংসারের কোন আত্মীয় তাঁহাদের সমতুল্য নহেন। শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে পণ্ডিতেরা কহে—জনক জননীর ঋণ নাকি কখনই পরিশোধ হয় না। অতএব এতাদৃশ স্নেহাস্পদ পিতাকে আমার যে ব্যক্তি নিহত করিয়াছে, যৎ-কর্তৃক আমি পিতৃহীনা হইয়া এক্ষণে মনোহুঃখে কালযাপন করিতেছি, তাহার জন্য আমি সম্মুখ হারাইয়া আমি এই প্রকার কুলকলঙ্কিনী হইয়াছি, যে ব্যক্তি আমার প্রিয়তম ভোগলোকভোগকে শমনসদনে পাঠাইল, যে কোন প্রকারে হউক আমি তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিয়া বিশেষ প্রতিফল দি।

অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। ঐ ধূর্তা কামিনী মনেই এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

রাজভৃত্য মবারক বর্তমান থাকিতে ঐ সুন্দরীর সহিত ভোগলোকবেগের পরিণয়-সম্বন্ধ হয়। তাহার। দ্বন্দ্বয়ে উভয়ের কপ লাবণ্য দ্বারা বিনোদিত হইয়া পর-পর সান্ত্বিত্য ভাল বাসিত। ভূপালভ্রমর দক্ষিণ-মুখে মহাবল পরাক্রান্ত দুঃসাহসী বীর বলিয়া সুবিখ্যাত হইলেও, ঐ ভোগলোকবেগ জানিয়া শুনিয়া শুদ্ধ সেই কামিনীর অনুরোধে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপ-সব প্রাণ সমাস্ত নষ্ট করিল। প্রতিজ্ঞা সাধনে তৎ-কাল নাগী মজাহিদের অসন্তোষ জন্মাইবার ভয়ে প্রিয়-স্বামক বিরহে বাহ্যে শোক বা মনোদুঃখ প্রকাশ করে-ই বাটে, কিন্তু তদ্বারা সে যে মর্মান্তিক বেদনা পাইয়া-ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। যুবরাজ-কর্তৃক তাহা এবং প্রিয়তম উভয়ে প্রাণে হত হইয়াছেন, এই কথা মনে হইলেই তাহার সর্ব শরীর বিদ্বৈমানলে-তে হইতে থাকিত। কোন প্রকারে প্রতিফল দিতে-না পারিয়া এক দিন যুবর্তী মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কছিল, ভ্রাতা ভগ্নী উভয়ে আমরা এত চেষ্টা করিয়াও রাজপুত্রকে নষ্ট করিতে পারিলাম না। দুঃ-সাহসী বীরবর বাহুবলী আনাদিগের সকল কম্পনা-প্রণা করিয়া ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিমুক্ত হইতে-ছেন। হা বিধাত! কি করিলে, উহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করলে বুঝি আনাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। শেষে যা হবার তাই হবে, প্রাতবাসিনীদিগের নিকট কলঙ্কিনী হইয়াছি না হইতে আছে, গোপনে বিবাহ

করিয়া রাজকুমারের মর্মান্তিক সাধন করি; তাহা হইলে আমাদিগের প্রতিজ্ঞা সাধন হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রমতে স্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু বলিয়া পূজ্য, তাঁহার প্রতি গর্হিতাচরণ করিলে পবকালে আমাকে নরকগামিনী হইতে হইবে, তাহা কি করিব, যে জনা আমি এই অবিদেয় কন্ড সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সঙ্কল্পিয়া গী পরমেশ্বর তাহ জানেন। লোকের কথায় কণপাত করিলে পিতৃ মাতৃ এবং প্রিয়তম হত্যার পতিফল দিতে পারিব না।

এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া সুচতুরা কামিনী এক-কিনী ঘূহে বাগিয়া রোনন করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার ভাতা মসাইদ তখন উপনীত হইল। উভয়ে সে সময়ে গোত্রোপানপূর্বক অঞ্চলদ্বারা অশ্রুবারি বিমোচন কবিয়া নিজ সাতাদরকে কহিল, ‘ভাতঃ মস উদ! রাজকুমার কি মোহিনীমন্ত্র জানেন, যে বিপদে সকল প্রাণির দল যন্ত্রণা হয়, সে বিপদে তাঁহা-কিছুই হয় না; যে উন্মত্ত কবিবর দ্বারা অসম্মা জীবনষ্ট হইয়াছে, সে কহা তাঁহাদ্বারা প্রাণে নিহত হইল যে পশুপাক সিংহের নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষদিগের শরীর লোমাক্রান্ত হয়, সে সিংহের নামের ত্রিবিদ্ধ হইয়াও মরিলেন না, বরং তাহাদের দম্পতিকে প্রাণে নিহত করিলেন। অতএব সকল আশাই বৃথা হইল, এত ছলনা করিয়াও আমরা পিতৃশত্রু নিপাতন করিতে পারিলাম না।

মসাইদ।—ভগিনি! এহ উৎকণ্ঠিতা হইও না, কালের কুটিল গতি, কখন কি হয় তাহা কে বলিবে

পারে, পরমেশ্বর দুর্ভাগ্য লোকদিগকে কালে শাসন করেন। অতএব কাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারের যে বল বিক্রম দেখিতেছ, তাহার কিছুই থাকিবে না, অবশ্যই তাঁহাকে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে ।

ভগিনী ।—ভ্রাতঃ! বহুকাল তুমি এই কথা কহিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ, কিন্তু কিছুই হইতেছে না । নৃপতনয় রাজবল দ্বারা সর্বত্র মহাবীর বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। জগতের তাবলোকেই অবনত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে, তাঁহার ভয়ে সাদীন রাজারা সতত সশঙ্কচিত্ত থাকেন। তবে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রু কিসে নষ্ট হইবে ।

মসাইদ ।—ভগিনি ! ঐশ্বর্য্যাবলয়ন কর, বিপুল ধন-শালী দিল্লী-নগর কিছু এক দিনে নির্মাণ হয় নাই । নদীর স্রোতে অতুল পার্বত্য সকলও ক্ষয় হইয়া ক্রমে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, কালে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না ।

ভগিনী ।—ভ্রাতঃ! বারি নিঃসরণে প্রস্তুত সকল ক্ষয় হয়, একথা যথার্থ, কিন্তু আমাদিগের বিষয়ে তোমার এ উপদেশ বড় একটা সম্ভব হইতে পারে না । তুমি আপনার কথায় আপনি ঠিকিতেছ, কালে তো সকলই নষ্ট হইবে, তবে পিতৃহন্তাকে প্রতিফল দিবার জন্য এত চেষ্টা পাঠিও ছিলে কেন । এক্ষণে পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ কর, ভবিষ্যতে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া আর বিলম্ব করা উচিত নয় । উহা শুদ্ধ কাপু-রুষের কর্ম্ম । ভাল, শীঘ্রই কিসে শত্রুর প্রতিবিধান হইতে পারে, এমন কোন উপায় কি তুমি উদ্ভাবন করিতে পার না ? ।

মসাইদ ।—সহোদর! আমি তোমাকে কি উপায় বলিয়া দিব, তুমি যুবরাজের পরম প্রেমসী, স্বয়ং কোন উপায় উদ্ভাবন কর, তোমার চেষ্ঠাতে অবশ্যই আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে।

ভগিনী ।—আমি রাজপুত্রের প্রেমসী বটি, আর প্রণয়পাশে তাঁহাকে এক প্রকার বদ্ধও করিয়াছি; একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার তো প্রাণ বিনাশ হইবে না।

মসাইদ ।—ভগিনী! প্রেমের দ্বারা প্রাণের ক্ষুণ্ণি এবং বিনাশ উভয়ই ঘটয়া থাকে। তুমি বুদ্ধিমতী অনায়াসেই বুঝিতে পার, প্রকাশ করিয়া বলিবার বড় একটা প্রয়োজন দেখিতেছি না। রাজকুমার সর্কাস্তঃকরণের সহিত তোমাকে সান্ত্বনয় ভালবাসেন, তুমি যদি তদনুরূপ অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে অশ্রদ্ধা কর, তাহা হইলেই মনের বিষাদে তিনি প্রাণধারণ করিবেন না।

ভগিনী ।—অনাদর, অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছীল্য এই তিন কণারই প্রায় এক ভাব, নায়ক নায়িকাদিগের প্রণয়-বিষয়ে এই তিনই প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। কিন্তু ইহা তে প্রায় সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সকলেই সহ করে, যে কোথায় ইহার জন্য আবাব প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে ?।

মসাইদ ।—ভগিনী! তুমি কুলবালা নিরন্তর গৃহ-মধ্যে অবস্থিতি কর, নায়ক নায়িকাদিগের বিগতানুরাগ জন্য এই ধরণীতলে কত অনিষ্ট ঘটতেছে এবং ঘট্যাছে তাহার কিছুই জান না। প্রাচীন ইতিবৃত্ত

পাঠদ্বারা আমি বিশেষ অবগত আছি, পূর্বকালীয় অনেক বীর শুদ্ধ প্রেয়সী-বিরহ যাতনায় আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। এই ভয়ানক ব্যাপার-হেতু কত শত দেশ রাজবিল্লব-দ্বারা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কতশত নায়ক নায়িকা উদ্বন্ধন এবং গরল-পানে এ দুর্লভ মানবদেহ নষ্ট করিয়াছে, তাহার সন্ধ্যা করা যায় না। অতএব অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছীল্য করিলে রাজপুত্র তোমার বিরহতাপে নিজ বপু নিপাতন করিয়া ইহকাল এবং পরকাল নষ্ট করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! মোখিক আলাপন ব্যতিরেকে যুবরাজের সহিত আমার আর কোন বিশেষ সম্বন্ধ হয় নাই। এখন তাঁহাকে অবজ্ঞা এবং অনাদর করিলে, তিনি যে অনুভব সাংসারিক মুখে জন্মেরমত জলা-কলি দিবেন, কোন মতেই আমার এমন অনুভব হয় না। যুবরাজকে বিশেষ প্রণয়জালে বদ্ধ করিতে হইলে, গোপন বিবাহ দ্বারা তাহার মনোরথ পূর্ণ করা আবশ্যিক। কিন্তু সে কর্ম করিলে তিনি আমার পরমা-বাধা পতি হইবেন, কোন প্রকারে আমি তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারিব না। স্বামীর প্রতি গর্হিতাচার করা লোকতঃ ধর্মতঃ উভয়পক্ষেই বিরুদ্ধ, এ অবিধেয় কর্মে আসক্ত হওয়া স্ত্রীমাত্রেয়ই অনুচিত। অধিক কি! মনোমধ্যে উহা উদ্ভাবন করিলে আমার শরীর-লোমাপ্ত ও চিত্তটেকলা হয়।

মসৌদ। প্রিয়ভগিনী! মজাহিদকে নষ্ট করা আমাদের মুখ্যসঙ্কল্প। স্বামী বলিয়া তুমি এত অধ-

মোর ভয় কেন করিতেছ? সত্য কহিতেছি, পিতৃ-
হত্যার হত দেহ যদি স্বচক্ষে দেখিতে পাই, তবে
ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ
করি। গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আমি কিছুমাত্র পাপের
ভয় করি না।

ভগিনী। তবে তোমারমতে ভূপালতনয়কে বি-
বাহ করিয়া কোশলদ্বারা তাঁহার প্রাণ বধ করা উচিত
হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে লোক-নিন্দা এবং অখ্যাতি
হইলে, বোধ হয় তুমি অসন্তুষ্ট হইবে না।

মসাবুদ। মহোদরে! এতাদৃশ অখ্যাতিকে কিছু
অখ্যাতি বলা যায় না, ইহা তো একপ্রকার শ্লাঘা-
বিষয়। তোমার দ্বারা পিতৃঘাতক প্রাণে হত হইলে
ইহা অপেক্ষা আর মুখ কি, তুমি পিতার সার্থক কন্যা
পরীতর্জে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃকণ পরিশোধ
কন্যাকে যাহা করিতে হয়, তুমি তাহা করিতে পারিলে
লোকসমাজে সান্তিশয় যশস্বিনী হইবে। পিতৃকণ
রূপির লইয়া আছতি প্রদান কর, তাঁহার ধূম স্বর্ণপর্বা
বাউবে। আর তজ্জনিত পরম মুখ্যাতি এ মহীমণ্ড
হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

ভগিনী। জ্ঞাতঃ! তবে আমি বিবাহ করিয়া রাণে
কুমারের মনোরথ সিদ্ধ করিব। তাহার অভিলাষ
সিদ্ধ হইলেই, আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, সত্য
কহিতেছি, আমাদ্বারা অচিরে তিনি রুতাস্তের করাল
গ্রাসে পতিত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।
কিন্তু কেবল ভয়মাত্র এই, যে ব্যক্তিকে আমি সর্কাস্তঃ
করণের সহিত ঘৃণা করি, কিক্রমে তাঁহার ইচ্ছানুবর্তিনী

হইয়া পড়িবৎ মিষ্ট-সম্ভাষণ দ্বারা আশ্বাস আশ্বাদ করিব। চলনা প্রকাশ হইলে কার্যাসিদ্ধি হইবে না। এই উদ্বেগ আমার চিন্তাগরোজে অনুক্ষণ উদ্ভিত হই-
তেছে।

নসাঁউদ। ভগিনি! বোগীলোকেরা রোগ উপশনের কারণ অতি কটু তিক্ত ঔষধও সেবন করে। যুবরাজ আমাদিগের পক্ষে সমুদয় রোগের কারণ স্বরূপ। দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, প্রভৃতি চিত্তের অসুখ সকলই ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার অপ্রিয়কর প্রিয়-বাক্য সম্প্রতি তোমাং তিক্ত ঔষধস্বরূপ বোধ হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে চিত্তের অসুখ আব থাকিবে না, তাবৎ মনোদুঃখ ক্রমে নিবারিত হইবে। প্রিয়ভগিনি! আর একটি কথা বলি শুন, কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হয়। সমুদায় পীড়ার কারণ ঐ যুবরাজ যদি তোমা-
কর্তৃক নিহত হন, তবে তদুৎপন্ন কার্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ঐহিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা তুমি আর কি পুরস্কার চাও।

ভগিনী।—জ্ঞাতঃ! অগ্নিময় পুষ্প দিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করা যেমন কঠিন বিষয় হয়, রাজকুমারের অসহ্য স্নেহবাক্য সহ্য করিয়া নিজ সঙ্কল্প সাধন করা আমার পক্ষে সেইরূপ দুষ্কর।

নসাঁউদ।—সহোদরে! অনলময় পুষ্প দিয়া স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা সাতিশয় দুঃসাদা কর্ম বটে, কিন্তু প্রথমে দুঃখভোগ না করিলে পরে সুখ হয় না। কোন প্রকারে একবার যদি সেই সুখপূর্ণ প্রোষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সুখের আর পরিসীমা থাকে

না। সৰ্ব্ব প্ৰকাৰ সাংসারিক চুঃখ কোথায় বিলুপ্ত হয়, কেহ তাহার চিহ্ন দেখিতে পায় না।

ভগিনী। কথার চলে আমি তোমার মনোগত ভাব সকলই বুঝিতে পারিলাম। এখন যে খেলায় তুমি আমাকে প্ৰবৃত্ত করিতেছ সে লেখায় তুমি কি খেলিবে তাহা বল।

মসৌদ! তুমি সুযোগ কর, আমি স্বহস্তে ছুরিক ধারণ করিয়া যুবরাজের হৃদয় বিদ্ধ করিব। অত্ৰ সঞ্চালন বিষয়ে আমার বিশেষ টেনপুণা আছে, মন্দ মন্দ বায়ু বহন হইলে যত না শক্তি হয় আমি অস্ত্র সঞ্চালন করিলে তত শক্তিও হইবে না। এমনি মারি মারিব, রাজকুমার টেরও পাইবেন না।

এইরূপে ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে বিবাহসঙ্কল্প স্থির করিয়া মজাহিদের প্ৰাণ বদার্থ কুপরামৰ্শ করিল। দুই জন আত্মীয় ব্যক্তিরেকে মসৌদ একুমন্ত্রণা আব কাহাকেও জানায় নাই। এই ব্যক্তিদ্বয় যুবরাজের পৰম শত্ৰু ছিল। তাহার কারণ এই, বিজয় নগরের অধীশ্বর ক্ষম্ভায়েয়, সহিত যখন যুবরাজের যুদ্ধ হয় তখন এই আত্মীয়দ্বয় ভীৰুতা প্ৰকাশ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত হইতে চাহে নাই, রাজকুমার ইহাতে কুপিত হইয়া সৰ্ব্ব সাপাৰণের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে দণ্ড দিয়াছিল।

বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা প্ৰাণ বিনাশ হইবে, রাজ-
তনয় এমন সন্দেহ মনোমধ্যে একদিনের জন্যও
করেন নাই। তিনি ধূৰ্ত্তা নারীৰ চলনা দ্বারা বিমো-
হিত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন, আমি যেমন সুন্দরীকে

অতিশয় ভাল বাসি, সেও আমাকে তদ্রূপ ভাল বাসে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মনোমোহিনী আমার প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই বিবেচনায় তিনি পিতা মাতা কাহাকেও না কহিয়া গোপনরূপে কামিনীর শানি গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুদিন বিলম্বে কেটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মবারক-তনয়ার বাস করিতে দিলেন। প্রেমাস্কৃত যুবরাজ স্নতন বাটীতে বাস করিয়া প্রায় সমস্ত দিন ঐ কামিনীর সহিত হাস্যমোদ দ্বারা কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠপ্রদান মসআউদের ভগিনী এমনি চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি কপট প্রণয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, যে রাজকুমার বিবেচনা করিলেন মনোমোহিনীর চিত্ত সরোজকে আমি হরণ করিয়াছি, অবলা শয়নে স্বপনে আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানে না।

এক দিন যুবরাজের বিশ্বাসভৃত্য মহম্মদ ঐ মনোমোহিনীর সারল্য-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া নিজ প্রভুকে কহিল, “প্রভো! মবারকতনয়ার কপট-প্রেমে বোধ্য হয় আপনি প্রতারিত হইবেন, এই বেলা সাবধান হউন, ও নারী অবিচলিত চিত্তে যে আপনাকে ভালবাসে এমন আমার অনুভব হইতেছে না”। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ঐ রমণী যে তাঁহার প্রাণবপ সঙ্কল্প করিয়াছে, এমন আশঙ্কা একবারও ঐ ভূতোর মনোমধ্যে উদয় হয় নাই।

প্রিয় জনের সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা শুনিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণ বড়ই ক্লান্ত হয়। মহম্মদের মুখে প্রেমসীর

কপট প্রেমের কথা শুনিয়া রাজকুমার বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বিশ্বস্তভৃত্য অস্ত্রবাহকের নিকট নিজ মনোগত ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না; ন করুন, রাজকুমার যে কুপিত হইয়াছেন, ইহা ঐ বুদ্ধিমান মহম্মদ উপলব্ধ করিতে পারিল। সেই পর্যায়ে সে ঐ প্রণয়িনীর প্রণয়-বিষয়ের কোন কথা কহিয়া আর তাঁহাকে অমুখী করিত না। প্রভু যাহাতে কষ্ট ন হন, সমাক্ষ প্রকারে তাহাই করিতে লাগিল। তদ্বারা, পূর্বে রাজকুমারের সহিত তাহার যেকোন সদ্ভাব ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল।

মহা ভয়ঙ্কর বিপদের সময় মহম্মদ নৃপনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাহি, কি সম্প্রতি কি বিপদ সকল কালেই ঐ ভৃত্য অনুচররূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মজাহিদ এই সকল বিবয় শ্রবণ করিয়া মনে বিবেচনা করিলেন, যে কামিনীর রূপ লাভ্যা আনন্দিয়-রাত্রি ভাবনা করি, একদণ্ড যাহাকে না দেখিলে আমাকে চিত্ত চাপলা হয়, সে যে আমাকে কপট প্রেম করে, প্রিয়ভৃত্য এমন কথা আমাকে বলিলেই বা কেন। যাহা হউক মহম্মদ আমার বিশ্বস্তপাত্র, উত্তমরূপ পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয়ে সহসা তাহার কথা অবহেলন করা উচিত নয়। আত্মীয় ভাবে তাহার সকল উপদেশঃ আমার গ্রহণ করা কর্তব্য। এইরূপ সন্দিক্টিতে হইয়া একদিন তিনি নিজ প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সুন্দরি! উদার চরিত্রপ্রযুক্ত কাপট্যভাব কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সন্দ্বিষ্টঃকরণের সহিত

আমাকে ভাল বাসনা ? তোমার প্রেম কি সরল প্রেম
নহে ? তুমি যে আমার বথার্থ ধর্ম্যপত্নী এমন বিবেচনা
করা কি আমার ভুল হইয়াছে ?”

কামিনী বলিল, প্রাণনাথ ! এ কেমন কথা, এমন
পক্ষ তুমি তো আমাকে কখন জিজ্ঞাসা কর নাই,
কিন্তু আমি প্রাণ দিলেও পুরুষ জাতির মন পাওয়া
দুষ্কর। ভাল, কি কারণে তুমি আমাকে এমন কথা
কহিলে !

মজাহিদ :- প্রেমসি ! এই কি আদার প্রণয়ের
চিহ্নর হইল ? আমি যেমন সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তোমাকে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমিও তেমন সংশয়িত-চিত্তে
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতো আমার কথার
চিহ্নর হইল না।

কামিনী :- নাথ ! আমি এক জন রাজানুগ্রহীত
প্রদান অমীরের কন্যা, নিতান্তানুরাগ না হইলে
এ মর্গাদা ত্যাগ করিয়া কখনই আমি তোমাকে
গোপনরূপে বিবাহ করিতাম না। বল তো অপ্রকাশ্য-
রূপে তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া আমি এক প্রকার
সাক্ষ্যমাজে কলঙ্কিনী হইয়াছি। অতএব তুমি যে
আমার স্নেহবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইবে, স্বপ্নেও আমার
এমন বিবেচনা হয় নাই। যাহা হউক তুমি রাজরাজে-
পদ, কত রাজকন্যা তোমার জন্য ঈশ্বর আরাধনা
করিতেছেন, মনে করতো তুমি আমা-অপেক্ষা কত
সুন্দরী পাইবে। কিন্তু কপট প্রণয়িনী বলিয়া আমাকে
অশ্রদ্ধা করিলে আমি জন্মের মত গেলাম, আমার ইহ
পরকাল সকলই নষ্ট হইল। তে রাজকুমার ! বিবে-

চনা কর, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমার অধিকার আছে কি না? তুমি কি দেখিয়া আমার প্রতি সন্দেহ চিত্ত হইলে, আশংসার কর্ম্ম আমি দ্বারা তো একদিনের জন্যেও হয় নাই।

মজাহিদ।—প্রিয়তমে! তোমার সকল কথাই সত্য, আচার ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্দেহ জন্মায়, এমন কর্ম্ম আমি তোমার একদিনের জন্যেও দেখি নাই।

কামিনী।—প্রাণেশ্বর! তবে এরূপ সন্দেহ করা তোমার পক্ষে বিধেয় হয় নাই। বোধ করি আমার কোন শত্রু তোমার সরল-চিত্তে এই বিষয়ক রোপণ করিয়াছে, এখন নিষ্কপট-ভাবে সেই শত্রুর নাম আমার সাক্ষাতে বল। কেমন মহারাজ! এরূপ প্রার্থনা করিতে আমার অধিকার আছে কি না।

মজাহিদ।—পদ্মিনী! তোমার বদনপদ্ম অবলোকন করিলে, মনুষ্যজাতির কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী কীট পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া থাকে। অতএব তোমার প্রতি শত্রুত্ব ভাব প্রকাশ করে, এমন নিদ্রয় মনুষ্য আমি তো এক জনকেও দেখি না। আমি শুদ্ধ রহস্য করিয়া তোমায় এই প্রণয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

কামিনী।—প্রাণবল্লভ! আমি তোমার নিমিত্তে বল তো এক প্রকার সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি। এখন স্বরূপ বিষয়ের বিরূপ ভাব দেখিলে আমার অন্তঃকরণে বড়ই দুঃখ হয়। তুমি আমাকে কপটপ্রণয়িনী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিলে আমি এক দিনের নিমিত্তেও জীবন ধারণ

করিতে পারিব না। কি জানি বিরহ যাতনায় আমাকে কোন দিন আশ্রয়াদি নী হইতে হইবে। দেখ যুবরাজ! যে সূর্য্যের সহবাসে কমল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, সেই সূর্য্যের প্রথর কিরণে কমল শুষ্ক হইয়া যায়। আমি তোমার আদরে আদরিণী হইয়াছি, এবং তোমার অনাদরেই প্রাণত্যাগ করিব। এইরূপ ধোপকখন দ্বারা মজাহিদের দৃঢ় প্রতীতি হইল, যে আবাবক-তনয়া যথার্থই তৎপ্রতি অনুরক্তা হইয়াছে। যবলা কুলবালা তাঁহা বাতীত আর কাহাকেও জানেন না। পূর্বে বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে যে সকল সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহা স্থান পাইল না। চতুরা নায়িকার তুর্য্য দ্বারা বিমুক্ত নায়কের সকল সন্দেহই একেবারে ভস্মসাৎ হইল।

এমত সময়ে দক্ষিণরাজ্যের অধীশ্বর মহম্মদ শা নায়িক দেখ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইলেন। পিতার পরলোকে যুবরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া মুদয় রাজ্যের একাধিপতি হইলেন। কিয়দ্দিন দক্ষিণ-যণ্ডে নৃত্য গীত মহোৎসবদির ইয়ত্তা রহিল না। যুবরাজ রাজা হওয়াতে প্রধান অপ্রধান সকল লোকই সান্তিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিল। নিকটবর্তী অন্যান্য রাজারা তাঁহার সহিত সৌহার্দ্য করিবার নিমিত্ত রাশি রাশি মহামূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা দ্বারা তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিবার নিমিত্ত যে সকল কুমন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিবারিত না হইয়া কেবল কিছুদিনের নিমিত্ত

স্বগিত রহিল । যুবরাজ রাজকোষ হইতে মহামূল্য
 হীরকাদি বহির্গত করাইয়া প্রাণ-জিঘাংসু প্রেয়সীকে
 প্রদান করিতে লাগিলেন । আপনি সর্ব্ব সর্ব্বা, নিবা-
 রণ করে এমন কোন ব্যক্তি উপরে নাই । মনোমোহি-
 নীর গুণে বিমোহিত হইয়া রাজকুমার অনেক ঐশ্বর্য্য
 নষ্ট করিলেন । প্রভুভক্ত মহমুদ ইহাতে গাতিশয়
 উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল
 কি সঙ্কলন ! পাপীয়সী রাজসী দ্বারা বুঝি রাজ্য নষ্ট
 হয় । প্রভু রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঐ পদে
 পদানত হইয়াছেন, ভাণ্ডার একপ্রকার শূন্য হইল
 কিছুদিন এইরূপ ব্যবহার করিলে অন্যান্য বিদ্রোহী
 রাজারা চলে বলে ইঁহার রাজ্য পর্য্যন্ত কাড়িয়
 লইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই । অতএব এইবেল
 সাবধান কবা উচিত । বিম্বস্ত ভৃত্য কি করে, না-
 ইচ্ছিত দ্বারা তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিল, সে সুযোগ
 পাইলেই নিজ সন্দেহ প্রকাশ করিতে কুটি করিত না
 তথাপি রাজকুমার তাহার কথাতে কর্ণপাত না করি-
 যা স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন ।

ছুট-লোকদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে
 কোথায় কি হইতেছে, কে কি বলিতেছে, কে কো-
 ভাবে কথা কহে, তাহারা সর্ব্বদা এই অনুসন্ধান করিয়া
 বেড়ায় । মহমুদের আকার ইঙ্গিত এবং বাহ্যিক ব্য-
 হার দেখিয়া মসআউদ বিবেচনা করিল, যুবরাজে
 প্রিয়ভৃত্য অবশ্যই আমাদের মনোগত কল্পনা কো-
 না কোনপ্রকারে উপলব্ধ করিয়া থাকিবে, নতু-
 তাহাকে এখন আমি এমন দেখিতেছি কেন ? যাহা

উক, কুমন্ত্রণা প্রকাশ হইলে যুবরাজ আমাদিগের
ক্ষমণা করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব
এইবেলা সাবধান হওয়া কর্তব্য । মনে মনে এই বিবে-
চনা করিয়া মসআউদ পরম বন্ধুর সদৃশ রাজপুত্রের
বিশেষ হিত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল । তদ্বারা
মহম্মদের পূর্ব সন্দেহ ক্রমে দূরীকৃত হইতে লাগিল ।

একদিন মসআউদ এবং তাহার ভগিনী উভয়ে এক
নিভৃত গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া রাজকুমারকে বিনা-
শ করিবার জন্য পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল ।
এমত সময়ে রাজভৃত্য মহম্মদ বিশেষ কার্যানুরোধে
ঐ গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইল । সে উপনীত
হইয়া ইঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল না, ভিতরে কি
কথা হইতেছে মনসংযোগ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে
লাগিল । তাহার ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে ইহার
কিছুই জানিভ না, অজ্ঞবাহকে পদ-শব্দও তাহাদের
কর্ণগোচর হয় নাই ; বিরল স্থান দ্বিতীয় একান্তচিন্তে
দুই জনে কেবল ইত্যবিষয়ে কুমন্ত্রণা করিতেছিল ।
বিশস্ত ভৃত্য গোপনভাবে তান কথ্য শ্রবণ একেবারে
বিন্ময়াপন্ন হইল, আর মনে মনে বিবেচনা করিল,
কুমার সন্দেহ অন্যথা হইবার নয় । তাহা ভাবিয়া-
ছিলাম তাহা সত্যই দেখিতেছি । এখন এক প্রকারে
রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করি । প্রায়শ্চিন্ত মবারক-তন-
য়ার বিষয়ে কোন কথা কহিতে সে দিন রাজকুমার
আমাকে সম্পূর্ণ নিমেষ করিয়াছেন, এখন কোন্ সাহ-
সেই বা তাহার সাক্ষাতে যাইয়া এই ভয়ানক বৃত্তান্ত
অবগত করাই, বলিলেই তিনি অত্যন্ত কুপিত হইবেন ।

পরমেশ্বর আমাকে বিষম বিপদে ফেলিলেন, না বলিলে প্রভুর প্রাণ যায়, বলিলে প্রভু বিরক্ত হন। পরন্তু আমি চিরকাল তাঁহার নিতান্তানুগত ভৃত্য, স্বকণে এমন ভয়ঙ্কর বিষয় শ্রবণ করিয়া কি রূপেই বা শিথিল থাকি। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, বিরক্ত হন তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি রাজকুমারের সাক্ষাতে যাইয়া তৎপ্রিয়সীর এই ভয়ানক প্রিয় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করাই।

মনে মনে এই স্থির করিয়া একদিন প্রাতঃকালে মহম্মদ নূপতি-মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া কহিল, “মহা-রাজ! করুণস্বভাব প্রভু কখন অনুরক্ত প্রজার কথাতে অসম্বৃত্ত হন না। যদিও হন, তথাপি স্বরূপ বাক্য কখনে সেই প্রকার ভয় করা উচিত নয়। বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই অগ্রে মনুষ্যের সাবধান হওয়া কর্তব্য। প্রভুর বিপদ হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া প্রভুভক্ত প্রজা কিরূপে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে। রাজার অমঙ্গলে রাজ্যের অমঙ্গল, অগ্রে সতর্ক করিলে যদি সেই অমঙ্গল কোন প্রকারে দূরীকৃত হয়, তবে প্রভুভক্ত লোকদিগের সেই কর্ম কর সাতিশয় বিধেয় বোধ হইতেছে।

মজাহিদ-শা।—মহম্মদ! আমি তোমার কথার ভাব বুঝিতে পারি না, মির্কোখের ন্যায় আশংসা-সূচক কথা কহিয়া কেন তুমি আমায় বারবার জ্বালায়-তন কর, একদিন আমি তোমাকে নিষেধ করিয়া কহিয়াছি, প্রেমসীর বিরুদ্ধে কোন কথা তুমি আমার সাক্ষাতে কহিবে না।

মহমুদ।—ধর্ম্মাবতার! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আপনি যে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা আমি উত্তম-রূপে জানি। কিন্তু যে রাজা বালাবস্থা অবধি এ অধী-নের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, বদান্য-স্বভাব হেতু যাহাকে তাবলোকেই ধন্য ধন্য করে, তাঁহার বিপদ-বার্ত্তা শুনিয়া আমি কিরূপে ঠেংখ্যাবলম্বন করি। প্রভো! বলিবার কারণ আছে, এইজন্যই বলি, নতুবা ভূতা হইয়া কে কোথায় নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহে। সত্য কহিতেছি, মহারাজ! আপনকার বিষম বিপত্তি ঘটিবে।

মজাহিদ-শা।—বন্ধো মহমুদ! কিজন্য তোমার মনে এমন সন্দেহ হইয়াছে, তুমি যে মন্ত-বারণের ন্যায় বারণ মান না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি এতাদৃশ বিপত্তি আশঙ্কার মূল কি?

মহমুদ।—মহারাজ! প্রণিপাত করুন, সে দিন আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া আমি একাকী তব প্রেয়সীর বাগীতে গিয়া শুনিলাম, আপনি সেখানে নাই, রাজপ্রিয়া একটি নিতৃত গৃহে বসিয়া নিজ ভ্রাতা নসারউদের সহিত কথোপকথন করিতেছে। ইহাতে আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, আসি-যাচ্ছি তো প্রভু-মনোমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। কিন্তু দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র আমার কর্ণগোচর হইল, নসারউদ নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, “সহোদরে! বিধি বুঝি এত দিনে আমরাদিগের মনোরথ সিদ্ধ করিলেন, বহু চেষ্টা করা গিয়াছে, তথাপি দুরাত্মকে প্রতিফল দেওয়া হয় নাই,

এখন তো সে আমাদের এক প্রকার করতলস্থিত হই-
য়াছে, অনায়াসেই তাহাকে মনোমত শাস্তি প্রদান
করিতে পারিব তাহার কোন সন্দেহ নাই।

মজাহিদ-শা।—সৌম্য! আমার উদ্দেশ্য তাহারা
যে দণ্ডবিধানের কথা কহিতেছিল, ইহা তুমি কিপ্রকারে
জানিলে? মসৌদের সহিত আমার অত্যন্ত আত্মীয়তা,
তাহার ভগিনী মনে জানে শয়নে স্বপ্নে আমাব্যতীত
আর কাহাকেও জানে না, আমি তাহার সর্বপ্রকারে
চিত্তানুরঞ্জক, অতএব আমার প্রতি এতাদৃশ নিষ্ঠুর
কথা তাহারা কখনই কহিবে না। বোধ হয় তাহারা
অন্য কোন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিফল দিবার কথা কহি-
তেছিল।

মহমুদ।—মহারাজ! মবারক-পরিবারের সহিত
আপনকার আন্তরিক সৌহার্দ আছে তাহা আমি উত্ত-
মরূপে জানি। কিন্তু জানিলে কি হয়, নৃপতিরা প্রায়
ঐশ্বর্যভোগে দিন যানিনী অতিবাহন করেন, মানব-
জাতির অন্তঃকরণের তাব বড় একটা বুঝিতে চাহেন
না। অনুভব দ্বারা মনের কথা অবধারণ করা কিছু
সহজ কর্ম্য নহে, এশক্তি সকল মানুষের নাই। বদন
মণ্ডল দেখিয়া আমি মনের তাব উপলব্ধি করিতে
পারি, যে ব্যক্তি দর্প করিয়া এমন কথা কহে, তাহার
অত্যন্ত ভুল, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখা গিয়া-
ছে, কপটী লোকদিগের মুখে এক, মনে এক, তাহারা
প্রকাশ্যে বেক্রপ ব্যবহার করে, অন্তরে সেক্রপ কখনই
করে না।

মজাহিদ-শা।—মিত্র অজ্ঞবাহক! কত দিন তুমি

‘এমন পণ্ডিত হইয়াছ ? কোন গ্রন্থদ্বারা তুমি অন্যের মনোগত ভাব অবধারণ করিতে শিখিলে ? বাহ্যিক দৃষ্টে অন্যের চরিত্র জানিতে হইলে, যখন অপর সাধারণ সকলের ভুল হয়, তখন যে তোমার ভুল হইবে না, ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে ?

মহম্মদ ।—মহারাজ, রহস্য করেন কেন, মানবজাতির চরিত্র আমি উত্তমরূপ বুঝিতে পারি এমন দর্প করিতেছি না । যে স্থলে অন্যের ভুল হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে আমারও অবশ্যই ভুল হইতে পারে । কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সাবধানের বিনাশ নাই, মনুষ্য নির্বিঘ্নে পরমমুখে কালযাপন করিলেও, সত্য সত্যক থাকিয়া, বিপদ না ঘটে এমন বিহিত চেষ্টা করিবে । প্রভো, প্রাকৃতিক পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া দেখুন, তয়ানক ঝড় উপস্থিত হইবার পূর্বে আকাশ-বায়ু যেরূপ সাতিশয় স্থির হয়, দিনেক দুদিন বায়ু সঞ্চালন কিছুমাত্র হয় না । পরে হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইয়া প্রাণীমাত্রকে দুঃখ দেয় । ধর্ম্মনীতিও সেইরূপ, কোথাও কোন বিপদ আশঙ্কা নাই, মনুষ্য সঙ্ঘন্দে মনের সুখে কালযাপন করিতেছে, কিন্তু হঠাৎ এমনি ভয়ানক দুঃসময় উপস্থিত হয়, যে পরম মিত্রও শত্রু হইয়া প্রতিকূলাচরণ করে ।

মজাহিদ-শা ।—সৌন্দ্য ! ভাল কথা কহিতেছ, তোমার বাক্য সহসা কোন মতে অগ্রাহ্য করিবার নয়, কিন্তু তদনুসারে চলিতে গেলে যাবজ্জীবন আমাকে একেবারে সন্দ্বিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে, মনের সুখ কিছুমাত্র থাকিবে না । তুমি পরম বন্ধু হইয়া কি-

রূপে আমায় এইরূপ আশংসায় চিরকাল পরিয়াপন করিতে কহ। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহার অন্তঃকরণ সতত শূন্য থাকে, কাহারও প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না, সর্বদাই সশঙ্কচিত্ত, কখন কি হইবে, কে কি করিবে, দিবারাত্র এই চিন্তায় যাহার কোমল মন নিরন্তর উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার জীবন ধারণে ফল কি? তাহার পক্ষে এ সংসারে থাকায় না থাকায় সমান, প্রতিবেশী বন্ধুদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া যে ব্যক্তি সামাজিক মুখ সন্তোগ করিতে না পারে ততুল্য হতভাগ্য লোক আর কে আছে? আমার বিবেচনায় তাহার পক্ষে মরাই ভাল, বাঁচিয়া কেবল অপ-রিসীম মনোবেদনা সহ্য করিতে হয়।

মহম্মদ।—মহারাজ! প্রভু যাহাতে নিরন্তর অনুখী হইবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কি অনুগত ভৃত্যের কর্ম! আমি আপনাকে সতত সন্দেহান্বিত থাকিতে বলিতেছি না। আমার কথার বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে, তাহা এই, কোন বিষয় বিশ্বাস করিবার পূর্বে অগ্রে আপনি উহা বিশ্বাস-যোগ্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কাহাকেও বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে সে ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন। নিঃসংশয়চিত্ত হইয়া হঠাৎ কাহাকেও বিশ্বাস বা কাহারও সহিত সৌহার্দ করিবেন না। এত ভরক বিতর্ক করিবার বিশেষ তাৎপর্য এই।

মজাহিদ।—সহস্রর অস্ত্রবাহক! তুমি কেমন কথা বলিতেছ, আপনার দৃষ্টান্তে আপনি কেন বিবেচনা

করিয়া দেখ না। তুমি তো আমার বিশ্বস্ত বন্ধু! বিশেষ বিবেচনা এবং পরীক্ষা না করিয়া হঠাৎ কি আমি তোমাকে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম, পরে মহম্মদের সন্তিত কেন সখিতাচরণ করিলাম, এমন কথা আমি কস্মিনকালে কি কাহাবও সাক্ষাতে বলিয়াছি?।

দক্ষিণ-দেশাধীশের এই উক্তিতে মহম্মদ অপ্রতিভ হইল, রাজবাক্য অলঙ্ঘনীয় বোধ করিয়া সে হঠাৎ স্পষ্টভাবে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু ভূপতি যে নিঃশঙ্কচিত্তে নিকটেগে কাল হরণ করেন, কোন মতেই তাহার এমন ইচ্ছা নয়। অতএব প্রতি-জ্ঞারূঢ় হইয়া সে একেবারে দ্বির সিদ্ধান্ত করিল, যে কোন প্রকারে হউক প্রভু যাহাতে নিরস্তর সাবধান থাকেন আমি এমন উপায় অব্বেষণ করিব। মনেও এই দ্বির করিয়া মহম্মদ অধীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে রাজন্! ফলের দ্বারা যেমন বৃক্ষের পরিচয় হয়, তেমনি কার্য দ্বারা মানুষ্য সৎ বা অসৎ তাহা জানা যাইতে পারে।

মজাহিদ-শা।—ভাল কথা। চিত্তেভ, কার্য দ্বারা মানব জাতির চরিত্র ও মন যত্নে পারে, একথা সত্য, তাহার কোন ভুল নাই। তবে মসাত্তদের প্রতি অবিশ্বাস হয়, এমন কদমতো অদ্যাবধি সে কিছুই করে নাই, এখন কি বলিয়া তৎপ্রতি আমি সন্দেহ করিতে পারি।

মহম্মদ।—রাজন্! মসাত্তগ অবিশ্বাসের কদম করে নাই; ভাল, বিশ্বাসের যোগ্য হয় এমন কি কদম পরি-
য়াছে?

মজাহিদ-শা।—সোম্মা! বিদ্রোহ বশতঃ তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাকে বল, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বালাবস্থা অবধি মসআউদ এমন কর্ম্ম কিছুই করে নাই, যাহাতে তাহার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে।

মহম্মদ।—মহারাজ! আমি সামান্য কারণের নিমিত্ত এরূপ সন্দেহ করিতেছি না, মসআউদ এবং তাহার ভগিনীকে আমি কতবার গোপনভাবে কপো-পকথন করিতে দেখিয়াছি, আমাকে দেখিয়া আকার ইঙ্গিতে তাহারা কতবার কত চলনা করিয়াছে, তাহা দিগের প্রতি বিশেষ সন্দেহ জন্মে এমন বিষয় আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। আপনি আমার প্রাণি বিদ্রোহ বা ঘৃণা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলুন, প্রাণ-দণ্ড করেন তাহাও স্বীকার; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহার একটিও মিথ্যা নয়। মবারক-পরিবার-দিগের সহিত প্রণয় রাখিলে কখন আপনকার মঙ্গল হইবে না, দক্ষিণ-দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে। উহা দিগের কুমন্ত্রণাতে মহাশয়ের আর যে কত দুর্গটন হটিবে তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারি না। আমাব কথা প্রাণিধান পূর্ব্বক শুনুন বা না শুনুন, কিন্তু আমি আপনকার নিতান্ত অনুগত ভৃত্য, বিশেষ রূপে অনুগৃহীত, যাহাতে আপনকার মন্দ না হয়, প্রাণপণে এমত চেষ্টা কবাই আমার বিধেয় হইয়াছে। অতএব সাবধান করিতেছি, আপনি সতর্ক হউন। এক্ষণে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া নিজ কর্তব্য সাধন করিলাম, মহাশয়ের ষেক্ষপ ইচ্ছা হয় করুন।

মজাহিদ-শা যদিও বিশ্বস্ত অস্ত্রবাহকের উপর সম্পূর্ণ

নির্ভর করিতেন, যদিও তাহার সততার প্রতি তাঁহার কন্মিন কালেও সন্দেহ হয় নাই, যদিও অনুবন্ধী ভৃত্যকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তথাপি সেই প্রাণসমা শ্রেয়সীর বিরুদ্ধে যে কথা কহিয়াছিল, তাহা তিনি আরোপিত এবং ভ্রমাত্মক জ্ঞান করিলেন, এবং নিজ জীবনের বিরুদ্ধে যে কুমন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা নিবারণার্থে কোন উদ্যোগই করিলেন না । মসাদুদের ভগিনী রাজার চিত্ত-পুত্তলিকা স্বরূপ, তাহার প্রেম-রূপ জালে মক্ষিকার ন্যায় তিনি একে-বারে পরিবদ্ধ হইয়াছেন, প্রাণ গেলেও সে প্রেম-রজ্জু এখন ছেদন করিতে পারেন না । অতএব পরম নক্সু মহম্মদের কথা অবহেলন করিয়া তিনি ঐ শঠ-প্রধানা কামিনীর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

এক দিন ভূপাল দিবারাত্রে ঐ চতুরা প্রণয়িনীর বাগীতে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, নানা-বিধ কথোপকথন করিতে২ দিবাভাসন হইল । সায়েৎ কালে রাজভবনে আসিতে রাজার ইচ্ছা হইল না, অতএব তিনি প্রাণতুল্য শ্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শ্রিয়তমে! অদ্য আমি তোমার বাগীতে নিশাযাপন করিব, তুমি ভৃত্যদিগকে খাদ্য দ্রব্যাদি আয়োজন করিতে কহ । এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ দুহিতা নারীর আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না, জ্ঞাতকি এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা রাজার নিকট আপনাকে সে সাতিশয় হর্ষযুক্ত দেখাইল । পিতৃশত্রু নিপাত-নের জন্য যে এমনত সুযোগ হইয়াছে, মসাদুদ তাহার

কিছুই জানে না। অতএব তাহার দুই ভগিনী তাহার নিকট গীত্র লোক পাঠাইয়া মৃপতি মহাশয়ের রাতে থাকিবার বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করাইল।

মজাহিদ একাকী ভগিনীর বাগীতে নিশাযাপন করিবেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া মসৌদ সাতিশয় আত্মদিত হইল; ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, চির-সঙ্কল্পিত মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিবার আশয়ে গীত্র তাহার বাগীতে আগমন করিল। ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া কালসর্পিণীবৎ সেই দুই নারী এইরূপ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল।

ভ্রাতঃ! অদ্য মহারাজ আমার আশ্রয়ে যামনী-যাপন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব এত দিনে বিধি বুঝি আমাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ করিলেন। এক্ষণে কর্তব্য-যাপন-বিষয়ে তুমি বিশেষ যত্নবান হও।

ভ্রাতা।—সহোদরে! এই বিষয়ের সুযোগের জন্য তুমি আমার কি করিতে বল ?।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! তা আর বলাবলি কি? পিতৃ-শত্রু মজাহিদ যেন তোমার ছুরিকাতে বিদ্ধ হইয়া শমনসদনে যায়, এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

ভ্রাতা।—সহোদরে! পিতৃহত্যা যদি নিবিঘ্নে প্রাপ্তে নিহত হয়, তবে সে কর্ম্ম করা আমার অবশ্যই কর্তব্য হইয়াছে। এখন কি উপায়ে এমনতর তর্য্যাক ব্যাপার সমাধা হইতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দাও।

ভগিনী।—ভ্রাতঃ! তুমি এখান হইতে গমন করিয়া আর দুইজন রাজশত্রু তোমার আত্মীয় আত্মীয়কে অনুসন্ধান করিয়া আন। তাহারা যেন আমার বাগী-

তে আসিয়া গোপনভাবে থাকে ! আমি নিশীথ সময়ে উঠিয়া ভূপাল মহাশয়ের শয়নাগারের দ্বার বিমোচন করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে না, অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করত নৃপতিকে ঘনালয়ে পাঠাইতে পারিবে।

ভাতা।—আমি জানি রাজার বিশ্বস্তভূতা অস্ত্র-বাহক রক্ষকরূপে সতত তাঁহার সঙ্গে থাকে। বোধ হয় ভূপাল তোমার গৃহে অদ্য নিশাবঞ্জন করিতে আসিলে, সে ব্যক্তিও তাঁহার শয়নাগারের পার্শ্ববর্তী কুঠরীতে শয়ন করিয়া থাকিবে। অতএব আমাদের এ চন্দ্র কীরূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

ভগিনী।—ভাতঃ! অস্ত্রবাহকের জন্য তোমার এত লাবনা কেন? সে যাহাতে কিছু না করিতে পারে এমন উপায় করিয়া দিলেই তো হইল। রাত্রিকালে রাজা এবং রাজভূতা উভয়ে এখানে ভোজন পানাদি করিবেন, সেই সুযোগে আমি ভূত্যের খাদ্য দ্রব্যোতে এমন কোন বস্তু মিশ্রিত করিয়া দিব যে দণ্ডেক দুই দণ্ডের মধ্যে সে ব্যক্তি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইবে, তাহার জ্ঞানগোচর কিছুই থাকিবে না। রাজা যদি প্রাণ রক্ষার্থ উঠেঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া তাহাকে ডাকিতে থাকেন, তথাপি সে শুনিত্তে পাইবে না।

ভাতা।—সহোদরে! যাহাতে অস্ত্রবাহক অস্ত্রশূন্য হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কি তুমি করিতে পার না?

ভগিনী।—ভাতঃ মসৌদ! তোমার মত হতবুদ্ধি মানুষ তো এই পৃথীতলে আর নাই, তুমি জীলোক

অপেক্ষাও মন্দ, এত বাগ্বিতণ্ডা করিতেছ কেন? যে ব্যক্তি ঔষধ দ্বারা জ্ঞান-রহিত হইল, তাহার অস্ত্র থাকাতাই বা কি ফল? সে তো কোন প্রকারে নিজ অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। পিতৃহত্যার নিপাতন-বিষয়ে এমন সুযোগ আর হইবে না, প্রতিদিন তো আমরা রাজাকে মারিতে কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু তোমাদ্বারা এত দিন তাহার উপায় কি হইয়াছে? আমি জ্বীলোক হইয়া যখন তোমাকে সাহস দিতেছি, তখন কি তোমার লজ্জা হয় না? যদি ভ্রাতা ভগিনীতে পরে আনাদিগের সম্পর্ক রাখিতে চাহ, তবে এই সুযোগে বিহিত চেষ্টা কর, নতুবা তোমায় আমায় এই পর্য্যন্ত।

নির্দয়া নারীর এই প্রগল্ভিত বাক্যকোশলে মসৌদ লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, ঘোরতর মধ্য-রাত্রিতে আমি আর দুইজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া নৃপতি মহাশয়ের শয়নাগারে প্রবেশ করিব; তুমি আস্তে আস্তে আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিও।

অতঃপর রাত্রিকালে ঐ দুই নারী মহম্মদের নিমিত্ত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিল। রজনী এক প্রহর হইলে মহারাজ মজাহিদ নিজ প্রেয়সীর সঙ্গে সুখে ভোজন করিতে বসিলেন। অশ্রুবাহক রাজার পাশ্বে বর্তী একটি কুঠরীতে বসিয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বার্তার কর্তার অনুজ্ঞাক্রমে ভূতারা পৃথক্ এক পাত্রে ঐ ভয়ানক খাদ্য দ্রব্য বানিয়া তাহাকে ভোজন করিতে দিল। সে ব্যক্তি প্রথমাবধি সন্দেহাশ্রিত ছিল,

স্বর্ণপাত্রে বিবর্ণ এক প্রকার ব্যঞ্জন দেখিয়া সে মনে মনে বিবেচনা করিল ; ভাল বোধ হইতেছে না, পাপীয়সী দুইটা রাক্ষসী আমার প্রাণবধ সঙ্কল্প করিয়া অবশ্যই এই ব্যঞ্জন-মধ্যে কোন না কোন ঔষধ মিশ্রিত করিয়া থাকিবে। এই সংশয়ে মহম্মদ ঐ খাদ্য সামগ্রীর কিছুই খাইল না, পাছে রাজপ্রিয়া জানিতে পারে, এই ভয়ে ঐ সমুদায় ভোজ্যদ্রব্য একটি গবাক্ষ দ্বার দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। কখন কি সর্বনাশ ঘটিবে, এই ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণ সাতিশয় চঞ্চল হইল। প্রবল ক্ষর রোগে আক্রান্ত লোকের ন্যায় সে একেবারে অস্থির হইয়া নিজ শয্যার উপরিভাগে শয়ন করিতে গেল, কিন্তু কেবল এপাশ ওপাশ করিল নিদ্রা হইল না, কি করে একদৃষ্টে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া রহিল। এইরূপে মহম্মদ প্রায় দুই ঘণ্টা শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে রাজার শয়নাগারের মধ্য হইতে ফুন্ ফুন্ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল, তাহাতে সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, একেবারে শয্যা হইতে উঠিয়া মনঃসংযোগ পূর্বক ঐ অব্যক্ত শব্দ সকল শ্রবণ করিতে লাগিল। কিন্তু কে কথ্য কহিতেছে, এবং কি কথ্য কহিতেছে, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না, পূর্ববৎ শুদ্ধ অব্যক্ত ফুন্ ফুন্ শব্দ তাহার কর্ণেজ্রিয়ের গোচর হইতে লাগিল। বড় একটা আলোক নাই যে স্পষ্টরূপে দেখে, তথাপি অল্প অল্প মিটমিট্যা আলোক দ্বারা তাহার উপলব্ধ হইল, যে ভূপতির শয়ন গৃহের দ্বারে তিন জন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মহম্মদ মধ্যরাত্রে এই অচিন্তনীয় মনুষ্যাকৃতি দৃষ্টি করিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইল,

উঠিয়া যাইবার উদ্দেশ্য করিতেছে, এমনত সময়ে সে দেখিতে পাইল রাজপ্রিয়া পাপীয়সী রাজার শয়ন-ঘৃহের দ্বার বিমোচন করিল। ছুরাঝারা এই সুযোগে অনায়াসে রাজার শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইল। তদ-র্শনে মহম্মদ প্রকম্পিত-কলেবর হইয়া খজ্জা নিক্ষেপ করত নিঃশব্দে তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইল। প্রভুর দ্বারের নিকটে উপনীত হইয়া দেখে, যে, তাঁহার শয্যার নিকট মসআউদ এবং তাহার আর দুইজন অনুচর অস্ত্র হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান আছে। রাজার জ্ঞানগোচর নাই, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রেয়সী সেই পা-পীয়সী বিশ্বাসঘাতকী কালসর্পী গুপ্ত-হস্তাদিগের বশু হইয়া হস্তে একটি প্রদীপ ধারণ করত ভূপতির মস্তক পাদপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বিস্ময়-ভূত মহম্মদ নিজ প্রভুকে বিষম বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া আর অণুমাত্র স্থির হইতে পারিল না, অতএব চীৎকার শব্দ পূর্বক তাঁহার নাম পরিচা-ডাকিতে আরম্ভ করিল, “মজাহিদ-শা! গাত্রোথান কর, প্রভো মজাহিদ-শা! গাত্রোথান কর, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, ছুর্ত ঘাতক লোক দিগের দ্বারা আপনি বৈষ্টিত হইয়াছেন”। এইরূপ শব্দ করিতেই মহা-নীল মহম্মদ একজন গুপ্ত-হস্তাকে কাটিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। গোলযোগের দ্বারা রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি উৰ্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, মসআউদ দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃ-স্থলে আঘাত করিতে প্ররক্ত হইতেছে। অস্ত্র প্রবে-

শিত করে, বিলম্ব নাই, হৃদয়ের চর্ম্ম প্রায় তদ্বারা স্পর্শ হয়, এমনত সময়ে মহাবীর মজাহিদ-শা একেবারে গাত্রোখান করিয়া গুপ্ত হস্তার হস্ত জাপটিয়া ধরিলেন । দুঃসাহসী ভূপালের সহিত তুলনা করিতে গেলে, মসাইউদ ক্ষুদ্র পতঙ্গ অপেক্ষাও দুর্ব্বল । সেই বিশ্বাসঘাতক দ্বারা আর কি হইতে পারিবে ? রাজা বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই অস্ত্রে ঐ দুরাগ্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, বিনাপরাধে গোপনে নৃপাতিকে বধ করিতে গিয়া মসাইউদ স্বয়ং নিহত হইল । পাপিষ্ঠ এত কম্পনা করিয়াও রাজার কিছুই করিতে পারিল না । যাহার প্রতি পবনেশ্বর প্রসন্ন থাকেন, মনুষ্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না ।

এক জন গুপ্তহস্তা মজাহিদ কর্তৃক এবং আর এক জন মহমুদ কর্তৃক প্রাণে নিহত হইলে, তৃতীয় ব্যক্তি প্রাণভয়ে প্রকম্পিত কলেবর হইয়া রাজার শয়নাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর পলায়ন করিল । বিশ্বস্ত ভৃত্য অস্ত্রবাহক রূপাপপাণি হইয়া তাহার পশ্চাতে দাবমান হইল । দুরাগ্মা কতদূর পলাইয়া যাইবে, বীরপুরুষ মহমুদ পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটা ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ভূমিতলে ফেলিয়া দিল, এবং বলপূর্ব্বক তাহার হস্তস্থিত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া রজ্জুদ্বারা তাহার হস্ত-পদাদি বন্ধন করিল । দুরাগ্মা নিজকৃত পাপকর্ম্মের নিমিত্ত অতীব দুঃখিত হইয়া মনে ২ কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল । মহমুদ তাহার পদ বন্ধনের রজ্জু

ধারণ পূর্বক টানিয়া তাহাকে একেবারে রাজসমীপে আনিল।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “রে দুরাত্মন! কাহার কুমন্ত্রণায় তুই স্বদেশাধিপতির প্রাণ বিনাশে উদাত হইয়াছিলি?”

দুরাত্মা উত্তর করিল, “মহারাজ! আমি কাহারও মন্ত্রণা শুনি নাই, আপনাব ইচ্ছাতে আপনিই তোমাকে মারিতে উদাত হইয়াছিলাম।”

রাজা বলিলেন ভয়ানক ব্যাপারে সহসা মনুষ্য কখনই প্রবৃত্ত হয় না, কোন না কোন বিশেষ অভিপ্রায় থাকে। তুই কি অভিপ্রায়ে তোমায় মারিতে অসি ক্ষরণ করিয়াছিলি।

দুরাত্মা কহিল, মহারাজ! আর অন্য অভিপ্রায় কিছুই নাই, শুদ্ধ উপদ্রবী রাজার হস্ত হইতে আমি ধরণীমণ্ডলকে মুক্ত করিতে চাহি।

যে পূর্তা রমণীর প্রবঞ্চনা দ্বারা মজাহিদ শাহ প্রাণ হাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাকে তিনি অঙ্গুলী-দ্বারা প্রদর্শন-পূর্বক ইঙ্গিত করিয়া গুপ্তহস্তকে কহিলেন, “অরে পাপাত্মন! ঐ নারী কি তোদের কর্ম-কর্মী? আমাকে মারিতে ঐ কামিনী কি তোদের আহ্বান করিয়াছিল? গুপ্তহস্তা উত্তর করিল, “না মহারাজ! ও যুবতী নির্দোষা, আপনকার প্রাণ বধ বিষয়ক সঙ্কল্পে উহার কোন সংশয় নাই।”

পূর্বে চূর্তগা মবারকতনয়া বিবর্ণা ও লজ্জাতে অধো-বদনা হইয়া কাঠপুতলিকার ন্যায় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, গুপ্তহস্তা নৃপতির সাক্ষাতে তাহাকে

নিরপরাধিনী বলিয়া নিবেদন করিলে, তাহার শঙ্কাকুলচিত্ত ক্রমে নিঃশঙ্ক হইয়া উঠিল। মানসিক চাক্ষুশ্য উদ্বেগাদি দূরীভূত হইলে মানবের বুদ্ধিশক্তিও বাড়ে। গুপ্তহস্তা নবারক-তনয়াকে নিরপরাধিনী कहিলে ঐ শঠপ্রদান পাপীয়সী নিজ স্বাভাবিক চাতুর্য প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ক্রণী করিল না, সে রাজার আশংসা দূর করিবার নিমিত্ত গুপ্তহস্তাদিগের উদ্দেশ্যে কত কটুক্তি প্রয়োগ করিল। আর, হা নাথ! মহমুদ না থাকিলে এখনি আমি তোমায় হারাইয়াছিলাম, কি সৰ্ব্বনাশ! তাহা হইলে এ অধীনীর কি হইত, এইরূপ আক্ষেপসূচক শব্দ করিতে লাগিল।

মসাবুদের অনুসঙ্গী যাতককামিনীর সততা এবং সারল্য বিষয়ে রাজার সন্দেহ জন্মে এমন কথা কিছুই বলিল না। দুরাচার আকার ইচ্ছিত কোন বিষয়ে ভূপাল উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, যে তাঁহার প্রেয়সী নবারকতনয়া এই প্রাণবধরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের মধ্যবর্তিনী আছে। কারণ গুপ্তহস্তা তৎকালে মনেই স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার তথাপি আমি মসাবুদের ভগিনীকে এ বিষয়ে কখনই দোষী করিব না। একে তো দেশাধিপতি রাজ্যবশে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ইহ-পর-কাল নষ্ট করিলাম, আবার বিশ্বাসঘাতক হইয়া কেন স্ত্রীহত্যার মূলীভূত হই। তাহা হইলে ঈশ্বরসমীপে আমার দ্বিগুণ দণ্ডনীয় হইতে হইবে। গর্হিত কর্মে যেমন না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তেমনি ফলভোগ করি। সত্য বলি বা মিথ্যা বলি, রাজা আমার প্রাণ রক্ষা কখনই

করিবেন না, তবে যাহাতে পরের অনিষ্ট না হয়, এখন তাহাই করা আমার বিধেয়। মনে মনে এই স্থির করাতে, অধিরাজ বারম্বার কুমন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করিলেও সে কিছুমাত্র প্রকাশ করিল না, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনি যে এ গর্হিত ব্যাপারে প্ররত্ত হইয়াছে তাহা অগ্নানবদনে বারম্বার কহিতে লাগিল।

অনন্তর মজাহিদ শা কুপিত হইয়া আজ্ঞা করিলেন, মহম্মদ! দুর্কর্মকারী গুপ্তহস্তার বড় আশ্পর্ক। দেখিতেছি, তুমি এই পাপাত্মাকে পার্শ্বস্থিত কুঠবীতে লইয়া উহার গাত্রস্থিত চর্ম্ম উন্মোচন কর। রাজার আজ্ঞায় অস্ত্রবাহক ঐ পাপকর্মকারীর গাত্রচর্ম্ম খুলিয়া তাহার অস্ত্র এবং মাংসগুলান গবাক্ষদ্বার দিয়া নরদামায় নিক্ষেপ করিল, শূগল এবং কুকুর প্রভৃতি মাংসভুক পশুরা রাজিকালেই তাহা পরমাচ্ছাদে ভোজন করিয়া ফেলিল। দুর্ভাগ্যবশত রাজদ্রোহীদিগের অস্ত্রোচ্ছিক্রিয়া প্রায় এইরূপই ঘটয়া থাকে। কোথায় রহিল তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, কোথায় বা তাহাদের প্রিয়তমা ভার্যা, প্রাণভয়ে কেহই তাহাদের একপ ছরবস্থা দেখিতে আসে নাই। মন্ত্রপাঠ এবং ক্রন্দনের মধ্যে শুদ্ধ বন্যজন্তুরা ককশ শব্দ করিয়া তাহা সমাধা করিতে লাগিল। ভূপাল প্রাতঃকালে মৃত্যুরূপিণী প্রেয়সীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাইবার-কালীন রাজপথের উপরিভাগে গুপ্তহস্তাদিগের শ্বেতবর্ণ অস্ত্র বাতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

এইরূপে মহম্মদ রাজিকালে ধর্ম্মে ধর্ম্মে রাজার আশ্রয় রক্ষা করিয়া পরদিন প্রত্যুষে তাহাকে স্মরণ করিয়া

দিয়া কহিল, কেমন মহারাজ! এ অধীনের কথা আপনি যে বড় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল কি না। এক্ষণে এই ভিক্ষা চাহি, আপনি কালসর্পিণী মবারক-তনয়ার সহিত সংশ্রব বিষয়ে নিরস্ত হউন। কিন্তু একবার মোহিনীকৃপা কামিনীদিগের কন্যায় লাবণ্য-সরোবরে নগ্ন হইলে শীঘ্র কি তাহা হইতে উদ্ধীর্ণ হওয়া যায়। বিশেষ ঐ শঠপ্রধানা যুবতী বিষমিশ্রিত মিষ্টবাক্য দ্বারা মজাহিদ শাহর চিত্তাপহরণ করিয়াছিল। অতএব অধিরাজ বিশ্বস্ত ভক্তের আবেদন শুনিয়াও প্রেয়সীর প্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গুপ্তহস্তা মবারকতনয়াকে বারম্বার আমার সমক্ষে নিরপরাধিনী কহিয়াছে, বোধ হয় প্রিয়তমা নির্দোষা। এ আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত যে এই কুমন্ত্রণার মলীভূতা ছিল, কোনমতেই আমার এমন বিশ্বাস হয় না। দুই নারীদিগের চলনা বৃদ্ধা বড় সহজ কর্ণ নয়, তাহারা কত ভাবের কত কথা কহিয়া মানবচিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, সরলাস্তঃকরণ যোষাকুল কখনই তাহা আপনাদের মনে উদ্ভাবন করিতে পারে না। আহা! ঐ ধূর্তাদিগের কুহক বাক্যে ফল-মূলাহারী মুনিদিগেরও মন উল্টিয়া যায়।

দুর্ঘটনার বহু দিবস পরে ভূপাল মহাশয় এক দিন মবারকের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কামিনী কপটমান করিয়া অধোবদনে রহিল। ভ্রমাক্ষপতি মহারাজ বারম্বার তাহাকে সাধা সাধনা করিলে, সে নেত্রবারি নিক্ষেপ পূর্বক স্থায় সহোদরকে অভি-

সম্পাত করিয়া কহিতে লাগিল, রে দুরাভ্যন্ মসৌদ ! তোহতে আমার কি সৰ্ব্বনাশ হইল, কৰ্ম্মদোষে তুই আপনি মারা পড়িলি, এবং আমাকেও মারিয়া গেলি ! গোপনে হউক বা প্রকাশ্যেই হউক আমি রাজমহিষী, যে রাজা সৰ্ব্বাস্তঃকরণের সহিত আমায় মাতিশয় অনুরাগ করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বিগতানুরাগ হইয়াছে, তুই প্রতিহিংসার পরবশ হইয়া নাথের প্রতি কেন অশ্রোতোলন করিলি, আমাকে যদি মারিয়া ফেলিতিস তবে ভাল হইত, তাহা হইলে লোক-সমাজে আমি বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া কখনই কলঙ্কিনী হইতাম না। কি পরিতাপ ! যঁাহার হস্তে আমি কুল মান সকলই সমর্পণ করিলাম, তিনি আমাকে সকল অনর্থের মূলীভূতা বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। এ জীবন ধারণ করাতে আর মুখ কি ? উহ-পর-কাল যদি সকলই নষ্ট হইল, তবে বিষ ভক্ষণ করিয়া আমার প্রাণ পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

রাজা প্রেয়সীর কপট দুঃখে দুঃখিত হইয়া এই কথা দ্বারা তাহাকে শাস্ত্বনা করিলেন, প্রিয়ে ! রোদন করিও না, অকারণে ক্ষুণ্ণ হইয়া কেন ক্লেশ পাও, আমি বিশেষ জ্ঞানি তুমি কোন অপরাধে অপরাধিনী নহ। আমার প্রতি তোমার অনির্কচনীয় স্নেহ, কোন প্রকারে সে স্নেহ তোমার পরিবর্ত্ত হইবার নয়, ষোষাকুলের অমূল্য রত্ন-স্বরূপ পরম ধর্ম্ম যে সতীত্ব তাহা রক্ষা করিবার জন্য যে কামিনী আমার গলে বরমালা দিয়াছে, সে কি আমার অহিতার্থ কোন চেষ্টায় প্ররত্তা হইতে পারে ! না, না, এতাদৃশ অনুরক্ত প্রেয়সীর প্রতি

আমার কোনমতেই কোন সন্দেহ হইতে পারে না । সুন্দরী আর একটা কথা বলি শুন, ভালবাসা না থাকিলে সহজে কেহ কাহারও জন্য ক্ষতি এবং অপমান স্বীকার করে না, তুমি আমার জন্য বলতো এক প্রকার সর্ব-ত্যাগিনী হইয়াছ, ইহাতে স্বজন সমীপে অপরিসীম অপমান এবং ক্ষতি তোমায় সহ্য করিতে হইয়াছে । তুমি আমার যথার্থ ধর্মপত্নী, ইহা না জানিয়া লোক-সমাজে সকলে যে তোমায় কুলটা এবং কলঙ্কিনী কহে, সে কেবল আমারই কারণ । আমি নিজে তোমার সকল অনর্থক মূল হইয়া, তোমাকে কি কখন অশ্রদ্ধা করিতে পারি, তবে রুখা ভাবনা করিয়া কেন তুমি কষ্ট পাউতেছ ।

পতি-মুখে এই কথা শুনিয়া পূতা নারী করুণ স্বরে কহিল, প্রাণনাথ! তুমি এ অদীনির প্রতি যে সম্পূর্ণ স্নেহ কর, তাহা আমি বিশেষ উপলব্ধ করিয়াছি । কিন্তু তোমার প্রিয়ভূতা অস্ত্রবাহক আমার পরম শত্রু, সে তোমায় আমায় যাহাতে বিচ্ছেদ হয়, এই চেষ্টাই নিরন্তর করিয়া থাকে । আমি স্বপ্নেও তাহার নিকটে কোন বিষয়ে কোন অপরাধিনী নহি, তবে আমার বিরুদ্ধ কথা কহিয়া সে কেন তোমার কণ্ঠ ভারি করে । প্রাণেশ্বর তোমাকে আমি অধিক কথা আর কি বলিব, কোনদিন তুমি মহম্মদের কথা শুনিয়া আমায় পরিত্যাগ করিবে, এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে ।

প্রেমসীর বিষনিশ্চিত প্রিয় বাণী শ্রবণ করিয়া মজাহিদ-শা বিমোহিত হইলেন, সদস্য জ্ঞান বুদ্ধি

তাঁহার সকলই লোপ পাইল, যথার্থ বিচার না করিয়া তিনি মহম্মদকে দোষী জ্ঞান করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, কামিনী যাহা বলিতেছে তাহার একটিও মিথ্যা নয়, মহম্মদ সর্বদাই আমাকে মবারক-তনয়ার সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে, সর্বদাই আনাকে তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাকে, অতএব সে যাহাতে আর প্রেয়সীর বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে এমন চেষ্টা পাওয়া আমার বিহিত বোধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া তিনি বিশ্বস্ত ভৃত্য অশ্রবাহকের প্রতি ক্রমে অনাদর এবং অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, তৎপ্রতি পূর্বানুরাগ তাঁহার শিথিল হইয়া পড়িল, কোন বিষয়ের কোন কথা কহিলে তিনি ভৃত্যের প্রতি কৰ্কশ বাক্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইতি পূর্বে সে ব্যক্তি যে তাঁজকে বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, ইহা তিনি একদিনের জন্যেও স্মরণ করিলেন না, দুই স্ত্রীর কুমন্ত্রনার কথা শুনিয়া এমন হিতকারী বন্ধুকে তিনি অনাগ্রীযবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মজাহিদ-শাহ প্রাণবিনাশক দুর্ঘটনার পর, মাসত্রয়ের মধ্যে মসাবুদের ভগিনী তৎপ্রতি অতীব স্নেহ প্রকাশ করিয়া, কখন তাঁহার উপাসনা এবং কখন বা তোবাম্মোদ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিল। রাজা তাহার কপট প্রেমে বিমোহিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, প্রেয়সী আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, আমি তাহার চিত্তপুত্তলিকা স্বরূপ, সে এক দিন আমাকে না দেখিলে পাগলিনী প্রায় হয়। অতএব লোকে যাহা বলে বলুক,

আমি তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমমুখে আছি, কিছুমাত্র আপদ ঘটবার সম্ভাবনা নাই। এই ভ্রমে তিনি ভাস্ত হইয়া ক্রমে প্রতি রাত্রি প্রেয়সীর মন্দিরে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। ধূর্তা নারী ভূপাল মহাশয়কে নিরুদ্দিগ্ধচিত্ত দেখিয়া মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিল, ছুরায়া পিতৃহন্তাকে কৌশল এবং চলনা দ্বারা আমি পরিবদ্ধ করিয়াছি। মহম্মদ রাজার অন্তঃকরণে আমার বিরুদ্ধ কথা কহিয়া যে সকল সন্দেহ উৎপত্তি করিয়া দিয়াছিল, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর ভাবনা কি, মম সহোদর মসাত্তদ নানা বিপ যত্ন করিয়াও যে কর্ম সমাপা করিতে পারে নাই, আমি সহস্রে এখন সেই কর্ম স্বয়ং নিষ্পাদন করিব। ছুরাচার মজাহিদ শা আমার পিতা ভাতা উভয়কেই প্রাণে নিহত করিয়া তাহাদের শোণিতে যেরূপ আপন হস্ত শোণিতাক্ত করিয়াছে, আমিও সেইরূপ তাহার রূধিবে নিজ হস্ত লোহিত বর্ণ করিব।

সন্ধ্যান্তঃকরণের সহিত এই স্থির কল্পনা করিয়া ঐ শঠপ্রদানা রমণী একদিন রাত্রিকালে নিজশয্যাস্থিত বালিশের নীচে সুতীক্ষ্ণ একখান ছুরিকা লুকাইয়া রাখিল, ভূপাল নিশীথ সময়ে প্রেয়সীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। পাপীয়সী কপট নিদ্রায় নিদ্রিতা হইয়া, কতক্ষণে রাজা ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হন, শুদ্ধ এই প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ভূপালের চক্ষুদ্বয় ভারি হইয়া পড়িল, অঙ্গ অবশ হইল, এবং ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সকলও শিথিল হইয়া পড়িল। দুইদণ্ডের মধ্যে দুর্ভাগ্য নৃপতি প্রাণঘাতিনীর

বিসদৃশ প্রিয়শয্যায় সুখে শয়ন করিয়া একেবারে ঘোঁ-
রতর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কালসর্পিণী দেখিল
রাজা বাহ্যিকজ্ঞান রহিত হইয়াছেন, শরীরে বড় একটা
স্পন্দ নাই, শুদ্ধ ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস বহির্গত হই-
তেছে। তখন সে বিবেচনা করিল স্বকার্য সাধন
বিষয়ে এই প্রথম নিদ্রার সময়ই আমার পক্ষে সুসময়
বোধ হইতেছে, এই বেলা আমি শত্রু নিপাতন করিয়া
পিতৃহত্যার প্রতিকল দি। সে বালিশ শুদ্ধ রাজার
মস্তকদেশ তুলিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিখান হস্তে ধারণ করিল,
তথাপি আসন্নমৃত্যু ঐশ্বর্যস্বভাব অবোধ রাজার নিদ্রা
ভঙ্গ হইল না।

অত্যন্ত হীন অপরাধী হইলেও তাহার প্রাণ বধ
করা বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে। পরমেশ্বর এই
ভয়ঙ্করকর্ম সকল নিবারণ হেতু মানবজাতির অন্তঃকর-
ণে ধর্মপ্রবৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, পাষণাচিত্ত মনুষ্য
হউক না কেন, অরূত অপরাধে প্রাণদণ্ড করিবার
সময় স্বভাবতঃ মানবের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্বেক
হয়ই হয়। স্বামীর প্রাণ বিনাশের জন্য কুলটা রাজ-
প্রিয়া ছুরিকাখান হস্তে ধারণ করিলে, তাহার সমস্ত
অঙ্গ প্রকম্পিত কদলীরন্ধের ন্যায় কম্পিত হইতে লা-
গিল। কেমন করিয়া ধর্মনীতির বিরুদ্ধ এই দুঃসাধ্য
সাধন করিবে, এই ভাবনায় তাহার সমস্ত শরীর অবশ
হইয়া কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম নির্গত হইতে
লাগিল। দুঃশীলা কামিনী একবার প্রাণনাশক ছুরি-
কাখান দেখে, একবার মজাহিদের প্রতি দৃষ্টিপাত
করে, বারম্বার এইরূপ করিতে করিতে অধিরাজ কর্তৃক

তাহার পিতা এবং সহোদরের মৃত্যু তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইল। ইহাতে সে ব্যাকুলা হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, প্রতিফল দিবার বাগনায় যখন আমি নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছি, যখন মানসস্ত্রম সকলই আমার বিনষ্ট হইয়াছে, যখন কত কষ্টপূর্ণ করিয়াছি তাহার সম্বাধা করা যায় না, তখন আর সেই কর্ম নিষ্পাদনে বিলম্ব করা বিধেয় নয়। ছুটী আরও মনে করিল, যথার্থ পতি বলিয়া আমি রাজনন্দনকে বিবাহ করি নাই কেবল প্রতিফল দিবার জন্যই আমি গোপনভাবে যুবরাজের পাণিগ্রহণ করিয়াছি। অতএব লোকতঃ ধর্মতঃ অপরাধিনী হইয়াছি না ইহাতে আছে, মজাহিদ শার প্রাণ বিনাশ করিয়া এখন প্রতিজ্ঞা সাধন করাই কর্তব্য।

দুর্ভাগ্যবিশ্বাসঘাতিনী এই স্থির করিয়া একেবারে দক্ষিণাধীশের বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকাখান বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। মর্মবেদনায় ভূপাল একেবারে চকিত হইয়া নৈত্র উন্মীলন করিয়া দেখেন, ফিনিক দিয়া তাহার হৃদয়সরোজ হইতে শোণিতপারা নির্গত হইতেছে, সমুদায় শয্যাটা একেবারে রক্তবর্ণ, তাহার প্রাণনাশিকা প্রিয়তমা শোণিতাক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্বক নয়ন মুদিত করিয়া ছুরিকাখান তাহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিয়াছে। ইহাতে ঐ মহাবলবান বীরপুরুষ বিস্ময়াপন্ন হইয়া একেবারে শয্যা হইতে গাত্রোপান করিলেন, আর সময়ে নিজ বক্ষঃস্থল হইতে ভয়ঙ্কর নাশক অস্ত্রখান উৎপাটন করিয়া দুর্ভাগ্যবাসিনীর বক্ষঃস্থলে তাহা প্রবেশিত করাইয়া দিলেন। ওরে দুর্ভাগ্যা এতদিনে আ-

মার প্রতিজ্ঞা সাধন হইল, এই শব্দ করত পাপীয়সী শয্যা হইতে ভূমিতলে পড়িয়া পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা ষাতিনাতে শয্যার উপরিভাগে ক্ষণকাল ছুট ফট করিয়া প্রাণঘাতিনী প্রিয়তমার উপরিভাগে পড়িলেন। মরণকালে মজাহিদ-শাহী নেত্রবারি নিক্ষেপ পূর্বক এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, “ষাতিলাম সাধনের নিমিত্ত কখন কোন লোক যেন হিতকারী বন্ধুর সম্পরামর্শ অগ্রাহ্য না করে। কুলটা স্ত্রীর বিষসদৃশ কপট প্রেমে পরিবদ্ধ হইয়া লোকে যেন ব্যভিচার দোষে দূষিত না হয়। ষোনারী ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কার্য করিয়া পরপুরুষে রতা হয়, তাহাকে যেন কোন ব্যক্তি প্রাণান্তেও বিশ্বাস না করে। বিবাহের পূর্বে উত্তম রূপ চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া কোন লোক যেন পত্নী সম্বন্ধে পরিবদ্ধ না হয়। আহা! কুলটাকে পত্নী জ্ঞা করিয়া আনার এই দশা হইল। হে মহাত্মন! হিতকারী বন্ধো! মহম্মদ! তোমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমার প্রাণ বিনাশ হয়, অপরাধ মার্জনা করিও, ক্ষম্যে! তোমার সদৃশ বন্ধু যেন প্রাপ্ত হইতে পারি”। এই রূপ অনুতাপ করণানন্তর মজাহিদ শাহী অন্তরীক্ষের প্রভৃ দৃষ্টিপাত করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “হে পরমাত্মন! আগি নানাবিধমতে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কার্য করিয়া তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, এখন কৃত্ত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করি, আনার পাপ মার্জনা কর”। এই প্রার্থনা করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলেন।

সমাপ্ত।*

